পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 268 Saturday, 29 August, 2026 * ৩১ বর্ষ, ২৬৮ সংখ্যা * ১১ ভাদ্র ১৪৩৩, শনিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৬ * আজ ৮ পাতা * মূল্য– ৩ টাকা

আরজি কর কাণ্ডে ৩ সপ্তাহে দ্বিতীয় দফার তদন্ত শেষের নির্দেশ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ আগস্টঃ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক-ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-এর নতুন বিশেষ তদন্তকারী দলকে ‘অতিরিক্ত তদন্ত’ (ফারদার ইনভেস্টিগেশন) শেষ করার সময়সীমা বেঁধে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে তদন্তের জাল গোটাতে হবে সিবিআই-কে- শুক্রবার বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে। শুক্রবার হাইকোর্টে রুদ্ধদ্বার কক্ষে মামলার শুনানি চলাকালীন সিবিআই তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট পেশ করে। নির্যাতিতার পরিবারের তরফে এই মামলায় যে ৫৪টি নির্দিষ্ট বিষয় খতিয়ে দেখার আবেদন জানানো হয়েছিল, তার মধ্যে ১৬টি বিষয় ইতিমধ্যে খতিয়ে দেখা হয়েছে বলে সিবিআই আদালতে নিশ্চিত করেছে। সিবিআই জানায়, ঘটনার রাতে জরুরি বিভাগে কর্মরত চিকিৎসকদের জন্য রাতের খাবার নিয়ে আসা ডেলিভারি বয় এবং নির্যাতিতার সঙ্গে সে রাতে খাবার খাওয়া চার জন চিকিসককে পূর্ণাঙ্গ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। বাকি তদন্ত সম্পন্ন করার জন্য সিবিআই-এর নতুন সিট আদালতের কাছে

● এরপর ৬ পাতায়...

পুলিশ নিয়োগের রেজাল্ট দ্রুত প্রকাশের দাবি!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ আগস্টঃ পুলিশ নিয়োগ পরীক্ষার রেজাল্ট দ্রুত প্রকাশ করতে হবে, এই দাবিতে রাজপথে নেমে প্রতিবাদের পথ বাছলেন চাকরিপ্রার্থীরা। করুণাময়ী বাসস্ট্যান্ড থেকে আরক্ষা ভবন পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলের অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন আবেদনকারী। শুক্রবার হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে জরুরি ভিত্তিতে মামলাটি উল্লেখ করা হলে, আদালত তা শুনানির জন্য গ্রাহ্য করেছে। আগামী ৩১ অগস্ট মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, কয়েক দিন আগেই রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগ প্রক্রিয়ার ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করেছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে ২০২৪ সালে প্রায় ১২,০০০ পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগের কথা ঘোষণা করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু পরীক্ষার ফল এবং মেধা তালিকা সামনে আসতেই চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়। নির্দিষ্ট নিয়মের বাইরে গিয়ে আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির শংসাপত্র গ্রহণ করার

● এরপর ৬ পাতায়...

ক্যামাক স্ট্রিট কাণ্ডে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের আর্জি খারিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ আগস্টঃ ক্যামাক স্ট্রিটের বেআইনি হোর্ডিং ভাঙা এবং সেই সংক্রান্ত মামলার জল গড়াল আদালতে। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৯ নম্বর ক্যামাক স্ট্রিটের কার্যালয়ের বিলবোর্ড (সাইন বোর্ড) ভাঙার ওপর কোনও অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার মামলার শুনানিতে অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশের আর্জি সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন বিচারপতি রাজা বাসু চৌধুরী। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার বিকেলে ৯ নম্বর ক্যামাক স্ট্রিটে অবস্থিত একটি হোর্ডিং সরানো ঘিরে কলকাতা পুরসভা ও পুলিশের সঙ্গে তৃণমূল কর্মীদের মারাত্মক সংঘর্ষ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সরকারি কাজে বাধা প্রদান ও হামলার অভিযোগে ইতিমধ্যেই ১৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং ৩টি পৃথক মামলা রুজু হয়েছে। সেই হোর্ডিং ভাঙার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয়ে স্থগিতাদেশের আর্জি জানানো

● এরপর ৬ পাতায়...

যাদবপুরে ১০ হাজার কণ্ঠে ‘বন্দে মাতরম’

‘টুকরে টুকরে গ্যাং’কে সপাট জবাব শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ আগস্টঃ ১০ হাজার কণ্ঠে উচ্চারিত ‘বন্দে মাতরম’। ভারতমাতা বন্দনায় ঐক্য ও দেশপ্রেম জাগ্রত করতে এই আয়োজন। এমন দৃশ্য বোধহয় আগে কখনও দেখেনি যাদবপুর। স্তোত্রের ছ’টি স্তবক। বোঝা যাচ্ছে, শুভেন্দু অধিকারীর যেমন কথা তেমন কাজ। যাদবপুরে ছাত্র সংঘর্ষের পর তিনি বলেছিলেন, ‘‘‘যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাইরে রাষ্ট্রবাদ প্রতিষ্ঠা করবই। সবাইকে বন্দে মাতরম গাইতে মাতরম গাইতে দেয় না। জাতীয় পতাকা ওড়ে না এখানে। কিন্তু আমরা যাদবপুরের ভিতরে ও বাইরে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করবই। দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্রবাদের সঙ্গে কোনও আপস নয়।’’ পরে তিনি ঘোষণা

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে থেকে যাদবপুর থানা পর্যন্ত রাস্তার দু’ধারে জাতীয় পতাকা হাতে শয়ে শয়ে মানুষ। বিজেপি, এবিভিপি ছাড়াও সাধারণ মানুষের হাতে হাতে তেরঙ্গা। তাঁরা সকলে মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে ‘১০ হাজার কণ্ঠে বন্দে মাতরম’ অনুষ্ঠানে শামিল হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইছেন জাতীয় হবে।’’ শুক্রবার বিকেলের যাদবপুর তারই সত্যতা প্রতিফলিত হল। গত ১৯ ও ২০ আগস্ট যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নজিরবিহীন ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘিরে পরিস্থিতি বেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কার্যত হুঁশিয়ারির সুরে বলেছিলেন, ‘‘যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বন্দে করেছিলেন, রাখিবন্ধনের দিন যাদবপুরে ১০ হাজার কণ্ঠে ‘বন্দে মাতরম’ গাওয়া হবে। আয়োজন করবে যাদবপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপি। সেই অনুযায়ী শুক্রবার বিকেলে অনুষ্ঠানটি হয়। গোটা চত্বর মুড়ে ফেলা হয় নজিরবিহীন নিরাপত্তায়। এই জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি গেট বন্ধ

● এরপর ৬ পাতায়...

‘আবর্জনা পরিষ্কার করার মতো সময় এসেছে’

রাখির অনুষ্ঠান থেকে কাদের হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ আগস্টঃ রাখিবন্ধন কেবল সুতো বা কাপড়ের টুকরো বাঁধার সাধারণ রীতি নয়, এটি শক্তির এক মহা মিলন ও পবিত্র উৎসব। কলকাতার ভবানীপুরে রাখিবন্ধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এই বার্তা দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে কড়া ভাষায় নিশানা করে তিনি দাবি করেন, বিগত সরকার কখনই এই উসবকে সঠিক মর্যাদা দিয়ে পালন করেনি রাজ্য বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরই রাখিবন্ধনের পুনর্জাগরণ ও সাংস্কৃতিক মাহাত্ম্য ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে দেশবিরোধী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন মুখ্যমন্ত্রী। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ টেনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও মাতঙ্গিনী হাজরার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, বাংলার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দেওয়ালে ‘আজাদ কাশ্মীর’ কিংবা ‘রেড স্যালুট কিষাণজী’র মতো স্লোগান কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। একই সঙ্গে যাঁরা জাতীয় গান ‘বন্দে মাতরম’-এর পূর্ণ স্তবক গাইতে অস্বীকার করছেন, তাঁদের উদ্দেশে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী

আমজনতাকে আহ্বান জানান, রাজ্যজুড়ে এই ধরনের মানসিকতার মানুষদের আবর্জনার মতো পরিষ্কার করার সময় এসেছে। আজাদি স্লোগান নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘ভারতমাতাকে শক্তিশালী করা খুব প্রয়োজন। আমার খুব কষ্ট লাগে যখন দেখি কলকাতার রাস্তায় আজাদি আজাদি। কীসের আজাদি? কাশ্মীরের জন্য পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের এত লড়াই, সেখানে আপনি কলকাতার রাস্তায় কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি লিখবেন। এ খুব পীড়াদায়ক।’’ যাদবপুরে কেন কিষেণজিকে রেড স্যালুট দেওয়া হয়? প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘‘সেন্টার ফর এক্সিলেন্স যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। গর্বের। সেখানে কলা বিভাগের দেওয়ালে লিখবেন রেড স্যালুট কিষেণজি। কী শেখাচ্ছেন নতুন প্রজন্মকে? এই কিষেণজি কে? যিনি বলেন ভারতকে ভাগ করব।’’ পূর্ণাঙ্গ বন্দে মাতরম নিয়ে আপত্তি কেন? ফের প্রশ্ন তুলে শুভেন্দু বলেন, ‘‘এটা তো কোনও রাজনৈতিক নেতা লেখেননি। সাহিত্য সম্রাট লিখে দিয়ে গিয়েছেন। দেশের ভিতরে থেকে যাঁরা দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ আক্রমণ করেন, তাঁদেরকেও আমাদের আস্তে আস্তে বাড়ির আবর্জনা পরিষ্কার করার মতো পরিষ্কার করার শপথ নিতে হবে।’’ ভবানীপুরের অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী নজরুল মঞ্চের কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে যোগ দেন। রাজ্যজুড়ে জেলা সদর থেকে শুরু করে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত অত্যন্ত সাড়ম্বরে রাখিবন্ধন পালনের বিস্তর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই পুরো উৎসবের সফল আয়োজনের জন্য সরকারের তরফে প্রায় ৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা

● এরপর ৬ পাতায়...

স্নেহের বন্ধনে বাঁধা পড়লেন প্রধানমন্ত্রী

খুদে পড়ুয়াদের হাত থেকে রাখি পরলেন মোদি

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্টঃ আজ রাখি বন্ধন দিবস। ভাই-বোনের মধ্যে পবিত্র সম্পর্ককে আরও অটুট করতেই এই দিনটি উদযাপন করা হয়। এই স্নেহের বন্ধনে বাঁধা পরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছোট ছোট ছাত্রীদের হাত থেকে রাখি পরলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। প্রতি বছরের মতো এই বছরও রাখিবন্ধন উৎসব পালন করেন প্রধানমন্ত্রী। এ দিন প্রধানমন্ত্রী মোদির বাসভবন, ৭ লোককল্যাণ মার্গ হাজির হয় খুদে পড়ুয়ারা। তাদের সঙ্গে দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি, হাই-ফাইভ করেন। এরপরে তিনি চেয়ারে বসেন এবং পড়ুয়ারা একে একে প্রধানমন্ত্রীকে রাখি পরায়। প্রতিটি রাখি খুটিয়ে খুটিয়ে দেখেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। পড়ুয়ারা কেউ বন্দেমাতরম লেখা রাখি পরায়, কেউ আবার পাতা দিয়ে তৈরি রাখি পরায়। খুদে পড়ুয়াদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মেতে ওঠেন তিনি। গল্প করেন। খুদেদের কাছে জানতে চান, তারা পড়াশোনা কেমন করছে, বাড়িতে ফল-সবজি খায় কি না। পড়ুয়ারাও মজাচ্ছলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে গল্প করে। তারা জানায় কীভাবে প্রধানমন্ত্রী তাদের প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করে চলেছেন। কেউ কেউ কবিতা পাঠ, গান করেও শোনায়।

সরকারি কর্মীদের বদলি ভাতায় বড় পরিবর্তন!

এখন থেকে নতুন জায়গায় থিতু হতে মিলবে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ আগস্টঃ বদলির কারণে কর্মস্থল পরিবর্তন হলে সরকারি কর্মীদের দেওয়া বদলি অনুদান ও মালপত্র গোছানোর ভাতা এবার একত্র করে নতুন অনুদান চালু করল রাজ্য সরকার। ২০২৬ সালের ১ জুন বা পরে জনস্বার্থে বদলি হয়ে নতুন পদে যোগ দিলে এই এককালীন অনুদান মিলবে। • সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মীর মূল বেতনের ৮০ শতাংশের মধ্যে যেটি কম, সেই অর্থ দেওয়া হবে। • যে মাসে নতুন পদে যোগ দেবেন,

তার পরে জনস্বার্থে বদলি হয়ে নতুন পদে যোগ দেওয়া সরকারি কর্মীরা এই সুবিধা পাবেন। নতুন ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা অথবা কর্মীর মূল বেতনের (বেসিক পে) ৮০ শতাংশ পাওয়া যাবে। যেটি কম, সেই পরিমাণ অর্থ এককালীন অনুদান হিসেবে দেবে সরকার। অবসর নেওয়া কর্মীদের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট শর্তে এই সুবিধা মিলবে।

বদলির ক্ষেত্রে কারা পাবেন এই সুবিধা?

• ২০২৬ সালের ১ জুন বা তার সেই মাসে পাওয়া মূল বেতনের ভিত্তিতেই অনুদানের পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

কী কী শর্ত থাকছে?

• এটি এককালীন অনুদান। টাকা পাওয়ার জন্য কোনও খরচের বিল বা রসিদ জমা দিতে হবে না। • কর্মী নিজের কোনও মালপত্র বহন করলেই অনুদান পাওয়ার অধিকার থাকবে। ব্যক্তিগত মালপত্র পরিবহণের খরচ আলাদা ভাবে দাবি করেছেন কি না, তা বিবেচ্য হবে না।

● এরপর ৬ পাতায়...

‘তৃণমূলের ভুলের উপর দাঁড়িয়েই বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতা দখল করেছে’

ধর্মতলার মঞ্চ থেকে আক্রমণ ঋতব্রতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ আগস্টঃ রাখিবন্ধন উৎসব এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ধর্মতলা থেকে ছাত্রসমাজের উদ্দেশে বক্তব্য রাখলেন ‘আসল তৃণমূলে’র নেতৃত্ব ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি এই মঞ্চ থেকেই সরাসরি তাঁদের শিবিরের প্রধান দাবি তুলে ধরলেন। উল্লেখ্য, আগের সরকারকে তীব্র খোঁচা দিয়ে সরাসরি অভিযোগ তুলেছেন যে তাদের চরম ভুলেই আজ রাজ্যে বিজেপির এই আগমন। নিজেদের দাবি স্পষ্ট করে ঋতব্রত জানান, প্রতিটি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদের নির্বাচন করাতে হবে। সরকারকেও স্পষ্ট করে জানাতে হবে ছাত্র নির্বাচন করতে তারা ইচ্ছুক কিনা। উঠল কলেজে ছাত্রনেতাদের বয়সসীমার প্রসঙ্গও।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে ঋতব্রত বলেন, ‘‘তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রত্যেক কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সংসদের নির্বাচন করতে হবে। আমাদের একটাই প্রধান দাবি যে, ছাত্র সংসদের ভোট করতে হবে। ছাত্র সংসদের ভোট না হলে গোটা দেশের, গোটা রাজ্যের ছাত্র আন্দোলন, সেই ছাত্র আন্দোলন ব্যাহত হবে।’’ ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে ঋতব্রত শিবির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবি জানিয়ে সরাসরি আঙুল তুলেছে পূর্বতন সরকার অর্থাৎ তৎকালীন শাসকদল তৃণমূলের দিকে। তাঁর সাফ বক্তব্য, ‘‘তৃণমূল কংগ্রেস ভুল করেছে। সেই ভুলের উপর দাঁড়িয়ে বিজেপি ক্ষমতা দখল করেছে, বিপুল ম্যানডেট।’’ শুধু তৃণমূল নয়, বর্তমান শাসকদলের উদ্দেশেও গলা তোলেন ঋতব্রত। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও সেক্ষেত্রে নতুন সরকার তথা বিজেপির শুভেন্দু সরকারের গা নেই, একথা বলে আক্রমণ শানান তিনি। বলেন, ‘‘নতুন সরকার একটুও রা কাড়ছে না। ছাত্র সংসদ নির্বাচন হবে কি হবে না, সরকারকে পরিষ্কার করে বলতে হবে। সরকারকে জানাতে হবে, সরকার ছাত্র সংসদ নির্বাচন করতে চায় কি চায় না।’’ বিজেপিও যে তৃণমূল বা বামেদের মতো একই পথে হাঁটতে শুরু করেছে সেকথাও শোনা যায় ‘আসল তৃণমূল’ নেতৃত্বের গলায়। ঋতব্রত বলেন, ‘কলেজগুলোতে যেভাবে বিজেপির বিধায়কদের, বিজেপির সাংসদদের বসিয়ে দেওয়া হল, তাহলে অনিলায়ন আর মমতায়নের থেকে তো আপনারাও বেরতে পারলেন না। আপনারাও তো একই দোষে দুষ্ট হলেন। যে ধারাবাহিকতা চলছিল, আপনারা সেই ধারাবাহিকতা নিয়েই এগোলেন।’’ ঋত-শিবিরের অন্দরের কথা জানিয়ে তিনি জানান কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়েই চলছে ‘আসল তৃণমূল’। টাকা তুলে, চাঁদা তুলে পার্টি চালাতে হচ্ছে, তাতে সমস্যা রয়েছে কারণ বিপুল পরিমাণ টাকা নেই। অগত্যা চাঁদা তুলতে হচ্ছে বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্রদের আনবার জন্যে। তৃণমূলের ছাত্রনেতাদের বিরুদ্ধে ওয়াকিবহাল মহলের একটা বড় অভিযোগ বরাবর ছিল যে, অনেক বয়স পর্যন্তও তাঁরা কলেজের ছাত্রনেতার পদ অধিকার করে বসে থাকেন। সেই প্রসঙ্গ উঠল ঋতব্রতর বক্তব্যে। তিবি বলেন, ‘‘আমরা আলোচনা করছি আমাদের নেতৃত্বের সঙ্গে যে একটা নির্দিষ্ট বয়স বেঁধে দিতে হবে।’’

‘পুলিশকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে বিজেপি, আবার তৃণমূল ফিরবে’

টিএমসিপি প্রতিষ্ঠা দিবসে বার্তা মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ আগস্টঃ ক্যাথিড্রাল রোডে আয়োজিত তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের সমাবেশ থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং তাঁর পরিচালিত বিজেপি সরকারকে বেনজির ভাষায় তোপ দাগলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সভার শুরুতেই ভিড় ও বিশৃঙ্খলার জল গড়ালেও, মঞ্চে উঠে কর্মী-সমর্থকদের আশ্বস্ত করে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানান, খুব তাড়াতাড়ি বাংলায় আরও একটা পরিবর্তন আসবে, তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরবে। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্যাথিড্রাল রোডের সভাস্থলে পৌঁছনো মাত্রই আচমকা তীব্র বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক গার্ডরেল ভেঙে মূল মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করলে চত্বর

স্তব্ধ হয়ে পড়ে। এমনকি অতিরিক্ত ভিড়ের মাঝে বেশ কিছু সাধারণ গাড়ি ও রোগী বহনকারী অ্যাম্বুল্যান্স আটকে পড়ে, যার কারণে প্রায় ২০-২৫ মিনিট সভার কাজ স্থগিত রাখতে হয়। তবে এতে বিচলিত না হয়ে স্বয়ং তৃণমূলনেত্রী উদ্যোগী হয়ে গাড়িগুলি নিরাপদ স্থানে বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসলে পুনরায় ভাষণ শুরু করেন। মঞ্চ থেকে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপিকে নিশানা করে মমতা বলেন, ‘‘আমাকে নাকি রাস্তায় বেরোতে দেওয়া হবে না বলা হয়েছিল! কত বড় বুকের পাটা! মনে রাখতে হবে, গায়ের জোরে সবকিছু চলে না। রাজ্যজুড়ে এখন বিজেপির ক্যাডারদের মাতামাতি চলছে, কিন্তু বাংলার সাধারণ মানুষ এসব অত্যাচার বেশি দিন সহ্য করবে না।’’ কর্মীদের অভয় দিয়ে তিনি আরও যোগ করেন, ‘‘চিন্তা করবেন না, বিজেপির অন্যায়ের জবাব বিজেপির লোকেরাই দেবে। খুব তাড়াতাড়ি তৃণমূল কংগ্রেস আবার সরকারে ফিরবে।’ বক্তব্যের শেষাংশে রাজ্য পুলিশ ও বিজেপি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এক বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন তৃণমূলনেত্রী। তিনি দাবি করেন, রোজ রাতে কালীঘাটে তাঁর বাসভবনের সামনে পরিকল্পিতভাবে মদ্যপ ব্যক্তিদের পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যারা চিৎকার-চেঁচামেচি করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। এমনকি বিজেপির নিজস্ব কোনও সংগঠন না থাকায় পুরো রাজ্যজুড়ে পুলিশকে দিয়ে দলীয় কাজ করানো হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তিনি। পুলিশের এই নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে আদালতের আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে মমতা বলেন, ‘‘এই ধরনের প্রশাসনিক অত্যাচার আর চলতে দেওয়া যায় না।’’ এদিন বিধানসভার বই ইস্যু নিয়ে শুক্রবার মুখ খুললেন তৃণমূল নেত্রী। অভিযোগ উঠেছে, তাঁর নেওয়া মোট ১৯টি বই ইস্যু করা রয়েছে। তার মধ্যে ১৮টি রবীন্দ্র রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ড। অন্য বইটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সঞ্চয়িতা’। গ্রন্থাগারের নথি বলছে, এই ১৯টি বইয়ের কোনওটিই এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ফেরত আসেনি। এই নিয়েও এদিন মমতা বলেন, ‘‘আমি নিজে বই লিখি। চাইলে নিজেই লাইব্রেরি বানিয়ে দিতে পারি। তাই প্রমাণ ছাড়া কোনও অভিযোগ করবেন না।’’

হড়পা বানে ক্ষতিগ্রস্ত ১৩ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র

ভারতে বিদ্যুৎ রফতানি ৫০ শতাংশ কমাল নেপাল

সংবাদ সংস্থা, কাঠমান্ডু, ২৮ আগস্টঃ হিমালয় থেকে ধেয়ে আসা বিধ্বংসী হড়পা বানের প্রভাবে চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে নেপাল। প্লাবনের তাণ্ডবে নেপালের অন্তত ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সরাসরি প্রভাব পড়েছে আন্তর্জাতিক বিদ্যুৎ বাণিজ্যে। দুর্ঘটনা ও উৎপাদন বিপর্যয়ের জেরে ভারতে নিজেদের বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ রাতারাতি কমিয়ে অর্ধেক প্রায় ৫০ শতাংশ করে দিয়েছে নেপাল প্রশাসন। তথ্য অনুযায়ী, গত ২৬ আগস্ট হড়পা বান আছড়ে পড়ার মুহূর্তেও সর্বোচ্চ চাহিদার সময়ে নেপাল থেকে ভারত প্রায় ৯৬৩.৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করছিল। কিন্তু জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি অচল হয়ে পড়ায় ভারত ও বাংলাদেশে বিদ্যুৎ রফতানি ব্যাপক ধাক্কা খেয়েছে। সাধারণ সময়ে ভারত প্রায় ৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পেলেও, বর্তমানে সরবরাহ কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪০০

মেগাওয়াটে। ক্ষতিগ্রস্ত জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল ১৪ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দেবীঘাট জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, যা থেকে ভারতে প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যুৎ রফতানি করা হত। এ ছাড়া চিলিমে এবং ত্রিশূলী প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় নেপাল থেকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ রফতানিও সাময়িকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। প্রশাসনের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, বানের কবলে পড়া বড় প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে ২১৬ মেগাওয়াটের আপার ত্রিশূলী-১, ১১১ মেগাওয়াটের রসৌয়াগড়ী, ১২০ মেগাওয়াটের রসৌয়া ভোটেকোশি, ৭৮ মেগাওয়াটের সাঞ্জেন খোলা, ২২ মেগাওয়াটের চিলিমে, ২০ মেগাওয়াটের লাইদাং খোলা, ৬.৪২ মেগাওয়াটের আপার মাইলুং-এ এবং ৫ মেগাওয়াটের মাইলুং খোলা। এছাড়া নেপালের নুওয়াকোট জেলায় ১২৩ মেগাওয়াট মোট ক্ষমতার ৪টি চালু বিদ্যুকেন্দ্র এবং ৫২.৬ মেগাওয়াট ক্ষমতার আরও ২টির নির্মাণাধীন প্রকল্প জলের তোড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, ভারত ও নেপালের মধ্যে বিদ্যুৎ বিনিময় মূলত ঋতুভিত্তিক। বর্ষাকালে নেপালের পাহাড়ি নদীগুলিতে জলের প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বৃত্ত জলবিদ্যুৎ ভারতে রফতানি করে কাঠমান্ডু। অন্যদিকে, শুষ্ক শীতের মরশুমে যখন নেপালের নিজস্ব নদীগুলিতে জল কমে উৎপাদন হ্রাস পায়, তখন ভারতের থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করে

● এরপর ৬ পাতায়...

রাখিবন্ধনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃভাই-বোনের মধ্যকার ভালোবাসা, বিশ্বাস এবং অটুট স্নেহের বন্ধন যেন এই সুতোর বাঁধনে চিরকাল অটুট থাকে। এভাবেই শুক্রবার এক্সবার্তায় রাখিবন্ধন উসব উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।তিনি এ দিন সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, শুভ রাখী বন্ধনএক টুকরো সুতোয. বাঁধা থাকুক ভাই-বোনের ভালোবাসা, বিশ্বাস আর স্নেহের অটুট বন্ধন। ভাই-বোনের সম্পর্ক আরও মধুর ও চিরস্থায়ী হোক, আনন্দ আর আশীর্বাদে সবার জীবন ভরে উঠুক। সকলকে জানাই রাখী পূর্ণিমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন !!!

মহাত্মা আয়্যানকালিকে শ্রদ্ধা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট ঃ 'মহাত্মা'আয়্যানকালির জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধাজানিয়েছেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।শুক্রবার এক্সবার্তায় অমিত শাহ লিখেছেন, জন্মবার্ষিকীতে আমি এই মহান ঋষিতুল্য ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আয়্যানকালিজি ছিলেন একজন অগ্রগামী সমাজ সংস্কারক, যিনি কেরলমে শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত করেছিলেন।সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্যের আদর্শকে বজায় রেখে তিনি একটি ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী সমাজ গঠনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সেই আদর্শ আজও আমাদের অগ্রগতির শিখরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে দিকনির্দেশনা দেয়।

সংস্কৃত দিবসে বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ সংস্কৃত ভাষা শুধু একটি ভাষা নয়, এটি ভারতীয় সংস্কৃতি, সভ্যতা, দর্শন ও জ্ঞানের অক্ষয় ও অমূল্য ভাণ্ডার। শুক্রবার এক্সবার্তায় এ কথা লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।তিনি লিখেছেন, বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত থেকে শুরু করে গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র সবকিছুর মূলে রয়েছে এই সুপ্রাচীন ভাষা।যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্ যেখানে সমগ্র বিশ্ব এক নীড়ে পরিণত হয়, সেই বাণী আজও সংস্কৃতের মধ্য দিয়ে অনুরণিত হয়।আজকের এই বিশেষ দিনে আসুন আমরা এই প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ভাষাকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করি।

গ্র্যান্ড চেস ট্যুর ফাইনাল জিতলেন প্রজ্ঞানন্দ

সেন্ট লুইস, ২৮ আগস্ট ঃ বৃহস্পতিবার সেন্ট লুইসে ফাবিয়ানো কারুয়ানার বিপক্ষে এক অসাধারণ প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে জয়লাভ করে আর প্রজ্ঞানন্দ প্রথম ভারতীয় হিসেবে গ্র্যান্ড চেস ট্যুর ফাইনাল জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।প্রজ্ঞানন্দ দিনের শুরুতে ছয় পয়েন্টের ঘাটতি পূরণ করে দুটি র‍্যাপিড গেম জিতে নেন এবং এরপর ব্লিটজ পর্বের স্নায়ুচাপপূর্ণ সমাপ্তি ঘটিয়ে ১৫-১৩ ব্যবধানে জয় সম্পন্ন করেন। এটি তাঁর কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় শিরোপা। এই জয়ে তরুণ গ্র্যান্ডমাস্টার ২,০০,০০০ মার্কিন ডলার পুরস্কার পেলেন। এই ধরনের টুর্নামেন্ট জেতাটাও খুবই আনন্দের, বলেছেন প্রজ্ঞানন্দ, যিনি ঐতিহ্যের কারণে জিসিটি-কে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের পরেই দ্বিতীয় স্থান দেন।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ভারত বিশ্বের দ্রুততম ক্রমবর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতিঃনির্মলা সীতারমন

টরঃটো, ২৮ আগস্ট ঃভারত বিশ্বের দ্রুততম ক্রমবর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। তিনি বলেন, ভারতে বিশাল পরিসর, ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি, তরুণ জনগোষ্ঠী ও দ্রুত সম্প্রসারিত পুঁজি বাজারের এক অনন্য সমন্বয় রয়েছে। টরন্টোতে প্রবাসী ভারতীয়দের বিশিষ্ট সদস্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার সময় সীতারমন বলেন, ভারতের এই রূপান্তর মূলত কাঠামোগত যা দ্রুত নগরায়ণ, ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং বিশ্বমানের ডিজিটাল পরিকাঠামোর ওপর ভিত্তি করে এগিয়ে চলেছে। তিনি উল্লেখ করেন, এই পরিবর্তনগুলো অর্থনীতির প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে।অর্থমন্ত্রী আর্থিক ও বাণিজ্যিক পরিষেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভারতের ডিজিটাল ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্রের ভূমিকার কথাও তুলে ধরেন। তিনি কানাডার ব্যাংক, ফিনটেক কোম্পানি এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর সঙ্গে সহযোগিতার উল্লেখযোগ্য সুযোগের ওপর জোর দেন-যার মধ্যে কেবল পেমেন্ট বা লেনদেন ব্যবস্থাই নয়, বরং পরবর্তী প্রজন্মের ডিজিটাল আর্থিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত। ভারত ও কানাডার ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের কথা উল্লেখ করে সীতারমন বলেন, কানাডায় বসবাসরত ভারতীয় বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠী দুই দেশের মধ্যে একটি কৌশলগত সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক ও বহুত্ববাদী মূল্যবোধের অংশীদারিত্ব, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততা, উচ্চ-পর্যায়ের যোগাযোগ এবং জনগণের মধ্যে দৃ। সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে সাম্প্রতিক সময়ে ভারত ও কানাডার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে।

প্রয়াগরাজ-সহ উত্তর প্রদেশের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা, সতর্ক থাকার পরামর্শ

প্রয়াগরাজ, ২৮ আগস্ট ঃ উত্তর প্রদেশে মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তা অব্যাহত রয়েছে। এর জেরে প্রয়াগরাজ-সহ রাজ্যের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার সকালে সতর্কতা জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর।লখনউয়ের ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের শুক্রবার সকালে প্রকাশিত জেলাভিত্তিক তাক্ষণিক পূর্বাভাস অনুযায়ী, কিছু এলাকায় ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। পাশাপাশি একাধিক জায়গায় বজ্রপাতের আশঙ্কাও রয়েছে।আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, মহোবা, বান্দা, হামিরপুর, ফতেহপুর, জালাউন, রায়বরেলি, কানপুর নগর, কানপুর দেহাত, উন্নাও, লখনউ, বদায়ুঁ, সম্ভল, আমরোহা, মোরাদাবাদ, বিজনৌর এবং সংলগ্ন এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হতে পারে।অন্যদিকে সোনভদ্র, মির্জাপুর, প্রয়াগরাজ, চিত্রকূট, মহোবা, বান্দা, হামিরপুর, ফতেহপুর, জালাউন, রায়বরেলি, কানপুর নগর, কানপুর দেহাত, উন্নাও, ঔরাইয়া, লখনউ, বরাবাঁকি, কনৌজ, হরদই, সীতাপুর, লখিমপুর খেরি, বদায়ুঁ, সম্ভল, আমরোহা, মোরাদাবাদ, বিজনৌর এবং আশপাশের এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।প্রয়াগরাজের ক্ষেত্রেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এর ফলে তাপমাত্রা কিছুটা কমার পাশাপাশি আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থেকে স্বস্তি মিলতে পারে। আবহাওয়া দফতরের প্রয়াগরাজের পূর্বাভাসেও ২৮ আগস্ট এক-দু'দফা বৃষ্টি অথবা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে।চঃদ্রশেখর আজাদ কৃষি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কানপুরের আবহাওয়াবিদ ড. এসএন সুনীল পাণ্ডে জানান, মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তা এবং বাতাসে আর্দ্রতার কারণে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হচ্ছে। ফলে আচমকা আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে পারে এবং কোনও কোনও এলাকায় অল্প সময়ের মধ্যে প্রবল বৃষ্টিও হতে পারে।তিনি জানান, প্রয়াগরাজ এবং সংলগ্ন জেলাগুলিতেও মেঘের সক্রিয়তার কারণে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকায় সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ইউসিসি-র বিরোধিতা কংগ্রেসের, এটি আদিবাসীদের স্বার্থবিরোধীঃদীপক বেইজ

রায়পুর, ২৮ আগস্ট ঃ ছত্তিশগড়ে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার মধ্যেই এর তীব্র বিরোধিতা করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি দীপক বেইজ। শুক্রবার তিনি অভিযোগ করেন, ইউসিসি আদিবাসীদের স্বার্থ ও অধিকার ক্ষুণ্ণ করবে। একইসঙ্গে রাজ্যে বিদ্যুৎ বণ্টনে বেসরকারি অংশীদারিত্বের সম্ভাবনা নিয়েও বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন তিনি।ছত্তিশগড়ে ইউসিসি কার্যকর করার জন্য ইতিমধ্যেই উচ্চপর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করেছে রাজ্য সরকার। কমিটি রাজধানীতে সমাজের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সমাজপ্রধানদের সঙ্গে বৈঠকও করেছে। তবে সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হয়েছে, আদিবাসী সম্প্রদায়কে ইউসিসি-র আওতার বাইরে রাখা হবে।দীপক বেইজ বলেন, কংগ্রেস ইউসিসি-র বিরোধিতা করে এবং এটি আদিবাসীদের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র। তাঁর অভিযোগ, এর ফলে আদিবাসীদের স্বার্থ ও সাংবিধানিক অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।এদিকে ছত্তিশগড়ে বিদ্যুৎ বণ্টনে বেসরকারি অংশীদারিত্বের সম্ভাবনা নিয়েও রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন বেইজ। তাঁর দাবি, একটি বেসরকারি সংস্থা রাজধানী এলাকায় বিদ্যুৎ বণ্টনের জন্য লাইসেন্স চেয়েছে। তাঁর অভিযোগ, সরকার বেসরকারি সংস্থাকে লাইসেন্স দিয়ে বিদ্যুৎ পরিষেবায় সাধারণ গ্রাহকদের কাছ থেকে বেশি টাকা আদায়ের সুযোগ করে দিতে চাইছে।বেইজ বলেন, বিদ্যুৎ বণ্টনে বেসরকারি অংশীদারিত্বের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সব স্তরে প্রতিবাদ করবে। তাঁর দাবি, টাটা সংস্থা রাজধানী এলাকায় বিদ্যুৎ বণ্টনের জন্য লাইসেন্সের অনুমতি চেয়েছে।

রাজ্যের সব স্কুল-কলেজে শীঘ্রই চালু হবে এনসিসি, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

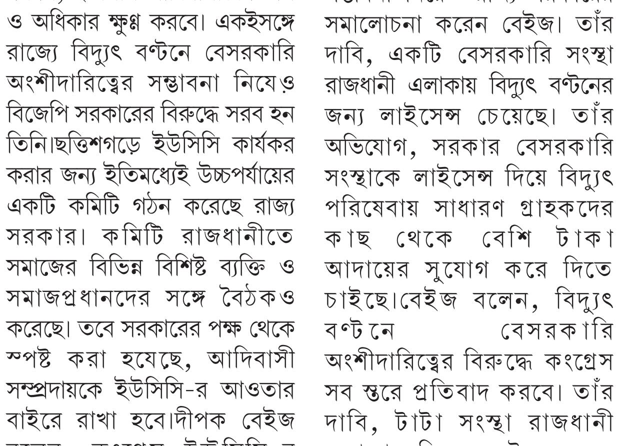

কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ আগামী দিনে রাজ্যের প্রতিটি স্কুল ও কলেজে ন্যাশনাল ক্যাডেট ক্রপস (এনসিসি) শীঘ্রই চালু করা হবে। শুক্রবার নজরুল মঞ্চে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই কথা জানান।এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জীবনে শৃঙ্খলা পরায়ন থাকা অত্যন্ত দরকার। বিগত সরকারের আমলে স্কুলে এনসিসি চালু করা হয়নি তার পরিবর্তে 'জয় হিন্দু বাহিনী' চালু করেছিল তকালীন রাজ্য সরকার।তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বিশেষ করে সীমান্তবর্তী এলাকার সমস্ত স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের মধ্যে অবিলম্বে এনসিসি চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের জীবনে নিয়মানুবর্তিতা শেখার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। এই বিষয়ে ইতিপূর্বেই একপ্রস্থ আলোচনা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে এই নিয়ে তাঁর কথা হয়েছে বলে এদিন সভায় অকপটে জানান মুখ্যমন্ত্রী।তিনি জানান, গত রবিবার প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং কলকাতা সফরে এলে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেই সময়েও তাঁদের মধ্যে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।উল্লেখ্য, নজরুল মঞ্চে আয়োজিত রাখি বন্ধন উৎসবের এই সরকারি কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এ ছাড়া রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন স্কুলে ব্রতচারী চালু করার পরিকল্পনাও রয়েছে বলে জানান তিনি।

১ সেপ্টেম্বর মেত্তুর বাঁধ থেকে ডেল্টা সেচের জন্য জল ছাড়ার প্রস্তুতি তুঙ্গে

সেলম, ২৮ আগস্ট ঃ ডেল্টা অঞ্চলে সেচের জন্য আগামী ১ সেপ্টেম্বর মেত্তুর বাঁধ থেকে জল ছাড়ার প্রস্তাবিত কর্মসূচিকে ঘিরে প্রস্তুতি জোরদার করা হয়েছে। তামিলনাড়ু সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী বিজয়.মেত্তুর বাঁধ থেকে ডেল্টা সেচের জন্য জল ছাড়বেন। কর্মসূচিকে সামনে রেখে জলসম্পদ দফতর, পুলিশ-সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দফতর প্রস্তুতি শুরু করেছে।প্রতি বছর ১২ জুন মেত্তুর বাঁধ থেকে ডেল্টা অঞ্চলের সেচের জন্য জল ছাড়া হয়। তবে চলতি বছরে বাঁধে পর্যাপ্ত জল মজুত না থাকায় নির্ধারিত দিনে জল ছাড়া সম্ভব হয়নি। একই কারণে ১ আগস্ট পূর্ব ও পশ্চিম খালের সেচের জন্যও জল ছাড়া যায়নি।সময়মতো সেচের জল না পাওয়ায় ডেল্টা অঞ্চলের কৃষকরা সমস্যায় পড়েছেন। বেশ কিছু এলাকায় জলের অভাবে ফসল শুকিয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়। কৃষকদের পরিস্থিতি বিবেচনা করে ধান চাষে সহায়তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিজয় ১৩৪ কোটি টাকার কুরুভাই বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করেছিলেন।এদিকে কর্নাটকের কাবিনী ও কে আর এস বাঁধ থেকে ছাড়া জল ওকেনাক্কল হয়ে মেত্তুর বাঁধের দিকে আসতে শুরু করেছে। ফলে মেত্তুর বাঁধে জলের প্রবাহ ধীরে ধীরে বাড়ছে। আধিকারিকদের আশা, শীঘ্রই বাঁধের জলস্তর ৯০ ফুটে পৌঁছতে পারে।জলের বর্তমান মজুত ও সম্ভাব্য জলপ্রবাহের কথা মাথায় রেখেই ১ সেপ্টেম্বর থেকে ডেল্টা সেচের জন্য জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তামিলনাড়ু সরকার। শুক্রবার সরকারি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৪৫ দিন পর্যন্ত বাঁধে থাকা জল ও জলপ্রবাহের পরিমাণ বিবেচনা করে সেচের জন্য জল ছাড়া হবে।বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২০২৬-২৭ সেচবর্ষের শুরুতে মেত্তুর বাঁধে ব্যবহারযোগ্য জল মজুত ছিল মাত্র ৪১.২২৩ টিএমসি। কর্নাটকের বাঁধগুলি থেকে পর্যাপ্ত জল না পাওয়া এবং বাঁধে ন্যূনতম ১০ টিএমসি জল মজুত রাখা বাধ্যতামূলক হওয়ায় এতদিন ডেল্টা সেচের জন্য নিয়মিত জল সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবিত জল ছাড়ার কর্মসূচিকে সামনে রেখে মেত্তুর বাঁধ চত্বরে বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকরা পরিদর্শন করেন। পুলিশ, জলসম্পদ দফতরের আধিকারিকদের পাশাপাশি পরিবহণ দফতরের মন্ত্রী বিজয় তামিলন পার্থিবনও বাঁধ এলাকা পরিদর্শন করেন।বর্তমানে জলসম্পদ দফতরের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানস্থলের মঞ্চ তৈরির কাজ চলছে। বাঁধের আশপাশে থাকা ঝোপঝাড় পরিষ্কার করা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রবেশদ্বার এবং সংলগ্ন দেওয়ালে রং করার কাজও দ্রুতগতিতে চলছে বলে জানি

বারামুল্লায় নাকাতল্লাশিতে উদ্ধার হ্যান্ড গ্রেনেড

বারামুল্লা, ২৮ আগস্ট ঃ উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লায় নাকাতল্লাশির সময় এক ব্যক্তির কাছ থেকে দুটি হ্যান্ড গ্রেনেড উদ্ধার করা হয়েছে। তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। অভিযুক্ত শাকির নবী কুঞ্জার এলাকার বাসিন্দা।শুক্রবার জানা গেছে, কুঞ্জার থানার পুলিশ, কুঞ্জারের স্পেশাল অপারেশনস গ্রুপ (এসওজি) এবং সিআরপিএফ-এর ১৭৬ নম্বর ব্যাটালিয়ন ও সেনাবাহিনীর ২ নম্বর রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের জওয়ানদের যৌথ বাহিনী এই নাকাতল্লাশি চালাচ্ছিল। তল্লাশির সময় নিরাপত্তা বাহিনীকে দেখে শাকির নবী পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু বাহিনীর তৎপরতায় তাকে ধরে ফেলা হয় বলে জানি।

প্রতিটি ডাকঘরই জনসেবায় মন্দিরের মতো মন্তব্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য এম. সিন্ধিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৮ আগস্টঃকেন্দ্রীয় যোগাযোগ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য এম. সিন্ধিয়া সম্প্রতি কলকাতার উচ্চতর মানে উন্নীত কাঁকুড়গাছি উপ ডাকঘরের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন। একইসঙ্গে, দেশের আরও ১৩টি উন্নীত ডাকঘরেরও উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ এবং গ্রামীণ উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী শ্রী চন্দ্রশেখর পেম্মাসানি। দুই মন্ত্রী একযোগে 'ডাক সেবা অ্যান্ড ডাক মিত্র' অ্যাপ-এরও সূচনা করেন।অনুষ্ঠানটি প্রত্যক্ষ করেন পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের চিফ পোস্টমাস্টার জেনারেল শ্রী অশোক কুমার-সহ ডাক বিভাগের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং বিশিষ্ট অতিথিরা।ভ্তস্কুল অফ প্ল্যানিং অ্যান্ড আর্কিটেকচার ডিজাইন ম্যানুয়াল অনুযায়ী উন্নীত কাঁকুড়গাছির এই ডাকঘরটিতে বিভিন্ন জনমুখী ডাক, আর্থিক এবং প্রযুক্তিনির্ভর পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। CIT রোডস্থিত এই গুরুত্বপূর্ণ ডেলিভারি পোস্ট অফিসটি ২,৭৬৩ বর্গফুট আয়তনের দখলমুক্ত জায়গা ও পরিকাঠামো ভবনে রয়েছে।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী সিন্ধিয়া ইন্ডিয়া পোস্টের ধারাবাহিক গুরুত্ব এবং তার বিস্তৃত জন-পরিসরের সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, পরিষেবামুখী সরকারের ভাবনা বাস্তবায়নে ইন্ডিয়া পোস্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইন্ডিয়া পোস্ট পরিবারের প্রত্যেক সদস্য প্রতিদিন মানুষের সেবায় অবদান রাখছেন। বার্তা ও সামগ্রী বহন এবং নিরাপদে পৌঁছে দেওয়ার আমাদের ঐতিহ্যবাহী ভূমিকা এখনও অব্যাহত রয়েছে। তবে, বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তি এবং নতুন উদ্যমের মাধ্যমে সেই পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে। 'ডাক সেবা অ্যান্ড ডাক মিত্র' অ্যাপ প্রসঙ্গে শ্রী সিন্ধিয়া বলেন, ভাবনাটি হল, নাগরিকদের সরকারি দফতরে দফতরে ঘুরতে হবে না, বরং সরকারি পরিষেবাই মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে নিমেষে। ডাক সেবা অ্যাপ সেই লক্ষ্যেই একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমি প্রতিটি ডাকঘরকে জনসেবার মন্দিরের মতো মনে করি। আমাদের লক্ষ্য হল, পরিষেবাগুলিকে আরও সহজ, নিরাপদ, দ্রুত এবং আধুনিক করে তোলা।কাঁকুড়গাছি ডাকঘরটির এই রূপান্তরের লক্ষ্য হল এলাকার বাসিন্দাদের ডাক, আর্থিক এবং ডিজিটাল পরিষেবা আরও সহজে পাওয়ার সুযোগ আর-ও সাবলিল করে তোলা এবং একইসঙ্গে ভারতের ডাক পরিষেবা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণকে আরও ত্বরান্বিত করা।

রাখিবন্ধনের শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও রাজনৈতিক নেতাদের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৮ আগস্টঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন এবং লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা-সহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতারা শুক্রবার দেশবাসীকে রাখিবন্ধন উৎসবের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।রাষ্ট্রপতি সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, দেশে ও বিদেশে বসবাসকারী সমস্ত ভারতীয়কে রাখিবন্ধন উৎসবের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।উপরাষ্ট্রপতি বলেন, এই আনন্দময় উৎসব ভালোবাসা, স্নেহ এবং পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করুক। সকলকে সহানুভূতি, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার মূল্যবোধ বজায় রাখতে অনুপ্রাণিত করে। তিনি সকলের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন রাখিবন্ধন উৎসব উপলক্ষে।লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা বলেন, এই উৎসব আমাদের দেশের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, পারিবারিক মূল্যবোধ এবং আত্মীয়তার অটুট বন্ধনের প্রতীক। রাখিবন্ধন শুধু রাখি বাঁধার উৎসব নয়, এটি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং আজীবন পাশে থাকার অঙ্গীকারের উৎসব। আমাদের সংস্কৃতিতে সুরক্ষা শুধুমাত্র বোনের সুরক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং নারীদের সম্মান, তাঁদের মর্যাদা, অধিকার এবং স্বপ্ন রক্ষা করারও সংকল্প।কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়করি বলেন, রাখিবন্ধনের এই পবিত্র উৎসব ভাই-বোনের ভালোবাসা, স্নেহ ও অঙ্গীকারের প্রতীক।কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী বলেন, এই পবিত্র উৎসব ভাই-বোনের মধ্যে ভালোবাসা, বিশ্বাস ও স্নেহের বন্ধনকে আরও মজবুত করুক এবং সকলের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি ও আনন্দ নিয়ে আসুক।কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, রাখিবন্ধনের পবিত্র উসব ভাই-বোনের ভালোবাসা, বিশ্বাস ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের উদযাপন। এই উসব সকলকে পারস্পরিক সম্মান, সমতা এবং একে অপরের প্রতি দায়িত্ববোধের চেতনায় আবদ্ধ করে। আশা করি, রাখির এই পবিত্র বন্ধন সমস্ত দেশবাসীর জীবনে ভালোবাসা, ঐক্য ও সম্প্রীতিকে আরও সুদৃঢ় করবে।লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী বলেন, ভাই-বোনের স্নেহের সুতোয় বাঁধা এই অবিচ্ছেদ্য বন্ধন ভালোবাসা ও বিশ্বাসের সঙ্গে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠুক।

পবিত্র গুহার পথে ' ছড়ি মুবারক', সমাপ্তির পথে অমরনাথ যাত্রা

শ্রীনগর, ২৮ আগস্ট ঃ বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা এবার তার চূ।ান্ত আধ্যাত্মিক পর্বের দিকে এগোচ্ছে। শুক্রবার পবিত্র ' ছড়ি মুবারক' পঞ্চতরণী থেকে পবিত্র গুহার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। তীর্থযাত্রার এটিই শেষ এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্ব।ছড়ি মুবারকের সঙ্গে স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এসডিআরএফ), জম্মু ও কাশ্মীর আর্মড পুলিশ, ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এনডিআরএফ), সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) এবং ইন্দো-তিব্বত বর্ডার পুলিশের (আইটিবিপি) মাউন্টেন রেসকিউ দল রয়েছে। দুর্গম ও উচ্চতাজনিত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় যাত্রার শেষ পর্ব যাতে নিরাপদে এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করতে বিশেষ উদ্ধারকারী দলগুলিকে মোতায়েন করা হয়েছে।পবিত্র গুহায় বার্ষিক তীর্থযাত্রার সমাপ্তি উপলক্ষে ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হবে। এরপর হবে সমবেত প্রার্থনা ও ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান। পবিত্র গুহায় ছড়ি মুবারকের পৌঁছনো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় তাৎপর্য বহন করে। ঐতিহ্য অনুযায়ী, ছড়ি মুবারকের গুহায় পৌঁছনোর মধ্য দিয়েই বার্ষিক শ্রী অমরনাথ তীর্থযাত্রার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।এর মধ্য দিয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর ভক্তি, বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক যাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটবে। ছড়ি মুবারক পবিত্র গুহার দিকে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রী অমরনাথজি যাত্রা ২০২৬ তার চূ।ান্ত আধ্যাত্মিক পর্বের দিকে এগিয়ে চলেছে। শেষ পর্বের ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিরাপদে সম্পন্ন করতে নিরাপত্তাবাহিনী, উদ্ধারকারী কর্মী এবং বেসামরিক কর্তৃপক্ষ সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করছে।

সুস্থ সমাজ, উন্নত কর্মসংস্কৃতির জন্য ক্রীড়াসুলভ মনোভাব জরুরিঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট ঃসুস্থ সমাজ, উন্নত কর্মসংস্কৃতির জন্য ক্রীড়াসুলভ মনোভাব অত্যন্ত জরুরি, বৃহস্পতিবার খেলো ইন্ডিয়া সংলাপে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, আমরা প্রায়ই শুনে থাকি, একটি সুস্থ সমাজ, একটি ভালো পারিবারিক ব্যবস্থা ও উন্নত কর্মসংস্কৃতির জন্য ক্রীড়াসুলভ মনোভাব অত্যন্ত জরুরি।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী আধুনিক ক্রীড়া-কাঠামো গ।ড়েতুলতে আমাদের সরকার সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র - এখন দেশে এমন এক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে যেখানে প্রতিটি স্তরে সহায়তা প্রদান করা হয় অর্থাৎ প্রতিভা শনাক্ত করা থেকে শুরু করে তাঁকে বিশ্বমঞ্চে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই এই সহায়তা পাওয়া যায়।খেলো ইন্ডিয়া সংলাপে ভার্চুয়ালি অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে ক্রীড়া বিজ্ঞান, প্রশিক্ষণ, কোচিং ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে আমরা পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও জোরদার করছি। খেলাধুলোর বিষয়ে সরকার কতটা আন্তরিক ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এই আয়োজনটি তারও একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'খেলো ইন্ডিয়া ডায়ালগ' কেবল খেলাধুলো নিয়ে আলোচনার কোনও সাধারণ কর্মসূচি নয় এটি এমন এক আলোচনার মঞ্চ যেখানে প্রতিটি নতুন ধারণা দেশের ক্রীড়া-ভাবনাকে নতুন দিশা দেখাতে পারে। পাশাপাশি, তরুণদের সঙ্গে যে মতবিনিময় চলছে, তা আপনাদের নিজস্ব চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষাকে দেশের স্বপ্নের সঙ্গে যুক্ত করার এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

মিথ্যা অভিযোগের পুরস্কার হিসেবে খেরাকে রাজ্যসভায় পাঠানো হয়েছেঃকিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ২৮আগস্ট ঃ অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ও তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে মিথ্যা অভিযোগ করার কারণেই কংগ্রেস নেতা পবন খেরাকে রাজ্যসভার আসন দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তাঁর দাবি, অভিযোগের ফল উল্টো হলেও খেরা রাজ্যসভায় পৌঁছে গিয়েছেন, যদিও তিনি এই আসনের যোগ্য ছিলেন না।বুধবার সামাজিক মাধ্যমে চলা বিতর্কের মধ্যেই এই অভিযোগ করেন রিজিজু। তিনি বলেন, দুই প্রবীণ কংগ্রেস নেতা আমাকে জানিয়েছেন, অসম বিধানসভা নির্বাচনের শেষ পর্যায়ে রাহুল গান্ধী পবন খেরাকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ও তাঁর স্ত্রী রিনিকির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করতে বলেছিলেন। সেই অভিযোগ উল্টো ফল দেওয়ার পর খেরাকে পুরস্কার হিসেবে রাজ্যসভার আসন দেওয়া হয়, যার তিনি যোগ্য ছিলেন না।রিজিজু ও পবন খেরার মধ্যে রবিবার থেকে সামাজিক মাধ্যমে বাকযুদ্ধ চলছে। অরুণাচলে নদীতে সাঁতার কাটার একটি ভিডিও রিজিজু সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করার পর খেরা তাঁকে নিয়ে মন্তব্য করেন। এরপরই দু'জনের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়।এর আগে গত মঙ্গলবার রিজিজু বলেছিলেন, পবন খেরা তাঁর দলের মনোনীত রাজ্যসভার প্রথমবারের সাংসদ এবং তিনি আটবার নির্বাচনে লড়েছেন। তবে তার অর্থ এই নয় যে, খেরা 'অভদ্র মন্তব্য' করার অধিকার পেয়ে গিয়েছেন।

রাশিফল

মেষঃ ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে যোগাযোগের গুরুত্ব বাড়বে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো পারস্পরিক সম্পর্ক আরও মজবুত করার সুযোগ করে দেবে। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা এবং নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়, যা আপনার জীবনে নতুন শক্তি ও অনুপ্রেরণা নিয়ে আসবে।

বৃষঃ সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে, যা আপনার কাজে সহায়ক প্রমাণিত হবে। ব্যক্তিগত জীবনে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো আপনাকে আনন্দ ও তৃপ্তি দেবে। প্রিয়জনদের সঙ্গে গভীরভাবে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবেন।।

মিথুনঃআপনি অন্যদের সমালোচনার অভ্যাসের জন্য সমালোচিত হবেন। আপনি আপনার অনুভূতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন এবং আত্মভরিতা কমান ও আপনি সাঙ্কেতিক মন্তব্য বন্ধ করে একটি ভাল অবস্থানে থাকুন। শুভদিন হবে

কর্কটঃআজ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আর্থিকভাবে, আপনি সবল থাকবে। গ্রহ এবং নক্ষত্রের উপকারী স্থানের কারণে আপনি আজ অর্থ উপার্জনের অসংখ্য সুযোগ পেয়ে যাবেন। আত্মীয় এবং বন্ধুদের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত উপহার এবং উপঢৌকন পাবেন। কাজের যোগ।

সিংহ ঃ বন্ধু ও প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটানোর এটাই উপযুক্ত সময়, যা পারস্পরিক বোঝাপড়াকে আরও গভীর করবে। কর্মক্ষেত্রে কিছু নতুন সুযোগ আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারে। সংসারে শান্তি।

কন্যাঃ ব্যক্তিগত জীবনে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটালে আপনি আনন্দ পাবেন। একটি পুরনো সমস্যার সমাধান হবে, যা আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে।

তুলাঃআপনার আবেগগুলি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করুন, বিশেষ করে রাগ। খরচ বাড়বে কিন্তু আয়ের উত্থান আপনার বিলগুলির তত্ত্বাবধান করবে। আর্থিক উন্নতি।

বৃশ্চিকঃ জয় উদযাপন আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে। আপনি আনন্দ উপভোগের জন্য এই খুশি বন্ধুদের সাথে ভাগ করে নিতে পারেন।

ধনুঃ সামাজিক সম্পর্ক আরও মজবুত হবে বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। পারিবারিক জীবনে সম্প্রীতি বজায় থাকবে, তবে ছোটখাটো বিষয়গুলির দিকে নজর দিতে ভুলবেন না। সন্তান হতে পারে।

মকরঃপরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন, যা আপনার মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেবে। বন্ধু ও প্রিয়জনদের সঙ্গে কথোপকথন গভীর ও অর্থপূর্ণ হবে।।

কুম্ভঃ একটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। ব্যবসায়ীদের আজ তাদের বাণিজ্যের ক্ষতি হতে পারে। এছাড়াও, আপনার ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য আপনাকে অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। প্রেম হতে পারে

মীনঃআপনার প্রত্যাশা পূরণের জন্য ব্যক্তিগত সম্পর্কের অপব্যবহার আপনার স্ত্রীকে বিরক্ত করবে। আপনি অর্থের গুরুত্বটি খুব ভালভাবেই জানেন, যে কারণে আপনি আজ যে অর্থ সঞ্চয় করছেন তা ভবিষ্যতে কার্যকর হবে এবং কোনও বড় সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসবে। সংসারে শান্তি হতে পারে আজকে। বিবাহের যোগ হতে পারে। সন্তান হতে পারে আজ। শুভদিন।

আবহাওয়া

কলকাতার আকাশ শুক্রবার সকাল থেকে মেঘলা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় দফায় দফায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টির সময় কোথাও কোথাও ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। আশঙ্কা এড়ানো যাচ্ছে না বজ্রপাতের। শুক্রবার পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, কলকাতা, হাওড়া, নদিয়া, হুগলি, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, উত্তর ২৪ পরগণা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।উত্তরবঙ্গেও আবহাওয়ার বিশেষ পরিবর্তন হচ্ছে না আগামী কয়েকদিনে। এ দিন দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। জারি রয়েছে হলুদ সতর্কতা। পাহাড় ও ডুয়ার্সে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলতে পারে। মালদা এবং দুই দিনাজপুরে তুলনামূলক হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩২ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৫ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭১ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৪৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৪৫মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৪৫মিনিট এবং রাত ১০টা ৫১ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৭মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৭মিনিটে হতে পারে।

শহর ও শহরতলী

প্রধান সড়ক সংস্কারে গতি, থমকে ওয়ার্ডের ভিতরের রাস্তা! পুজোর আগে রং নিয়েও সংশয় কলকাতা পুরসভায়

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ কলকাতার প্রধান রাস্তাগুলির দ্রুত সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই নির্দেশ মেনে শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাকে মেরামতের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। তবে এর মধ্যেই বড়সড় সমস্যার মুখে পড়েছে কলকাতা পুরসভা। ঠিকাদারদের একাংশের কার্যত ' জেরে শহরের অধিকাংশ ওয়ার্ডের ভিতরের রাস্তা মেরামত ও পিচ করার কাজ শুরু করা যাচ্ছে না বলে পুরসভা সূত্রে খবর। পুরসভা সূত্রের খবর, প্রায় তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে বকেয়া টাকা না পাওয়ার অভিযোগ তুলে গত দু'মাস ধরে অধিকাংশ ঠিকাদার কোনও টেন্ডারে অংশ নিচ্ছেন না। ফলে বিভিন্ন বরোতে রাস্তা সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় টেন্ডার প্রক্রিয়াই সম্পূর্ণ করা সম্ভব হচ্ছে না। যদিও বিজেপি বিধায়কদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে কয়েকটি বরোতে সরকারের সমর্থক ঠিকাদারদের দিয়ে অল্প সংখ্যক টেন্ডারের কাজ শুরু করানো হয়েছে বলে দাবি পুরসভা সূত্রের। কিন্তু তাতে সমস্যার সামগ্রিক সমাধান হয়নি। বিভিন্ন বরো অফিসের সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা রাস্তা মেরামতের

প্রয়োজনীয় ফাইল তৈরি করে পুরভবনে পাঠালেও ঠিকাদারদের অনুপস্থিতির কারণে পরবর্তী ধাপ এগোচ্ছে না। টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়ায় কাজের বরাত দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। একই সঙ্গে টেন্ডার না হওয়ায় অর্থ বরাদ্দের জন্য পুরভবনের ফিনান্স বিভাগে অনলাইনে আবেদনও করা যাচ্ছে না। ফলে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া কার্যত এক জায়গায় এসে আটকে রয়েছে। এর জেরে একদিকে কলকাতার প্রধান সড়কগুলিতে সংস্কারের কাজ শুরু হলেও অন্যদিকে বহু ওয়ার্ডের ভিতরের রাস্তা বেহাল অবস্থাতেই পড়ে রয়েছে। বরোর একাধিক সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বৃহস্পতিবার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, রাস্তার অবস্থা নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ দিন দিন বাড়ছে। কাজ শুরু করতে না পারায় তাঁদেরও নানা প্রশ্নের মুখে প।তে হচ্ছে। পরিস্থিতি একইভাবে চলতে থাকলে আগামী দিনে নিরাপত্তা নিয়েও সমস্যায় প।তে হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন পুরসভার কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার। শুধু রাস্তা মেরামত নয়, পুজোর আগে কলকাতার বিভিন্ন রাস্তা ও ডিভাইডার রং করার বিষয়টিও নতুন করে সমস্যার সৃষ্টি করেছে। গত প্রায় ১৫ বছর ধরে কলকাতার রাস্তার দু'পাশ এবং মাঝের ডিভাইডারে মূলত নীল-সাদা রং করা হয়ে আসছিল। সাধারণত দুর্গাপুজোর অন্তত দু'মাস আগে এই সংক্রান্ত টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে কাজ শুরু করত পুরসভা। বড় দুর্গাপুজোগুলির আশপাশের রাস্তা মেরামত, পিচ করা এবং রং করে গোটা এলাকা উৎসবের আগে ঝকঝকে করে তোলা হত। এবার সেই প্রক্রিয়াতেও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ঠিকাদারদের অসহযোগিতা এবং অর্থ বরাদ্দের সমস্যা থাকায় সময়মতো রাস্তা মেরামতের পাশাপাশি রংয়ের কাজও শুরু করা যাচ্ছে না। তার উপর নীল-সাদা রংয়ের পরিবর্তে এবার কী রং ব্যবহার করা হবে, তা নিয়েও এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি পুরসভার ইঞ্জিনিয়াররা। রাস্তার সর্বভারতীয় নিয়ম মেনে দু'পাশে হলুদ-কালো বর্ডার করার বিষয়টি মোটামুটি স্পষ্ট হলেও ডিভাইডারের ক্ষেত্রে কী রং ব্যবহার করা হবে, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়। নীল-সাদার পরিবর্তে গেরুয়ার সঙ্গে কোন রং ব্যবহার করা হবে, সেই সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয়নি। বরোর সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যেও বিষয়টি নিয়ে চূড়ান্ত মত তৈরি হয়নি। পুরভবনের শীর্ষকর্তারাও এই পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে সমস্যায় প।ছেন বলে জানা গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত রাস্তার মাঝের ডিভাইডার এবং বিভিন্ন পার্কের গ্রিলে কী রং করা হবে, তা জানতে ফাইল পাঠানো হয়েছে পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের দপ্তরে। আপাতত সেই ফাইল পুরমন্ত্রীর দপ্তরেই রয়েছে। ফলে পুজোর আগে কলকাতার রাস্তা সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন নিয়ে একসঙ্গে একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখে পুরসভা। প্রধান সড়কগুলিতে কাজ এগোলেও ওয়ার্ডের ভিতরের রাস্তার সংস্কার, টেন্ডার প্রক্রিয়া, অর্থ বরাদ্দ এবং রাস্তা-ডিভাইডারের রং-সবকিছু মিলিয়ে পুর প্রশাসনের সামনে এখন বড় পরীক্ষা।

দুর্গাপুজো মণ্ডপের আশপাশে আমিষ খাবার বিক্রি বন্ধের দাবি, পুজো কমিটিগুলিকে বার্তা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ পালাবদলের আবহে বাংলার দুর্গাপুজোকে ঘিরে নতুন বিতর্কের সূত্রপাত। দুর্গাপুজো মণ্ডপের আশপাশে আমিষ খাবার বিক্রি ও খাওয়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপের দাবি তুলল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। সংগঠনের বক্তব্য, সনাতনী ঐতিহ্য ও ধর্মীয় আবেগের কথা মাথায় রেখে দুর্গাপুজোর মণ্ডপ এবং তার সংলগ্ন এলাকা আমিষমুক্ত রাখা প্রয়োজন। এই বিষয়ে রাজ্যের বিভিন্ন পুজো কমিটির কাছেও বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছে তারা। তবে গোটা বাংলায় দুর্গাপুজোর সময় আমিষ খাবার বন্ধ করার দাবি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ করছে না। সংগঠনের নেতাদের বক্তব্য, বাংলার দুর্গাপুজোর সঙ্গে আমিষ খাবারের দীর্ঘদিনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রয়েছে। ফলে পুজোর সময় সাধারণভাবে আমিষ খাওয়া বন্ধ করার কথা বলা হচ্ছে না। তাদের আপত্তির মূল জায়গা পুজো মণ্ডপ এবং মাতৃপ্রতিমার আশপাশের এলাকা। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতাদের বক্তব্য, দুর্গাপুজোর মণ্ডপে দেবীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত থাকে। সেই জায়গার ধর্মীয় পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সনাতনীদের দায়িত্ব। তাই মণ্ডপের আশপাশে যাতে আমিষ খাবার বিক্রি বা খাওয়ার ব্যবস্থা না থাকে, সে বিষয়ে পুজো আয়োজকদের সতর্ক হতে হবে। সংগঠনের কেঃদ্রীয় উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য নির্গুণানন্দ একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, বাংলার পুজো ঐতিহাসিকভাবে সম্পূর্ণ নিরামিষ ছিল না, তা তাঁরা জানেন। কিন্তু প্রতিমার পবিত্রতা রক্ষার বিষয়টি আলাদা করে দেখা প্রয়োজন বলে তাঁর দাবি। ভিএইচপির বক্তব্য অনুযায়ী, আমিষ খাবার বিক্রি করতেই হলে পুজো মণ্ডপের বাইরে নির্দিষ্ট কোনও এলাকায় সেই ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে সেই খাবারের উচ্ছিষ্ট বা বর্জ্য যাতে মণ্ডপের আশপাশে এসে না পড়ে, সেদিকেও নজর রাখতে হবে। অর্থাৎ পুজো প্রাঙ্গণ এবং তার নিকটবর্তী এলাকাকে ধর্মীয় পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে আলাদা রাখার পক্ষেই

সওয়াল করছে সংগঠনটি। এই দাবি ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে আলোচনার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। কারণ, বাংলার দুর্গাপুজো শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সামাজিক মিলন, খাবারদাবার, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ। সেই প্রেক্ষাপটে পুজো মণ্ডপের আশপাশে খাবার বিক্রির ক্ষেত্রে কোনও বিধিনিষেধ কার্যকর হলে তার প্রভাব কী হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। শুধু আমিষ খাবার নিয়েই নয়, ' যার যার, উৎসব সবার'-এই বহুল প্রচলিত স্লোগান নিয়েও আপত্তি জানিয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। সংগঠনের ওই নেতার বক্তব্য, ধর্ম যেমন ব্যক্তিগত বিষয়, তেমনই উসবও ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত। হিন্দুদের ধর্মীয় রীতি ও ঐতিহ্য রক্ষার দায়িত্ব হিন্দু সমাজেরই বলে মনে করছে ভিএইচপি। তবে অন্য ধর্মের মানুষ দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলে আসতে পারবেন না-এমন কোনও বক্তব্য সংগঠনের তরফে দেওয়া হয়নি। বরং তাঁদের বক্তব্য, যে কেউ পুজো মণ্ডপে আসতে পারেন। কিন্তু হিন্দু ধর্মীয় রীতিনীতি এবং ঐতিহ্য অনুসারে পুজো পরিচালনা ও তার পরিবেশ বজায় রাখার দায়িত্ব হিন্দুদেরই নিতে হবে। এর পাশাপাশি পুজো কমিটিগুলির উদ্দেশে ভিএইচপির তরফে একপ্রকার সতর্কবার্তাও দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের দাবি, পুজো আয়োজকরা যদি মাতৃপ্রতিমার পবিত্রতা এবং মণ্ডপের পরিবেশ বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না করেন, তাহলে পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদের ' করতে হতে পারে। ফলে দুর্গাপুজোর আগে আমিষ খাবার বিক্রি, ধর্মীয় পবিত্রতা এবং পুজোর সামাজিক চরিত্র-এই তিনটি বিষয়কে ঘিরে নতুন করে বিতর্কের আবহ তৈরি হতে পারে। শেষ পর্যন্ত পুজো কমিটিগুলি এই দাবি কতটা গ্রহণ করবে এবং প্রশাসনের অবস্থান কী হবে, এখন সেদিকেই নজর।

শহীদ বিজেপি কর্মীদের স্মৃতিতে , গৌড়েশ্বর নদীর তীরে ম্যানগ্রোভে রাখি বন্ধন

সৌরভ দাশ, হিঙ্গলগঞ্জ,৮রাখিবন্দন উপলক্ষে অভিনব উদ্যোগ দেখা গেল হিঙ্গলগঞ্জের ১১ নম্বর স্যান্ডেলেরবিলে। রাজনৈতিক হিংসায় প্রাণ হারানো বিজেপি কর্মীদের স্মরণে গৌড়েশ্বর নদীর বক্ষে একাধিক গাছে রাখি বাঁধলেন এলাকার মা বোনেরা।ভাইদের রাখি পরানোর মতোই এদিন গাছগুলিকে বরণ করে রাখি পরানো হয়। চন্দন, দুর্বাঘাস, ধান, প্রদীপ, ধূপ ও মিষ্টি দিয়ে গাছগুলিকে বরণ করার পর রাখি বাঁধেন তাঁরা। সুন্দরী, বান, কেওড়া, গামো, গরান-সহ একাধিক গাছে এই রাখি বাঁধা হয়। উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, রাজনীতির হিংসায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের স্মৃতিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেই এই উদ্যোগ। একইসঙ্গে গাছ ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মিক সম্পর্কের বার্তাও তুলে ধরা হয়েছে এই কর্মসূচির মাধ্যমে। রূপালী সরদার, শর্মিলা বৈদ্য ও সারথী বৈদ্য রা জানান, শহীদ বিজেপি কর্মীদের স্মরণে গাছে রাখি বাঁধতে পেরে তাঁরা আনন্দিত। তাঁদের কথায়, ভাইদের যেভাবে রাখি বন্ধন করি, ঠিক সেভাবেই গাছগুলিকে রাখি বাঁধলাম। বিজেপির ১ নম্বর মণ্ডলের শক্তিপ্রমুখ রিংকু মণ্ডল বলেন, মায়েদের এই উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তাঁদের এই কর্মসূচিতে তাঁরা পাশে রয়েছেন বলেও জানান তিনি। এদিকে ভাই-বোনের ভালোবাসা, স্নেহ ও পারস্পরিক আস্থার প্রতীক রাখি বন্ধন উসব। সেই উৎসবকে সামনে রেখে সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা দিতে অভিনব উদ্যোগ নিল নব বারাকপুর থানার পুলিশ। সাধারণ মানুষের হাতে রাখি পরিয়ে মিষ্টি মুখ করিয়ে উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নিলেন পুলিশকর্মীরা। শুক্রবার দুপুরে থানা এলাকায় রিকশা চালক, হকার, পথচলতি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ছোট শিশু কিশোর থেকে বাইক আরোহী-সকলের হাতেই রাখি পরিয়ে লাড্ডু তুলে দেন পুলিশকর্মী ও মহিলা পুলিশ কর্মীরা। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন নববারাকপুর থানার আইসি সুপিযয় কুন্ডু সহ পুলিশের একাধিক আধিকারিক, পুলিশকর্মী ও মহিলা পুলিশ কর্মীরা। পুলিশের এমন উদ্যোগে খুশি সাধারণ মানুষও। তাঁদের বক্তব্য, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি পুলিশ যে সমাজের মানুষের পাশে থেকে সম্প্রীতি ও মানবিকতার বার্তাও দিতে পারে, নববারাকপুর পুলিশের এই কর্মসূচি তারই একটি সুন্দর উদাহরণ।

একই দিনে দুই তৃণমূল শিবিরের পৃথক প্রতিষ্ঠা দিবস, মহাজাতি সদনে চমক কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ ২৮ আগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। প্রতি বছর এই দিনটি ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে আলাদা উন্মাদনা তৈরি হয়। তবে এবার পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন। তৃণমূলের দুই পৃথক শিবিরের তরফে কলকাতার দু'টি আলাদা জায়গায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হচ্ছে। একই দিনে নিজেদের প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচি আয়োজন করেছে কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন ছাত্র পরিষদও। প্রায় দু'দশক পর শুক্রবার কলকাতার মহাজাতি সদনে ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান ঘিরে তৈরি হয়েছে বিশেষ আগ্রহ। এবারের অনুষ্ঠানে অবশ্য অন্যরকম চমক দিয়েছে শুভঙ্কর সরকার নেতৃত্বাধীন প্রদেশ কংগ্রেস। সাধারণত প্রতিষ্ঠা দিবসের মতো বড় রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে দলের পরিচিত হেভিওয়েট নেতা কিংবা জনপ্রিয় মুখকে সামনে রাখা হয়। কিন্তু ছাত্র পরিষদের অনুষ্ঠানে সেই পথে হাঁটেনি কংগ্রেস নেতৃত্ব। বরং সংগঠনের পুরনো দিনের নেতাদের সামনে এনে অতীতের ঐতিহ্যকে স্মরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আর সেই সূত্রেই দীর্ঘদিন পর প্রকাশ্যে দেখা গেল ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি তথা প্রবীণ নেতা কুমুদ ভট্টাচার্যকে। আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল, এবার মহাজাতি সদনে ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান হবে। দীর্ঘ প্রায় দু'দশক পর ঐতিহাসিক এই প্রেক্ষাগৃহে সংগঠনের এমন কর্মসূচি ঘিরে কংগ্রেসের অঃদরে বিশেষ

উসাহ তৈরি হয়। শুক্রবার অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পর মঞ্চে হাজির হন ছাত্র পরিষদের একাধিক প্রাক্তন ও বর্ষীয়ান নেতা। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে নজর কা।নে প্রাক্তন সভাপতি কুমুদ ভট্টাচার্য। দীর্ঘ সময় পর তাঁকে প্রকাশ্যে দেখা যায় ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার নিজেই তাঁকে অনুষ্ঠানস্থলের গেট থেকে স্বাগত জানিয়ে মঞ্চ পর্যন্ত নিয়ে যান। এই দৃশ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে আলাদা আবেগ তৈরি করে। শুধু কুমুদ ভট্টাচার্য নন, ছাত্র পরিষদের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত থাকা আরও বেশ কয়েকজন প্রাক্তন ও প্রবীণ নেতা এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের উপস্থিতিকেই এবারের কর্মসূচির অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে তুলে ধরছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। দলের তরফে বার্তা দেওয়া হয়েছে, সংগঠনের পুরনো দিনের নেতাদের সম্মান জানানো এবং ছাত্র পরিষদের ঐতিহাসিক ভূমিকার সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের যোগসূত্র তৈরি করাই এই উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য। অন্যদিকে একই দিনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসও রাজ্য রাজনীতিতে বিশেষ তাপর্য বহন করছে। তৃণমূলের দুই পৃথক শিবিরের তরফে কলকাতার দুই জায়গায় পৃথক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। ফলে ছাত্র রাজনীতিকে কেঃদ্র করে শুক্রবার কলকাতার রাজনৈতিক পরিসর কার্যত সরগরম। তবে সেই আবহে মহাজাতি সদনের অনুষ্ঠানে কংগ্রেসের কৌশল ছিল কিছুটা আলাদা। জনপ্রিয় মুখের বদলে দলের পুরনো প্রজন্মের নেতাদের সামনে এনে ছাত্র পরিষদের অতীতকে তুলে ধরা হয়েছে। দীর্ঘদিন পর কুমুদ ভট্টাচার্যের প্রকাশ্য উপস্থিতিও সেই উদ্যোগকে আরও তাপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। ফলে এবারের প্রতিষ্ঠা দিবসে ছাত্র পরিষদের মঞ্চে নতুন মুখের চেয়ে পুরনো দিনের নেতারাই হয়ে উঠলেন অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ।

আত্মীয়ের জমি নিজের বলে বিক্রি! প্রতারণার অভিযোগে পলাতক স্বামী-স্ত্রী গ্রেফতার জয়নগরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর,২৮ আগস্ট ঃ আত্মীয়ের জায়গা নিজেদের নামে দেখিয়ে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ। অভিযোগের পর থেকেই পুলিশের নজর এড়িয়ে পলাতক ছিলেন স্বামী-স্ত্রী। অবশেষে বাড়িতে ফিরতেই পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলেন তাঁরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাশত গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিকাপুর এলাকায়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালে কালিকাপুর গ্রামের বাসিন্দা প্রবীর মণ্ডল ও তাঁর স্ত্রী দেবী মণ্ডলের বিরুদ্ধে আত্মীয়ের জায়গা নিজেদের বলে দাবি করে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, নিজেদের নামে জমির মালিকানা দেখিয়ে তাঁরা ওই জায়গা অন্য ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দেন।বিষয়টি জানতে পেরে প্রতারিত হওয়ার অভিযোগ তুলে জমির প্রকৃত মালিকানা দাবি করা

আত্মীয়রা জয়নগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্ত শুরু করে পুলিশ।কিন্তু অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর থেকেই প্রবীর ও তাঁর স্ত্রী দেবী এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়।এরপর দীর্ঘ সময় পর বৃহস্পতিবার ওই দম্পতি নিজেদের বাড়িতে ফিরে আসেন। তাঁদের বাড়িতে ফেরার খবর পেয়ে দ্রুত সেখানে পৌঁছয় জয়নগর থানার পুলিশ। এরপর অভিযান চালিয়ে প্রবীর মণ্ডল ও তাঁর স্ত্রী দেবী মণ্ডলকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, প্রতারণার অভিযোগে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শুক্রবার ধৃত স্বামী-স্ত্রীকে জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। জমিটি কীভাবে নিজেদের নামে দেখিয়ে বিক্রি করা হয়েছিল,এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না এবং জমি বিক্রির নেপথ্যে কোনও বৃহত্তর প্রতারণা চক্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে জয়নগর থানার পুলিশ। পুরো ঘটনার তদন্ত চলছে।

দাদার নিথর হাতে শেষ রাখি, কান্নায় ভেঙে পড়লেন বোন! সোনারপুরের পথ দুর্ঘটনায় হৃদয়বিদারক দৃশ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ রাখিবন্ধন উসবের দিনেই মর্মান্তিক পরিণতি। পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন দাদা। আর কোনওদিন তাঁর পাশে বসে রাখি পরানো হবে না। সেই বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার আগেই ময়নাতদন্তের জন্য দেহ নিয়ে যাওয়ার আগে দাদার নিথর হাতেই শেষবারের মতো রাখি পরালেন বোন। সোনারপুরে এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি ঘটনাস্থলে উপস্থিত বহু মানুষ। বৃহস্পতিবার বারুইপুর থেকে ফিরছিলেন পাঁচ যুবক। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সাগ্নিক সেন ও শৌনক ভট্টাচার্য। দু'জনেই যাদবপুরের বাসিঃদা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। চৌহাটি সংলগ্ন এলাকায় একটি স্কুলের সামনে আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারায় তাঁদের গাড়ি। এরপর রাস্তার ধারে থাকা একটি গাছে সজোরে ধাক্কা মারে গাড়িটি। দুর্ঘটনার অভিঘাত এতটাই প্রবল ছিল যে ঘটনাস্থলেই দুই যুবকের মৃত্যু হয়। গাড়িতে মোট পাঁচজন ছিলেন। দুর্ঘটনায় বাকি তিন যুবকও গুরুতর আহত হন। তাঁদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তাঁরা চিকিসাধীন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনায় জড়িত প্রত্যেকের বয়সই আনুমানিক ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। শুক্রবার দুপুরে মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। আর ঠিক তার আগেই ঘটে যায় সেই দৃশ্য, যা উপস্থিত প্রত্যেককে আবেগতাড়িত করে তোলে। দাদার নিথর দেহের কাছে এসে শেষবারের মতো রাখি হাতে তুলে নেন তাঁর বোন। দাদার হাতটি নিজের হাতে নিয়ে রাখি পরাতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। যে হাতে প্রতি বছর রাখি পরিয়ে ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করতেন, সেই হাতই এদিন ছিল নিথর। ভাইকে হারানোর শোক সামলে রাখি পরাতে গিয়ে বারবার কান্নায় ভেঙে পড়ছিলেন বোন। উপস্থিত মানুষেরাও সেই দৃশ্য দেখে আবেগ ধরে রাখতে পারেননি। কাঁদতে কাঁদতে বোনের আর্তনাদ, শেষ রাখি পরিয়ে দিলাম। আর কোনওদিন রাখি পরাতে পারব না তোকে! তাঁর এই কথায় আরও ভারী হয়ে ওঠে পরিবেশ। উসবের দিনে যেখানে ভাই-বোনের সম্পর্ক উদযাপনের কথা, সেখানে এক বোনকে ভাইয়ের নিথর হাতে শেষবারের মতো রাখি পরাতে হল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত অনেকেই সেই দৃশ্য দেখে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। এদিকে কীভাবে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে সোনারপুর থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, দুর্ঘটনার সময় গাড়িটির গতি অত্যন্ত বেশি ছিল। তদন্তকারীদের দাবি, গাড়িটি ঘণ্টায় কমপক্ষে ১০০ কিলোমিটার বেগে চলছিল। সেই অতিরিক্ত গতির কারণেই চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি দুর্ঘটনার সময় গাড়ির চালক এবং সওয়ারিরা মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন কি না, সেটিও তদন্তের আওতায় রাখা হয়েছে। গাড়ির গতিবেগ, চালকের নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণ এবং দুর্ঘটনার আগের পরিস্থিতি জানতে বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। তবে তদন্তের ফল যা-ই হোক, রাখিবন্ধনের দিনে দাদাকে হারানোর শোক এখন পরিবারের কাছে অসহনীয়। উসবের দিনে যে রাখি ভাইয়ের হাতে বেঁধে ভালোবাসার বন্ধন আরও দৃঢ় করার কথা ছিল, সেই রাখিই এদিন হয়ে উঠল এক বোনের জীবনের শেষ স্মৃতি। সোনারপুরের এই ঘটনা ফের মনে করিয়ে দিল, বেপরোয়া গতি কতটা ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

১৭ বছরের নাবালিকাকে বিয়ের অভিযোগ, পকসো আইনে গ্রেফতার যুবক জয়নগরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর,২৮ আগস্ট ঃ ১৭ বছরের এক নাবালিকাকে ফুসলিয়ে বিয়ে করার অভিযোগে পকসো আইনে এক যুবককে গ্রেফতার করল জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃত যুবকের বয়স ১৯ বছর। শুক্রবার তাকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়নগর থানার কাশীপুর কামারিয়া এলাকার ওই ১৯ বছরের যুবকের সঙ্গে মগরাহাট থানা এলাকার ১৭ বছরের এক নাবালিকার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। অভিযোগ, ওই যুবক নাবালিকাকে ফুসলিয়ে বিয়ে করে। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে জয়নগর থানার পুলিশ।তদন্তের সূত্র ধরে বৃহস্পতিবার কাশীপুর কামারিয়া এলাকা থেকে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর তাকে জয়নগর থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।শুক্রবার ধৃত যুবককে জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। নাবালিকার সঙ্গে অভিযুক্ত যুবকের কীভাবে যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল,বিয়ের পরিস্থিতি এবং ঘটনার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত রয়েছে কি না,তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।পুরো ঘটনার তদন্ত চলছে।

অবশেষে পছন্দের ঘর পেলেন পার্ক স্ট্রিটের সীতা, থাকার পাশাপাশি কাজের ব্যবস্থাও মুখে ফুটল হাসি

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ অবশেষে পছন্দের থাকার জায়গা পেলেন পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাতবাসিনী সীতা ওরফে রশিদা। বেশ কয়েক দিন ধরে তাঁকে ঘিরে তৈরি হওয়া টানাপোড়েনের পর শুক্রবার তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। শুধু থাকার জন্য পছন্দের জায়গাই নয়, সীতার জন্য কাজের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। নতুন ঘর পাওয়ার পর স্বভাবতই খুশি তিনি। তাঁর কথায়, ' খুব খুশি।'' শুক্রবার বিজেপির দলীয় কর্মীদের সঙ্গে দেখা যায় সীতাকে। সেই মুহূর্তের ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। ভিডিয়োয় দলের দুই কর্মীর মাঝে বসে থাকতে দেখা যায় সীতাকে। তাঁর পিছনে ছিলেন মেয়ে। সেখানে নিজের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়েও কথা বলেন তিনি। সীতা জানিয়েছেন, গত তিন দিন তাঁদের একটি হোটেলে রাখা হয়েছিল। সেই সময় থাকা এবং খাওয়াদাওয়া নিয়ে কোনও সমস্যায় পড়তে হয়নি তাঁদের। তাঁর কথায়, ' ক'দিন আমাদের থাকা এবং খাওয়াদাওয়ার কোনও অসুবিধা হয়নি।'' বিজেপির যে কর্মীদের সঙ্গে সীতাকে দেখা গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে এক জন জানান, সীতাদের জন্য এর আগে একাধিক জায়গা দেখানো হয়েছিল। কিন্তু কোনও জায়গাই তাঁদের পছন্দ হচ্ছিল না। সীতা নিজের পছন্দের নির্দিষ্ট এলাকার কথা জানিয়েছিলেন বলেও দাবি ওই কর্মীর। সেই অনুযায়ী কয়েক দিন ধরে ওই এলাকায় থাকার জায়গা খোঁজা হয়। শেষ পর্যন্ত সীতার পছন্দ অনুযায়ী জায়গার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। ওই বিজেপি কর্মীর দাবি, সীতাদের দেখভালের জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী তিন দিন তাঁদের হোটেলে রাখা হয়। সেই সময়ের মধ্যে নতুন থাকার জায়গার ব্যবস্থা করার চেষ্টা চলছিল। অবশেষে পছন্দের জায়গা পাওয়ার পর সেখানেই তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি সীতার জন্য একটি কাজেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সীতাকে ঘিরে গত কয়েক দিন ধরেই রাজ্য রাজনীতিতে যথেষ্ট চর্চা হয়েছে। পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাতে দুধ গরম করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। পরে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রীর ধমকের ঘটনাও আলোচনায় আসে। এরপর থেকেই সীতা রাজ্য রাজনীতির আলোচনার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠেন। গত মঙ্গলবার সল্টলেকে মুখ্যমন্ত্রীর 'জনতার দরবার' কর্মসূচিতেও হাজির হয়েছিলেন সীতা। সেখানে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সীতাকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, তাঁর এবং তাঁর পরিবারের থাকার ব্যবস্থা করা হবে। সেই দায়িত্ব কলকাতা পুরসভার উপর দেওয়া হয়েছিল বলে জানা যায়। কিন্তু পুরসভার তরফে যে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেখানে থাকতে রাজি হননি সীতা। তাঁর বক্তব্য ছিল, ওই জায়গাটি তাঁর পছন্দ হয়নি। অন্যদিকে তাঁর বড় মেয়ে পূজা সেই আশ্রয়স্থলে থেকে যান। পরে পূজা দাবি করেন, তাঁর মা এবং ছোট বোন কোথায় রয়েছেন, তা তিনি জানেন না। এই পরিস্থিতিতে সীতা এবং তাঁর ছোট মেয়ের অবস্থান নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। এরপরই তাঁদের সন্ধানে তৎপরতা বাড়ে। শেষ পর্যন্ত বরাহনগরের বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ জানিয়েছিলেন, সীতা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা নিরাপদেই রয়েছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, প্রথমে তাঁদের গৃহহীনদের জন্য পুরসভার তৈরি আশ্রয়স্থলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা সেখানে থাকতে চাননি। এর পর বিজেপির তরফে দক্ষিণ কলকাতার সংখ্যালঘু সেলের এক নেতার বাড়িতে সীতাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয় বলে জানিয়েছিলেন সজল। পাশাপাশি তাঁদের জন্য স্থায়ী থাকার জায়গার ব্যবস্থার চেষ্টাও চলছিল বলে তিনি দাবি করেছিলেন।

ভারতবর্ষের কোনায় কোনায় রাখি বন্ধন হলেও বাংলাদেশের এরকম হয়না .. বাংলাদেশী নাগরিক

নিজস্ব সংবাদদাতা কোচবিহার ২৮ আগষ্টঃ সম্প্রীতি ঐক্য এই রাখি বন্ধন উৎসব পালিত হচ্ছে জেলা জুড়ে। কোচবিহারের ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের মেখলিগঞ্জের চ্যাংড়াবান্দায় ইমিগ্রেশন এলাকায় পালিত হল রাখি বন্ধন উৎসব। পরিবার-পরিজন থেকে অনেক দূরে থেকে দেশ রক্ষায় যারা অতন্ত্র প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে থাকেন সেই বিএসএফ জওয়ান ও আধিকারিকদের হাতে রাখি পরিয়ে দিল রাজ্যের সুরক্ষায় থাকা রাজ্যের পুলিশ। পাশাপাশি বিএসএফ জওয়ানরাও রাখি পরিয়ে দিলেন পুলিশ কর্মচারী থেকে শুরু করে আধিকারিকদের হল মিষ্টি মুখ একে অপরকে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় জাত পাতের ঊর্ধ্বে সম্প্রীতির বন্ধনের লক্ষ্যে এই রাখি বন্ধন উৎসবের সূচনা করেছিলেন যা আজও সমান নিষ্ঠার সাথে পালিত হয় দেশজুড়ে। ভারতীয় জওয়ানরা পরিবার-পরিজন ছেড়ে তাদের কর্তব্যে অনর থাকেন তাতে রোদ ঝড় সৃষ্টি যাই হোক না কেন। ভাই বোনেদের সাথে না থেকে তাই রাখি বন্ধন উৎসবের দিন কিছুটা ভারাক্রান্ত হয় তাদের মন। এমতাবস্থায় বিএসএফ এবং রাজ্য পুলিশের এই রাখি বন্ধন উৎসব তাই এক নতুন বার্তা বহন করল। কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের এই ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়েই এই ভিসা সমেত বাংলাদেশী নাগরিক ভারতে প্রবেশ করেন আবার এ পথ দিয়েই ফিরে যান একদিকে রয়েছে বিএসএফ আরেকদিকে রয়েছে বিজিবি মাঝখানে বিরলেন অপরপক্ষে এই রাস্তা দিয়েই আমদানি রপ্তানি হয় মূলত পাথর সহ অন্যান্য জিনিস। জেলার আন্তর্জাতিক সীমান্তের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা মেখলিগঞ্জের ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট। রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে কর্তব্যরতা আধিকারিকরা তাই যে সমস্ত বাংলাদেশি নাগরিক ভারতে এসেছিলেন তাদের হাতেও রাখি পরিয়ে সম্প্রীতির বার্তা দিলেন।

উৎকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক
আপনার হোপ অ্যাকাউন্ট (একটি তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাংক)

নিবন্ধিত অফিসঃ উকর্ষ টাওয়ার, NH - 31 (এয়ারপোর্ট রোড), সেহমালপুর,কাজী সরাই, হারহুয়া, বারাণসী, ইউপি - ২২১ ১০৫

গণবিজ্ঞপ্তি

উৎকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংকের ডানলপ শাখায় যেসব স্বর্ণঋণ অ্যাকাউন্টের বিপরীতে গয়না বন্ধক রাখা হয়েছিল এবং যেগুলোর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ঋণগ্রহীতারা আমাদের একাধিক নোটিশ সত্ত্বেও গয়নাগুলো ছাড়িয়ে নেননি, সেই গয়নাগুলো আগামী ৩১.০৮.২০২৬ তারিখে উক্ত ব্যাংকের শাখা প্রাঙ্গণে নিলাম করা হবে।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট নম্বর	ক্লায়েন্ট নাম	বিতরণের তারিখ	বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ	মোট ওজন(গ্রামে)	ইএমডি
১	১৬৪৩৭৯০০ ০০০০৬০০৩	অমিত দাস	০৩-০২-২০২৬	২০১৪০০টাকা	২২.০৫	১০০৭০ টাকা

ঠিকানাঃ১০৯ / এ বি টি রোড, বরানগর(এম), বিপরীতেঃ আইএসআই মেইন গেট, কলকাতা - ৭০০১০৮

নিলামে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের ৩১.০৮.২০২৬ তারিখের সকাল ১১টার মধ্যে নির্ধারিত ইএমডি (EMD) বা জামানতের অর্থ জমা দিতে হবে। কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই নিলাম স্থগিত, বাতিল বা স্থগিত করা কিংবা এর শর্তাবলি পরিবর্তন করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।

তারিখঃ ২৯.০৮.২০২৬
স্থানঃ ডানলপ

স্বাক্ষর /-
ম্যানেজার উৎকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লি.

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৬৮ সংখ্যা, শনিবার, ১১ ভাদ্র, ১৪৩৩ শুক্রবা

বাঙালি শিল্পপতি

১৮৮৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি অবিভক্ত ভারতের বরিশালের বাসণ্ডা গ্রামের এক শিক্ষিত পরিবারে জন্মেছিলেন সুধীরকুমার সেন। তাঁর বাবা চণ্ডীচরণ সেন এবং মা বামাসুন্দরী দেবী। পরিবারেই ছিল সাহিত্য ও শিক্ষার আবহ। তিনি ছিলেন কবি কামিনী রায়ের ভাই। পরবর্তীকালে চিকিৎসক নীলরতন সরকারের জামাইও হন। কিন্তু পরিচয়ের এই বৃত্তের মধ্যে নিজেকে আটকে রাখেননি তিনি। তাঁর চোখ ছিল অন্য দিকে। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি সাম্মানিক নিয়ে পড়াশোনা শেষ করার পর তাঁর জীবনে একটি বিশেষ প্রভাব পড়েছিল অধ্যাপক হ্যারিটন হিউ মেলভিল পার্সিভালের। তাঁর কাছ থেকেই নিজের মতো করে কিছু করার সাহস পেয়েছিলেন বলে পরবর্তীকালে তিনি উল্লেখ করেছিলেন। সেই সাহসই হয়তো তাঁকে সাধারণ ব্যবসার পথ থেকে একটু দূরে নিয়ে গিয়েছিল। তখন ভারতে সাইকেল ধীরে ধীরে পরিচিত হচ্ছে। বিদেশ থেকে আসা সেই দু চাকার যানটি মানুষের কৌতূহল জাগাচ্ছে। কিন্তু শুধু বিদেশি সাইকেল বিক্রি করেই থেমে থাকেননি শ্রদ্ধেয় সুধীরকুমার সেন। তাঁর মনে ছিল আরও বড় পরিকল্পনা। ভারতেই সাইকেল তৈরি করতে হবে। সেই ভাবনা বাস্তব রূপ পায় স্বাধীনতার পর। বিদেশি র‍্যালে কোম্পানির সহযোগিতায় তাঁর উদ্যোগে ১৯৫২ সালে আসানসোলের কন্যাপুরে স্থাপিত হয় ভারতের প্রথম সাইকেল কারখানা। পরে এই কারখানাই সেন র‍্যালে নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। কারখানার ভেতরে তখন শুধু যন্ত্রের শব্দ ছিল না। ছিল নতুন কিছু তৈরি করার ব্যস্ততা। শ্রমিকদের বড় অংশ ছিলেন বাঙালি। কাজের পাশাপাশি তাঁদের জীবনেও জায়গা করে নিয়েছিল খেলাধুলা ও সংস্কৃতি। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছিল সেন র‍্যালে অ্যাথলেটিক ক্লাব। কারখানার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে নাটকের প্রতিযোগিতাও হতো। কাজের জায়গাটিকে তিনি শুধু উৎপাদনের কেন্দ্র হিসেবে দেখেননি, মানুষের বিকাশের জায়গা হিসেবেও ভাবতেন। আরও একটি দিক তাঁর চিন্তাকে আলাদা করে দেয়। কন্যাপুরের মানুষের জন্য শিক্ষার সুযোগ তৈরি করতে তিনি কন্যাপুর এডুকেশন সোসাইটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। সেই উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় ১৯৬৫ সালের ১৬ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয় সুধীর সেন পলিটেকনিক। পরে প্রতিষ্ঠানটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে যায় এবং তার নাম হয় কন্যাপুর পলিটেকনিক। জীবনের শেষ দিকেও তাঁর কাজের গতি থামেনি। ১৯৫৮ সালে বাণিজ্যিক কাজে জার্মানি গিয়েছিলেন তিনি। তখন তাঁর বয়স সত্তর বছর। সেখানেই ২৪ আগস্ট তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সময় পেরিয়েছে। কন্যাপুরের সেই সাইকেল কারখানারও একদিন অবনতি শুরু হয়। পরে কেন্দ্রীয় সরকার কারখানাটি অধিগ্রহণ করে এবং নাম হয় সাইকেল কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড। শেষ পর্যন্ত ২০০১ সালে কারখানার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। যে জায়গা একসময় যন্ত্রের শব্দে ব্যস্ত থাকত, সেখানে নেমে আসে নীরবতা। কিন্তু একটি মানুষের স্বপ্ন কি শুধু একটি কারখানার সঙ্গে শেষ হয়ে যায়? হয়তো যায় না। আজকের দিনে সাইকেল আমাদের কাছে খুব সাধারণ একটি যান। অথচ একসময় এই দেশের মাটিতে সেটি তৈরি করার চিন্তাটাই ছিল বড় সাহসের বিষয়। শ্রদ্ধেয় সুধীরকুমার সেন সেই সাহস দেখিয়েছিলেন। ব্যবসাকে তিনি শুধু লাভের হিসাব হিসেবে দেখেননি। তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন শিল্প, কর্মসংস্থান, খেলাধুলা এবং শিক্ষার ভাবনা। মনে পড়ে এমন একজন মানুষের কথা, যিনি ভবিষ্যৎকে চান।

শিবরাম চক্রবর্তী

অনন্য সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী প্রয়াণ দিবস ২৮ আগস্ট, ১৯৮০ সাল। কবিতা-রচনা দিয়ে সাহিত্য-জীবনের শুরু। প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ‘ভারতী’ পত্রিকায়। প্রথম দুটি বই প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সালে। তারপর অজস্র লেখা লিখেছেন। প্রবন্ধ, নাটক এবং অদ্বিতীয় অজস্র হাসির গল্প। লিখেছেন ‘ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা’ নামে এক অনন্য স্মৃতিকথা। প্রবন্ধের বই ‘মস্কো বনাম পন্ডিচেরি’ ও ‘ফানুস ফাটাই’, নাটকের গ্রন্থ ঃ ‘যখন তারা কথা বলবে’। বিচিত্র জীবন ছিল তার। রাজনীতি করেছেন, জেলখেটেছেন, রাস্তায় কাগজ ফেরি করেছেন, ফুটপাথে রাত্রিবাস করেছেন, সাংবাদিকতা করেছেন, আজীবন মেস-জীবন যাপন করেছেন। করেননি যা, তা হল বিয়ে। শিবরাম মানেই হাসির পটরা। নানা রঙের হাসির ফোয়ারা বইয়ে মরু গাঙে জোয়ার আসার মত দুঃখে ভরা প্রাণে হাসির পরশ ছড়িয়ে দেয়। তাঁর গল্পও রম্য রচনা, যার অণুতে অণুতে ছড়িয়ে আছে কেবলই হাসি আর হাসি। ছোটদের জন্য তার রয়েছে প্রচুর লেখালেখি। ছোটদেরকে এতটাই ভালবাসতেন যে, সবসময় নিজের ফেলে আসা শৈশবকে ফিরে পেতে শিশুদের মত তিনি থাকতে, খেতে ভালবাসতেন। তার প্রিয় জিনিস ছিল টফি বা চকলেট। লেখালেখি না থাকলে মুখের ভেতরে একটা চকলেট নিয়ে তাকে চুষতে দেখা যেত। শিশু-কিশোরদের সঙ্গে তার এই সম্পর্ক জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে বজায় ছিল। বাংলা সাহিত্য ও সংবাদপত্র জগতে তাই শিবরাম চক্রবর্তী এখনও শিশুদের পরম বন্ধু হয়েই বেঁচে আছেন, আর বেঁচে থাকবেন অনন্তকাল। বেশিরভাগ সময়ই কেটেছে তার ভাগ্যান্বেষণে। একসময় তিনি জীবিকার তাগিদে সংবাদপত্রের হকারি করেছেন। সেই সময় কোলকাতার বিখ্যাত সংবাদপত্র বসুমতি বিক্রি করেছেন। এরপর সওদাগরী অফিসে কম মাইনার চাকরি করেছেন। কিন্তু তখনও লেখা-লেখিতে হাত দেননি। অবশেষে একটা সময় এসে তাকে লিখতে হয়। কারণ লিখেই তাকে খেতে হয়। দৈনিক বসুমতির সম্পাদক হেমন্ত প্রসাদ ঘোষই তাকে লেখালেখিতে নিয়ে আসেন। সাহিত্য সাধনা শুরু করে তিনি বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন তোলেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

অনুকূল ঠাকুর

দৈব্য শক্তিকে মানব সেবার কাজে লাগতে হবে। দেশ ও দশের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে।

মানব জীবনের আর্থিক উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। ভক্তিবাদকে জাগরিত করতে হবে। নারীর উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। মাতৃশক্তি দিয়ে বিশ্বের উপকার করতে হবে। মহৎ শক্তির দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করার অধিকারকে অর্জন করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে বিশ্বের সেরা বড় শক্তি। মানব শক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার জগতের উন্নতি সাধন করতে হবে। রাষ্ট্রের বা দেশের উন্নয়নে তাকে ব্যবহার করতে হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সব সময়ে নিজের মুখ দিয়ে মা ভবতারিণীর বাণী প্রচার করতেন। মুখ দিয়েই সবাইকে ধর্ম কথা শোনাতেন। তিনি কোনও দিন লিখে কারোর সঙ্গে কথা বলতেন না। নিজের মনের কথাকে ঠাকুর বলতেন অন্তর দিয়ে। ভক্তি দিয়ে। তাঁর কথাকে লিখে নিতেন মহেন্দ্র গুপ্ত। তিনি সব সময়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর কাজই ছিল ঠাকুর যা বলছেন তা লিখে নেওয়া। ঠাকুরের সেই কথাগুলো পরবর্তীকালে একসঙ্গে প্রকাশিত হল বই আকারে। সেই বইয়ের নামকরণ হল ‘রামকৃষ্ণকথামৃত’। এই বইটাকে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের জীবন দর্শন বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের দিব্য দর্শনের চিত্রও দেখতে পাওয়া যায়। জীবনের অতি সাধারন কথার মধ্যে দিয়ে ঠাকুর তত্ত্ব কথাকে ব্যাখ্যা করেছেন। ঠাকুরের দর্শন মেনে চললে জীবনে মোক্ষ লাভ হয়। মানব প্রেম হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ। এর মতো মহান কাজ আর নেই। এটা যিনি করতে পারেন তিনি শ্রেষ্ঠ। তিনিই পরম পুরুষ। তিনি মহামানব।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও রাখি উৎসব

রবীন্দ্রকুমার শীল

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই বাংলায় রাখি উৎসবকে জনপ্রিয় করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনিই বাগবাজারের বসু বাড়িতে এবং কলকাতার বড় মসজিদে (নাখোদা মসজিদ) গিয়ে হিন্দু মুসলিম ভাইদের হাতে রাখি পরিয়ে দিয়েছিলেন। বাংলাকে ভাগ করতে দেওয়া চলবে না বলে ১৯০৫ সালে যে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী আন্দোলন হয়েছিল তাতে ভীত হয়ে পড়ে ইংরেজ সরকার।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখনও নোবেল পুরস্কার পাননি। তিনি তখন সবার কাছে কবি হিসাবে সবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। তাঁর কবিতার পাঠক এবং গানের শ্রোতার সংখ্যা খুবই কম। তবুও রবীন্দ্রনাথের মনে মধ্যে জাতীয় চেতনা তীব্রভাবে কাজ করে গিয়েছিল। তিনি তখন জোড়াসাঁকোর বাইরে পা রাখেননি। তাঁর বিচরণ ভূমি ছিল জোড়াসাঁকোর সীমানার মধ্যে। কিন্তু ১৯০৫ সাল তাঁকে জোড়াসাঁকোর মধ্যে আটকে রাকা সম্ভব হল না। তঁকে বাইরে বের করে নিয়ে আসলো। ১৯০৫ সাল বাংলার সবচেয়ে স্মরণীয় দিন। এই দিনটিকে বাংলার ঐতিহাসিক দিন বলে গৃহীত হয়েছে। যে বাংলাকে জাত এবং ভাষা দিয়ে ভাগ করার চেষ্টা করতে শুরু করেছিল ব্রিটিশ শাসকেরা সেই বাংলায় দেখতে পাওয়া গেল হিন্দু মুসলিম এক হয়ে বাংলার গান গেয়ে বাংলাকে এক করে দেওয়ার ব্রত গ্রহণ করেছে। এই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূত্র ধরে কলকাতায় এসে বিপ্লবী অরবিন্দ গুপ্ত সমিতি গড়ে তুললেন। ১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অনুশীলন সমিতি। তারপরে ঢাকা অনুশীলন সমিতি তৈরি হয়। যুগান্তর বিপ্লবী সমিতি তৈরি হয়েছিল ১৯০৬ সালে। এই সমিতি তৈরি করেছিলেন বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। তবে এটি পরিচালনা করতেন বিপ্লবী অরবিন্দ। ব্যারিস্টার পি মিত্র এর সভাপতি ছিলেন। তার আগে থেকেই বাংলায় ইংরেজি বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের হাত ধরে। এই আন্দোলনের ফলে কলকাতায় ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতা ছিল ঐতিহাসিক বক্তৃতা। এই বক্তৃতাকে ভিডিও মুভি করেছিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক হীরালাল সেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেই বক্তৃতার ভিডিওটা পুড়ে গিয়েছিল আগুনে। তার ফলে বাংলা একটি মূল্যবান তথ্যচিত্র হারালো। ঠিক এই সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাগ নিয়ে ব্যথিত হয়ে পড়লেন। তিনি বাংলা ভাগের বিরোধিতা করতে শুরু করলেন। লিখে ফেললেন একটি বিখ্যাত গান-‘বাংলার মাটি বাংলা জল’ (১৯০৫)। রবীন্দ্রনাথ রাস্তায় নেমে বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে এই গান গাইতে শুরু করলেন। বাংলার মানুষ জাগতে শুরু করলো। বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে উপস্থিত হল। হিন্দু মুসলমান কোন ভেদাভেদ থাকলো না। সবাই হাতে হাত মিলিয়ে রাস্তা ধরে শোভযাত্রা করে বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে শুরু করে। আপার সাকুলার রোডে প্রতিষ্ঠিত হল ‘ফেডারেশন হল’ (১৯০৫)। এই হল প্রতিষ্ঠা করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে রাসবিহারী ঘোষ, মন্মথনাথ বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ‘ফেডারেশন হল’ প্রতিষ্ঠা করে বাংলা ভাগের আন্দোলনকে আরও সক্রিয় করে তুলতে এগিয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি সেই সময়ে বাংলার স্বদেশি আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে বাংলা ভাগ বিরোধী সমর্থকদের সঙ্গে দেখা এবং আলোচনা করতে শুরু করে দিলেন।

১৯০৩ সালে তিনি বরোদায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন করতে অরবিন্দকে উৎসাহী করতে লাগলেন। তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস ‘আনন্দমঠ’। এই ‘আনন্দমঠ’ (১৮৮২) উপন্যাসই বাংলার বিপ্লবীদের বিপ্লবী আন্দোলন করতে উৎসাহ দিয়েছিল এবং পথ দেখিয়েছিল। ভগিনী নিবেদিতা এই উপন্যাসটি নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছিলেন অরবিন্দের সঙ্গে গাইকোয়াড়ে। সেখানে তিনি অরবিন্দকে পরিস্কার করে বলে দিয়েছিলেন যে আনন্দমঠ উপন্যাসের মধ্যে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের রূপরেখা নির্মিত রয়েছে। সেই পথ ধরে বাংলার বিপ্লবী অন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন। বাংলা যে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী আন্দোলন মাথা চাড়া দিতে পারে সেটা কল্পনা করতে পারেনি ব্রিটিশ রাজ। তারা মনে করেছিল বাংলা ভাগকে সহজেই বাংলার মানুষেরা মনে প্রাণে গ্রহণ করে নেবে। কিন্তু সেটা হল না। বাংলার ভাগ করে বাঙালিদের আবেগে আঘাত দিতে শুরু করে। বাঙালিদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করা গেল না। ইংরেজদের সব কৌশল নিস্ফল হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ একাই বাংলা ভাগের বিরোধিতা করতে রাস্তায় নামেননি। তিনি পরিস্কার করে তাঁর রচিত গানের মধ্যে লিখে গিয়েছেন যে ‘বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন সব এক হউক, এক হউক হে ভগবান’। অর্থাৎ কবিগুরু একা নন, তাঁর সঙ্গে বাংলার সব সম্প্রদায়ের মানুষেরা রয়েছে। তারাই বাংলা ভাগের বিরাধিতা করতে পথে নেমেছে। ‘রাখি বন্ধন উৎসব’ বাংলা ভাগের বিরোধিতার একটি অন্যতম সেরা উৎসব। রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে সকাল বেলায় কলেজ স্কেয়ারে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’ গান গাইতে থাকলেন। তারপরে তিনি সবার হাতে রাখি পরিয়ে দিতে থাকলেন। সেখানে হিন্দু মুসলমান সব সম্প্রদায়ের লোকেরা উপস্থিত ছিল। বাংলা ভাগ করতে যাঁরা চান না তাঁরা সবাই এই কলেজ স্কোয়ারের জমায়েতে উপস্থিত হয়। সেখানে থেকে একটি শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল বড় মসজিদের (নাখোদা মসজিদ) কাছে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে মুসলিম ভাইদের হাতে রাখি পরিয়ে দিয়েছিলেন যাতে করে বাংলা ভাগ করা না যেতে পারে। বাংলা ভাগের বিরোধিতা করে একদিকে হিন্দু মুসলিম ঐক্য তৈরি আর অন্য দিকে বৌদ্ধ জৈন সব সম্প্রদায়ের লোকেরা উপস্থিত হতে শুরু করেছে। এদিকে সেই সময়ে বাংলা ভাগের পক্ষে সাওয়াল করে ইংরেজদের হাতকে শক্তিশালী করতে চুপ করে বসেছিল যাঁরা তাঁরা বলতে শুরু করেছিল এই ইংরেজ শাসক বিরোধী শোভাযাত্রা আসলে ব্রাহ্মদের শোভাযাত্রা। এর সঙ্গে বাংলার কোনও সম্পর্ক নেই। বাংমলার সবাই বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে কলকাতার নজরুল মঞ্চে রাখী উৎসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খান এবং বাণিজ্য ও শিল্প উন্নয়ন মন্ত্রী তাপস রায়সহ আরও বিশিষ্টজন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে রাখি উৎসব পালিত হয়েছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে সেই কথা আবারও শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি এদিন সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন।

গুপ্তিপাড়ায় সেন বাড়িতে এখনও দুর্গা পুজো হয়

রানা সরকার

কিছুদিন আগেই সোমরাবাজার, গুপ্তিপাড়া, কালনা ঘুরে এলাম। গুপ্তিপাড়া, অনেক আগে তার নাম ছিলো গুপ্তপল্লী। মনসামঙ্গল কাব্যেও গুপ্তিপাড়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। গুপ্তিপাড়ায় জন্ম নিয়েছিলেন হরু ঠাকুরের শিষ্য বিখ্যাত কবিয়াল ভোলা ময়রা।

গুপ্তিপাড়ার উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য ছাড়াও পড়ে পাওয়া আঠারো আনার মত যে অপ্রত্যাশিত দ্রষ্টব্য দেখে এসেছি আজ এখানে তার গল্প বলবো, বলবো বাংলার সেন বংশের শেষ স্বাধীন রাজা লক্ষ্মণ সেনের এক বংশধরের গল্প।

গুপ্তিপাড়ার মঠ ও রথ দেখতে গিয়ে অনেকেই পথের ধারে বিরাট প্রাসাদতুল্য সেনবাটি দেখেন। কিন্তু আমরা যে সেনবাড়ি দেখেছি পাড়ার ভেতরে, সে বাড়ি কয়জনে দেখেছেন আমি জানি না, বোধহয় হাতে গোনা কয়েকজনই এই বাড়ি চাক্ষুষ করেছেন।

বাংলায় সেন বংশের রাজত্বকালে বল্লাল সেনের পর তার পুত্র বিদ্বান, সাহসী, বুদ্ধিমান, যোদ্ধা, লক্ষ্মণ সেন বাংলার সিংহাসনে বসেন। ইতিহাস বলে তাঁর রাজত্বের সীমানাকে ছাড়িয়ে কামরূপ (আসাম), কলিঙ্গ (উড়িষ্যা) এবং কাশী (বারানসী) পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। বলা হয় তিনি গৌড়কে পদানত করে গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করেন। তবে এনিয়ে ভিন্ন মত হলো, রাজা বিজয় সেনের আমলেই সমগ্র বাংলা ছিল সেন রাজাদের দখলে। সুতরাং গৌড় আগেই বাংলার অধীনে ছিল।

যাইহোক লক্ষ্মণ সেন পুরী, বারানসী আর এলাহাবাদে তার বিজয়ের স্বারক হিসেবে সেখানে সৌধমালা নির্মাণ করেন।

তাঁর রাজ্যসভায় জ্ঞানী গুণী মানুষের সমাবেশ ঘটেছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গীতগোবিন্দ কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কবি জয়দেব। তিনি পিতার অসম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ অদ্ভুতসাগর সম্পূর্ণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব। ১২০৩ সালে মহম্মদ বখতিয়ার খিলজি বাংলা আক্রমণ করলে তিনি পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান। ক্রমে পুরো বাংলা দখল করে নেন এবং শুরু হয় বাংলার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়। লক্ষ্মণ সেন পূর্ববঙ্গেই ১২০৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি মারা যান। এটা একটা পার্ট। ভূমিকাও বলতে পারেন। এবার পরবর্তী অংশ। কথিত আছে, লক্ষ্মণ সেনের কোনো এক উত্তরপুরুষ সপরিবারে জলপথে তীর্থ করতে বেরিয়ে গাছ গাছালিতে ঘেরা শান্ত, নিরিবিলি, মনোরম জায়গা দেখে কুলগুরুর পরামর্শে এখানে কিছুদিন বিশ্রাম করার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ একনা গাড়ে দীর্ঘ জলপথ পাড়ি দেওয়াটাও ছিলো একঘেঁয়ে, ক্লান্তিকর।

তারপর এখানে কিছুদিন থাকার পর এই জায়গাটাই তাদের ভালো লেগে যায়। পরবর্তী কালে তারা এখানেই তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। তাই এখনো তাদের দেড়শো কি দুশো বছরের তৈরি করা প্রাসাদোপম দোতলা বাড়ি গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবন চন্দ্রের মঠ, রাম চন্দ্রের মন্দির বা রথ দেখতে যাওয়ার পথে এক জায়গায় পথের দু ধারে দুটো এই ধরনের বাড়ি চোখে পড়বে। একটির বাড়ির প্রবেশপথের স্তম্ভের গায়ে সেনবাটি লেখা মার্বেলের ফলকটি চোখে পড়বে। চোখে পড়বে ঈষৎ জীর্ণ দোতলা বাড়ি। আর উল্টো দিকে বিশাল এলাকা নিয়ে প্রচুর গাছপালা দিয়ে ঘেরা সুন্দর বাড়ি অবসর।

এই দুটো বাড়ি তো সবার চোখেই পড়ে, অবসর বাড়িতে কাউকে না, দুটো গেটেই তালা মারা ছিল। কিন্তু আমাদের কৌতূহল মেটাতে সেনবাটিতে বসবাসকারী এক পরিবারের, যারা সেন বংশের কেউ নন, মনে হয় এদের উত্তরপুরুষ এই বাড়ির কেয়ারটেকার ছিলেন, সেই সূত্রে এই বাড়িতেই তারা রয়ে গেছেন। তো তাদের সাথে কথা বলে যা জানলাম, এরা বিরাট পরিবার। শরিকে শরিকে বাড়ি ভাগাভাগি হয়ে গেছে। এই বাড়িতে এখন কেউ থাকে না। কেউ কলকাতায় কেউ বা কলকাতার বাইরে থাকেন। আর বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না। শুধু আমাদের অতিরিক্ত কৌতূহল দেখে পরিবারের একটি কিশোরী বললেন যে, আপনারা এই পাড়ার ভিতরে ঢুকে যান, সেখানে এদেরই এক শরিকের বাড়ি আছে। সেখানে দুর্গাপুজো হয়।

শুনেই তো আমরা আহ্লাদে আটখানা। একে পুরনো পরিবার, তায় দুর্গাপুজো হয় দেখার আগ্রহ গেলো বেড়ে। শেষে টোটোচালক আমাদের নিয়ে গেল সেই পাড়ার খানিকটা ভেতরে। সামনে বিশাল খেলার মাঠ, তার পাশে জোড়া আটচালা শিব মন্দির। বয়সে পুরনো হলেও রক্ষনাবেক্ষণ হয়। কিছুদিন আগেই রঙ করা হয়েছে। আর তার বাঁদিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে হলুদ রঙের একতলা বাড়ি।

দেওয়ালে চৌকো প্রস্তর ফলকের ওপর লাল রঙে খোদাই করে লেখা আছে শ্রী কির্ত্তিচন্দ্র সেন। বানান দেখে ভাববেন না। আমি ভুল টাইপ করেছি। দেওয়ালে যা লেখা ছিলো তাই লিখেছি। একটু এগিয়েই প্রবেশপথ। ভেতরে মাঝখানে উঠোন, আর উঠোনের ধারে সারি সারি একতলা ঘর।

উষালগ্নের কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশন

দেবব্রত চাকী

উষালগ্নের কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশন ও এক রাজপুরুষ । মোগল শাসনের সায়াহ্নকাল অর্থাৎ ইংরেজ আগ মনের পূর্বের মোগল শাসিত ভারতবর্ষ । যা প্রকৃত অর্থে হয়ে উঠেছিল এক অরাজক শাসনক্ষেত্র বিশেষ। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা এতটাই প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল যে তার সুযোগ নিয়ে বিদেশী শক্তি ক্রমশ তৎপর হয়ে উঠতে শুরু করে। বাণিজ্যের পসরা সাজিয়ে একে একে বিদেশী বাণিজ্য দল ভারতে প্রবেশ করতে থাকে। বাংলাকে তারা বাণিজ্যের উপযুক্ত ভূমি হিসেবে বেছে নেয়। যদিও ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে পর্তুগিজরা সুবে বাংলায় তাদের উপস্থিতি জানান দিতে শুরু করে। তারপর একে একে ইংরেজ, ওলন্দাজ ফরাসি, দিনেমার, ফ্লেমিংশ ইত্যাদি বাণিজ্য দল বাংলায় কুঠি স্থাপনে তৎপর হয়ে ওঠে। তবে ইংরেজদের সামনে শেষ পর্যন্ত কেউই দাঁড়াতে সক্ষম হয়নি। ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামনে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ফরাসী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা ড্যানিস ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে শেষ পর্যন্ত মাথা নত করতে হয়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ধীরে ধীরে বণিকের মানদন্ড রাজদন্ডের রূপ ধারণ করে। ১৭৬৫ সালে অশক্ত মোগল সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাংলা - বিহার- ওরিষ্যার দেওয়ানি সত্ত্ব লাভের মধ্য দিয়ে ইংরেজ আধিপত্য প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এরকম এক যুগসন্ধিক্ষণে বাংলার উত্তর ভাগের স্বাধীন রাজ্য কোচবিহার তাদের শাসক রাজ পরিবারের অভ্যন্তরীণ গোল যোগের সুযোগ নিয়ে প্রতিবেশী ভুটান রাজ্যের আগ্রাসনের শিকার হয়। প্রাচীন পশ্চিম কামরূপ বা কামতা রাজ্যের উত্তরসূরী নারায়ণ রাজবংশ শাসিত কোচবিহার রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় তখন মহারাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ। রাজ পরিবারের জ্ঞাতি বিরোধের সুযোগ নিয়ে ভুটিয়ারা সুকৌশলে কোচ বিহার রাজকে বন্দী করে রাজ্যের শাসনক্ষমতা কুক্ষিগত করতে সচেষ্টা এবং সফল হয়। কিন্তু ঘটনা পরম্পরায় ভুটিয়াদের মনোনীত রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ অকালে ইহলোক ত্যাগ করায় প্রকৃত মহারাজার অনুপস্থিতিতে মহারানী ও তাদের পরিবার রাজদরবারের অমাত্যবর্গের সহায়তায় মহারাজ ধৈযেন্দ্রনারায়নের নাবালক পুত্র কুমার ধরেন্দ্রনারায়ণকে রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত করে রাজ্য রক্ষায় তৎপর হয়ে ওঠেন। অতঃপর ভুটিয়া শাসকবর্গের কবল থেকে রক্ষা পেতে তারা ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শরণাপন্ন হন। ইংরেজরা এই সুযোগ কাজে লাগাতে তৎপর হয়ে ওঠেন। এমনিতেই কোচবিহার রাজ্যের সঙ্গে এক সমঝোতা উপনীত হতে তারা ছিলেন উদগ্রীব। ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি সত্ত্ব লাভের পর থেকেই তাদের লক্ষ্য ছিল তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। কিন্তু অন্তরায় হয়ে উঠেছিল তিব্বত ও বাংলার মধ্যবর্তী এলাকা সমূহ। একদিকে যেমন কোচবিহার ও ভুটানের উপস্থিতি ঠিক সেরকম ইংরেজবিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামে সামিল সন্ন্যাসী ও ফকির দলের উপর্যপরি তৎপরতা তাদের সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যা ইংরেজ দের মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৭৬৩ সালে ঢাকায় ইংরেজ কুঠি লুঠের মধ্যে দিয়ে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহী দল যে আক্রমণ শানাতে শুরু করে তাতে কোম্পানির কর্ম কর্তাগণ প্রমাদ গুনতে শুরু করেন। অন্যদিকে কোচবিহার রাজ্যের প্রতি ভুটানীদের আগ্রাসন রাজ পরিবারকে রাজ্য ছাড়া হতে বাধ্য করে। উপায়ন্তর না দেখে কোচ বিহার রাজ পরিবার ইংরেজদের সঙ্গে অর্থাৎ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে এক সমঝোতায় উপনীত হতে অতিমাত্রায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। ১৭৭২-৭৩ সালে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে সেনা অভিযানের মধ্য দিয়ে ভুটিয়াদের বিতাড়িত করে কোচবিহার রাজ্য ভুটিয়াদের কবল মুক্ত করতে সক্ষম হয়। ১৭৭৩ সালের সন্ধির সূত্র ধরে স্বাধীন কোচবিহার রাজ্য স্বাধীনতা হারিয়ে ইংরেজদের করদ মিত্র রাজ্যে পরিণত হয়। কোম্পানি-কোচবিহার সন্ধির ৩ নং ধারা অনুসারে কোচ বিহার রাজ্যকে বাংলা প্রদেশের সঙ্গে সংযোজিত করে দেওয়া হয়। ১৭৭৪ সালে কোম্পানির রংপুরের কালেক্টর চার্লস পার্লিং কোচবিহার রাজ্যের হস্তাবুদ বা রেভেনিউ সেটেল মেন্টের মাধ্যমে রাজ্যের রাজস্ব নির্ধারণ পর্ব সম্পন্ন করেন। অবশ্য শুধুমাত্র কোচবিহার নয়, ইংরেজরা এইভাবে ভারতবর্ষের কম বেশি ৫৬২ টি রাজা -জমিদার, নবাব-নিজাম কিংবা সামন্ত প্রভু শাসিত ভূখণ্ডকে তাদের সঙ্গে সন্ধি-সমঝোতার মধ্যে দিয়ে এক নতুন সাম্রাজ্যের সূচনা করেন। যা শাসনতান্ত্রিক পরিভাষায় ‘ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়া’ বা দেশীয় রাজ্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। কোচবিহার কালক্রমে ইংরেজ শাসিত পূর্ব ভারতে দেশীয় রাজ্য হিসেবে অবস্থান করতে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কোচবিহার রাজ্যে রাজা ও প্রজাবৃন্দ একই নৃগোষ্ঠী ভুক্ত হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম-সৌহার্দ্য ছিল চোখে পড়ার মতো। তাদের মধ্যে আত্মীক সম্পর্ক ছিল প্রগাঢ়। স্বভাবতই কোচবিহার রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সমাজ জীবন ছিল অনেকটাই স্বতন্ত্র। প্রজারা এই রাজ্যের শাসকবর্গকে ঈশ্বর জ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন। এরকম এক রাজন্য শাসনের আবহে ১৮৬২ সালের ৪ঠা অক্টোবর মহারাজা নরেন্দ্র নারায়ণ ও মহারানী নিশিময়ীদেবীর পুত্র সন্তান হিসেবে নৃপেন্দ্র নারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। যদিও জন্মের ১০ মাসের মাথায় তাঁর পিতৃ বিয়োগ হয়। রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত হন শিশু মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ। ইংরেজদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে এবং কমিশনার কর্নেল হটনের অভিভাবকত্বে তার জীবন গড়ে উঠতে শুরু করে। প্রথম পাঁচ বছর কোচবিহারে অবস্থানের পর বালক নৃপেন্দ্রকে বারানসীতে পাঠানো হয় শিক্ষালাভের জন্য। সেখানে চার বছর শিক্ষালাভের পর তাঁকে পাটনায় প্রেরণ করা হয়। সেখানে পঠন পাঠন চলাকালীন মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভায় আমন্ত্রিত হন। সেই সভায় যোগদানের মধ্যে দিয়ে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সখ্যতা গড়ে ওঠে। সেইসঙ্গে মহা রাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের মধ্যে দেশপ্রেম ক্রমশ জাগ্রত হতে শুরু করে। ইংরেজ আশ্রিত একটি করদ মিত্র রাজ্যের নৃপতি হিসেবে যা সত্যিই বিরল। এরপর ব্রাহ্ম আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতিদেবীর সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর কলকাতার বৌদ্ধিক সমাজের সঙ্গে তাঁর নৈকট্য ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। যার ফলস্বরূপ বাংলার বৌদ্ধিক সমাজের স্বদেশী আবহে তিনিও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিজেকে অনেকটাই আবদ্ধ করে ফেলেন। এই সূত্রে জাতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কোচবিহার রাজ পরিবারের যোগাযোগ গড়ে ওঠে। যার প্রতিফলন দেখা যায় ১৮৮৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে। ১৮৮৬ সালের ২৮ থেকে ৩০শে ডিসেম্বর কলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন। এই সম্মেলনে সারা দেশ থেকে ৪৩৪ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। দাদাভাই নওরোজির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গেয়েছিলেন ‘আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে’ গানটি। এই গানটি অধিবেশনে আগত প্রতিনিধির মধ্যে এক মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করে। অনেকেই আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন। এই অধিবেশনে আগত প্রতিনিধিদের সম্মানে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ব্যাঙ্কশাল স্ট্রিটের ইন্ডিয়া ক্লাবে একটি সান্ধ্য মিলন আসরের আয়োজন করেন। প্রসঙ্গত ইউরোপিয়ানদের সঙ্গে ক্লাব চর্চায় পাল্লা দিতে ভারতীয়দের জন্য ১৮৮২ সালে ইন্ডিয়া ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন কোচবিহারের হিজ হাইনেস। যাইহোক সান্ধ্য মিলন আসরে কোচবিহার মহারাজের নিজস্ব ব্যান্ড আগত প্রতিনিধিদের স্বাগত জানায় এবং মনোরঞ্জন প্রদান করে। এই আসরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে কণ্ঠে অনেকগুলি স্বরচিত গান পরিবেশন করেন। স্বভাবতই কংগ্রেস প্রতিনিধিদের জন্য এই আয়োজন মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের স্বদেশ চেতনার অঙ্গ হিসাবেই ধরা যেতে পারে। একইভাবে ১৮৯৬ সালে কলকাতার বিডন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনেও মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রহমতুল্লা সায়ানির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে সারাদেশ থেকে ৭৮৪ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। এই অধিবেশনের সঙ্গে একটি স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই শিল্প প্রদর্শনী উদ্বোধনের জন্য লেফটেন্যান্ট গভর্নর জন উডবার্নকে অনুরোধ জানান। কিন্তু উডবার্ন সাহেব কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিশেষতঃ স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর অনুরোধ গ্রহণ করতে অসম্মত হন। তিনি বলেন, ‘এই প্রদর্শনী কংগ্রেস আন্দোলনের একটা অঙ্গ। এর মধ্যে রাজনীতির তীব্র গন্ধ আছে। আমি দুঃখিত, আমি এই প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে অক্ষম।’ এরপর স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই শিল্প প্রদর্শনী উদ্বোধনের জন্য কোচবিহার নৃপতি মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণকে অনুরোধ জানান। মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ এই অনুরোধে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। অতঃপর মহারাজার একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এই শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। ঔপনিবেশিক শাসকবর্গের বিরূপ মনোভাবকে উপেক্ষা করে কর-প্রদানকারী একটি দেশীয় রাজ্যের একজন শাসক হিসেবে কোচবিহার মহারাজার এই ভূমিকা ধরে নেওয়া যায় স্বদেশ চেতনারই প্রতিফলন। প্রসঙ্গত ১৮৯৬ সালের এই কলকাতা অধিবেশনে ‘বন্দেমাতরম’ সঙ্গীত প্রথম প্রকাশ্য ভাবে গাওয়া হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম নিজ সুরে গানটির প্রথম কয়েকটি স্তবক পরিবেশন করেন। তাঁর কণ্ঠে ‘বন্দেমাতরমের’ এই পরিবেশনা উপস্থিত প্রতিনিধিদের গভীরভাবে আলোড়িত করে। এরপর থেকেই গানটি দ্রুত সমগ্র

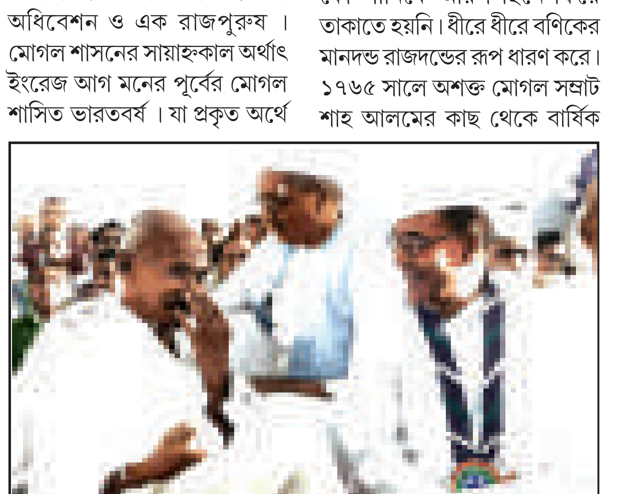

ব্লাড ব্যাংক স্থানান্তরে চরম ভোগান্তি, পুরুলিয়ায় এমএসভিপির দ্বারস্থ থ্যালাসেমিয়া শিশুদের পরিজন ও স্বেচ্ছাসেবীরা

শেফালী মাহাতো,পুরুলিয়া, ২৮ আগস্ট ঃ পুরুলিয়া দেবেন মাহাতো

সদর হাসপাতাল থেকে ব্লাড ব্যাংক হাতোয়ারা ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্তের ফলে তীব্র ভোগান্তির মুখে পড়েছেন সাধারণ রোগী ও তাঁদের পরিবার। সবথেকে বেশি বিপাকে পড়েছে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশু ও তাদের পরিজনেরা। রক্ত সংগ্রহের জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছুটোছুটি করতে গিয়ে চরম হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। এই উদ্ভূত পরিস্থিতির সমাধানে এদিন সকালে পুরুলিয়া দেবেন মাহাতো গভর্মেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি ড. সুকমল বিষমীর কাছে এক লিখিত স্মারকলিপি প্রদান করেন আক্রান্ত শিশুদের পরিবার ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা। স্মারকলিপিতে মূলতঃ তিনটি দাবি তুলে ধরা হয়ঃ জরুরি পরিষেবা বহাল রাখতে সদর হাসপাতালে পূর্বের মতো ব্লাড ব্যাংক বা ব্লাড স্টোরেজ সেন্টার চালু রাখা। সদর হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক রাখা সম্ভব না হলে, সমস্ত পরিকাঠামোসহ থ্যালাসেমিয়া ইউনিটটিকে অবিলম্বে হাতোয়ারা ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত করা, যাতে এক ছাদের তলায় রক্ত সঞ্চালনের পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে। দূর-দূরান্ত থেকে আসা রোগীদের সুবিধার্থে থ্যালাসেমিয়া ইউনিটের পরিষেবা ও রক্তঃ সঞ্চালনের সময়সীমা বৃদ্ধি করা। এছাড়া, দুই ক্যাম্পাসের মধ্যে যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটি নির্দিষ্ট রুটে সাশ্রয়ী ভাড়ায় বিশেষ টোটো পরিষেবা চালুর দাবিও জানানো হয়। স্মারকলিপি প্রদানের পাশাপাশি শুক্রবার সকালে এমএসভিপির কার্যালয়ের সামনে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের পরিবার ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ দেখান। খবর পেয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুরুলিয়া সদর থানার আইসি শিবনাথ পালের নেতৃত্বাধীন পুলিশ বাহিনী। পরবর্তীকালে আইসি শিবনাথ পাল, সমাজকর্মী দেবরাজ মাহাতো, পার্থ চট্টরাজ, দীপক মাহাতো সহ অন্যান্য প্রতিনিধিরা এমএসভিপি ড. সুকমল বিষমীর সঙ্গে এক বৈঠকে বসেন। এই মানবিক সমস্যাটি গুরুত্ব সহকারে বিচার করে দ্রুত সমাধানের ইতিবাচক আশ্বাস দিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

ডুয়ার্সে হড়পা বানের আশঙ্কা! ৭৪ পাহাড়ি নদী নিয়ে সতর্ক সেচ দফতর, জারি কড়া নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৮ আগস্ট ঃ পাহাড়ে বৃষ্টি, সমতলে চরম বিপদ! ডুয়ার্সের কোন ৭৪ নদী নিয়ে লাল সতর্কতা জারি করল সেচ দফতর জানেন? নদীতে নামার আগে জেনে নিন আসল পরিস্থিতি। নেপালের বিধ্বংসী পরিস্থিতি চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে সমতলের মানুষদের। ভুটান পাহাড়ে ভারী বৃষ্টিতে এবার ডুয়ার্সে জাগছে হড়পা বানের শঙ্কা! ৭৪ টি পাহাড়ি নদীতে কড়া সতর্কতা সেচ দফতরের। নেপালে সাম্প্রতিক ভয়াবহ হড়পা বানের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার সতর্কবার্তা জারি উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সে। বর্ষার মরশুম শেষ না হওয়া পর্যন্ত জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের ভুটান সীমান্তঘেঁষা নদীগুলিতে সাধারণ মানুষকে নামতে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করল সেচ দফতর। পাহাড়ে মেঘভাঙা বৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি হলেই আচমকা সমতলে নেমে আসতে পারে বিধ্বংসী পাহাড়ি ঢল। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার বানারহাট, নাগরাকাটা, মেটেলি, মাদারিহাট, বীরপাড়া, কুমারগ্রাম, ফালাকাটা এবং কালচিনি ব্লকের নদী তীরবর্তী এলাকাগুলিকে বিশেষ নজরদারিতে রাখা হয়েছে। সেচ দফতরের তথ্য অনুযায়ী, এই দুই জেলা মিলিয়ে রয়েছে প্রায় ৭৪ টি নদী, যার সিংহভাগেরই সরাসরি সংযোগ রয়েছে ভুটান পাহাড়ের জলধারার সঙ্গে। ডুয়ার্সে হড়পা বানের মর্মান্তিক ইতিহাস নতুন নয়। ২০২২ সালে মাল নদীতে প্রতিমা বিসর্জনের সময় চোখের নিমেষে নেমে আসা জলোচ্ছ্বাসে প্রাণ হারান ৮ জন। চলতি বছরও গাঠিয়া নদীতে স্নান করতে নেমে হড়পা বানের তোড়ে দু'জনের সলিলসমাধি ঘটে। সেচ দফতরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক জানান, সিকিম পাহাড়ে বৃষ্টি হলে তিস্তা দিয়ে সমতলে জল নামতে কিছুটা সময় মেলে, যার ফলে সতর্কবার্তা প্রচারের সুযোগ থাকে। কিন্তু ভুটান পাহাড়ে অতিবৃষ্টির ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। জল এত দ্রুত নিচে নেমে আসে যে আগাম পূর্বাভাসের সুযোগ কার্যত থাকে না। বিশিষ্ট ভূগোলবিদ জাতীশ্বর ভারতীও সতর্ক করে জানিয়েছেন, হড়পা বান সম্পূর্ণ নিঃশব্দে ও আকস্মিকভাবে আছড়ে পড়ে, তাই বর্ষাকালে পাহাড়ি নদীর চরিত্রকে বিশ্বাস করা বিপজ্জনক। পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের নদীতে স্নান করা, মাছ ধরা বা পারাপার পুরোপুরি এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসন জানিয়েছে, বর্ষা পুরোপুরি বিদায় না নেওয়া পর্যন্ত নদী সংলগ্ন এলাকায় সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখা হবে।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কশ

ওপেন ই- টেন্ডার

নং COS/CRJ/PUB/e-Tender/19/0162, তারিখঃ ২২.০৮.২০২৬। নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলো www.ireps.gov.in লিঙ্কের মাধ্যমে দেখা যাবে। এই ই-টেন্ডারগুলোর জন্য প্রস্তাব শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে-অর্থাৎ www.ireps.gov.in → login → E-Tender Stores/Supply লিঙ্কে গিয়ে-জমা দেওয়া যাবে। নির্দিষ্ট কোনো টেন্ডার বা IREPS সংক্রান্ত তথ্যের বিষয়ে কোনো স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হলে বিক্রেতারা নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেনঃ Dy. CMM/HQ/ CLW/ Chittaranjan (9163341711) অথবা AMM/ HQ-II (91633424)। অফিসের ঠিকানা ঃ PCMM/CLW/ Chittaranjan-এর কার্যালয়। ক্রমিক নং ০১। **দরপত্র নং. ৭০২৬৫০০৭। পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ-** ১) এপ্রিল ২০২৪-এ জারিকৃত CLW স্পেসিফিকেশন নং CLW/ C-D&D/ES/3/0554-এর পার্ট ০ ও পার্ট-১ অনুযায়ী 'অন বোর্ড রিমোট মনিটরিং সিস্টেম' (ORMS)। উপরোক্ত বিবরণের পাশাপাশি, পণ্যটিকে 'শিডিউল অফ রিকোয়ারমেন্ট'-এ উল্লিখিত শর্তাবলিও অবশ্যই পূরণ করতে হবে। এর একটি অনুলিপি দরপত্রের নথিপত্রের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। [ওয়ারেন্টি সময়কালঃ ডেলিভারির তারিখ থেকে ৭২ মাস], ২) ৫ বছরের জন্য 'অন বোর্ড রিমোট মনিটরিং সিস্টেম' -এর এএমসি -যা এপ্রিল ২০২৪-এ প্রকাশিত স্পেসিফিকেশন নং CLW/AMC/C-D&D/06 অনুযায়ী হবে। [ওয়ারেন্টি সময়কালঃ ৬ বছর, এএমসি সময়কালঃ ৫ বছর, ডিসকাউন্টিং রেটঃ ১০ শতাংশ।] **পরিমাণঃ** ১) ১৭৮১.০০ সেট, ২) ১৭৮১.০০ সেট। আমানত বা আর্নেস্ট মানি (রুপি)ঃ ₹৫০,০০,০০০.০০। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময়ঃ (IST) ঃ ১৪।০৯।২০২৬ সকাল ১১.০০টা।

PR8/472 পিসিএমএম / সিএলডব্লু / চিত্তরঞ্জন

আমাদের ফেসবুক পেজ লাইক করুনঃ www.facebook.com/clwrailways

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Provision for temporary IT Infrastructure for the programme to be attended by VVIP at Hogg Market on 01.09.2026" [Job No. KIT/RW/154of 26-27] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-087/KIT/Q of 26-27)

Bid Submission Closing : 31.08.2026 up to 03.00 PM Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

ভালোবাসা, সংহতি ও রাষ্ট্রবাদের এক অনন্য বার্তা নিয়ে পুরুলিয়া জেলায় মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হলো 'রাখি বন্ধন উৎসব'। পুরুলিয়া জেলা প্রশাসনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায়, পুরুলিয়া যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের উদ্যোগে এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সহযোগিতায় শহরের রবীন্দ্র ভবনে এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনালগ্নে রবীন্দ্রভবনে স্থিত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। এরপর মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিদের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও রাখি পরিয়ে বরণ করে নেওয়ার মাধ্যমে মূল কর্মসূচির শুভ সূচনা ঘটে। উক্ত জমকালো উৎসবে উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়ার জেলাশাসক সুধীর কণ্ঠম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপারসহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়া হয়।

গলা কেটে খুন ব্যবসায়ীকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৮ আগস্ট ঃ মালদা শহরে গলা কেটে খুন ব্যবসায়ী। কলকাতার ব্যবসায়ী খুন মালদার বাড়িতে। মালদা শহরের গৌড় সংলগ্ন দুই নম্বর গভর্নমেন্ট কলোনি এলাকার ঘটনা। সকালে বাড়িতে ঢুকে খুন করে অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীরা। নিহত ব্যবসায়ী অর্ণব সেন ওরফ পল্টু (৬০)। গতকালই কলকাতার যাদবপুরের বাড়ি থেকে মালদার বাড়িতে ফেরেন ওই ব্যবসায়ী। নিহতের হাতে রাখী পড়া অবস্থা দেখে অনুমান সকালেই খুনের ঘটনা হয়ে থাকতে পারে। ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য এলাকায়। তিনতলা বাড়ির একতলায় ঘর থেকে দেহ উদ্ধার। ঘরের জিনিসপত্র লন্ডভন্ড অবস্থায় রয়েছে। কলকাতার যাদবপুরে হলুদের ব্যবসা করতেন তিনি। অবিবাহিত অর্ণববাবু গতকালই মালদহের বাড়িতে ফিরেছিলেন। বাড়িতে দোতলা এবং তিনতলায় অন্যান্য আত্মীয়রা থাকতেন। ঘটনাস্থলে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সকালে শহরের অভিজাত এলাকায় খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য। অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি এলাকাবাসীর।

শিয়ালদহ স্টেশনে ৭ ঘণ্টার মেগা ট্রাফিক ব্লকঃ ৩০ আগস্ট বাতিল একাধিক ইএমইউ লোকাল

কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ শিয়ালদহ ডিভিশনে রেলপথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিকাঠামোগত আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে একটি বড়সড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল। প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজের জন্য আগামী ২৯ ও ৩০ আগস্টের মধ্যবর্তী রাতে শিয়ালদহ স্টেশনে টানা ৭ ঘণ্টা (৪২০ মিনিট) ট্রাফিক ব্লক বহাল থাকবে। আগামী ৩০ আগস্ট ২০২৬ (রবিবার) রাত ১২টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত এই মেগা ট্রাফিক ব্লক কার্যকর থাকবে। রেল সূত্রে জানা গেছে, এই সময়কালে শিয়ালদহ স্টেশনের ডাউন মেন লাইনের ০/ ১৯ থেকে ০/ ২০ কিলোমিটারের মধ্যবর্তী স্থানে ২০৮বি/ ২১৯এ নম্বর পয়েন্টটি পুরোপুরি পরিবর্তন করা হবে। বিদ্যমান ৫২ কেজি ধারণক্ষমতার ট্র্যাক পাল্টে সেখানে বসানো হবে অত্যাধুনিক ৬০ কেজির ট্র্যাক। একই সঙ্গে ফিটিং, ক্রসিং, সংশ্লিষ্ট কানেক্টর এবং বৈদ্যুতিক তার বা জাম্পারের সংযোগ পুনঃস্থাপনের মতো স্পর্শকাতর কাজগুলি সম্পন্ন করা হবে। সপ্তাহের শেষে গভীর রাত ও ভোরের সময়টিকে বেছে নেওয়া হয়েছে, যাতে সাধারণ রেলযাত্রীদের ভোগান্তি যথাসম্ভব কম হয়। পরিকাঠামো সংক্রান্ত এই কাজের জেরে আগামী ৩০ আগস্ট ২০২৬ (রবিবার) শিয়ালদহ শাখায় বেশ কিছু শহরতলি ইএমইউ লোকাল ট্রেন বাতিল রাখা হয়েছেঃ শিয়ালদহ - হাবড়াঃ ৩৩৬৫১ আপ / ৩৩৬৫২ ডাউন এবং ৩৩৬৫৩ আপ/ ৩৩৬৫৪ ডাউন, শিয়ালদহ - কল্যাণী সীমান্তঃ ৩১৩১৩ আপ / ৩১৩১৬ ডাউন, শিয়ালদহ - ডানকুনিঃ ৩২২১৭ আপ / ৩২২১৮ ডাউন, শিয়ালদহ - রানাঘাটঃ ৩১৬১৫ আপ / ৩১৬২০ ডাউন। **সংক্ষিপ্ত রুটে ট্রেন চলাচলঃ** এছাড়া লালগোলা থেকে ছেড়ে আসা ৫৩১৭২ ডাউন (লালগোলা-শিয়ালদহ) প্যাসেঞ্জার ট্রেনটির যাত্রা শিয়ালদহ পর্যন্ত না নিয়ে গিয়ে ৩০ আগস্ট দমদম জংশন স্টেশনেই সংক্ষিপ্ত করা হবে। পরবর্তীতে ট্রেনটির খালি রেক প্রয়োজনীয় নিয়ম মেনে শিয়ালদহে আনা হবে। ব্লক চলাকালীন রেলের ৬ ও ১১ নম্বর লাইনের সিগন্যালিং ব্যবস্থায় সাময়িক রুট পরিবর্তন ও প্রভাব পড়বে। সমগ্র কাজটি নিরাপদে ও নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে শিয়ালদহ ডিভিশনের ইঞ্জিনিয়ারিং, সিগন্যাল ও টেলিকম এবং পরিচালন সংক্রান্ত একাধিক টিম স্টেশনে উপস্থিত থাকবে। শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিআরএম রাজীব সাকসেনা জানিয়েছেন, সাময়িক এই পরিবর্তনের কথা যাত্রীদের জানাতে স্টেশনজুড়ে অনবরত মাইকিং এবং ডিসপ্লে বোর্ডে তথ্য প্রদর্শনের বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে রেলের যাত্রী সুরক্ষা ও পরিষেবার মান বাড়াতেই এই পরিকল্পিত ট্রাফিক ব্লক। ৩০ আগস্ট ভ্রমণের পূর্বে যাত্রীদের ট্রেনের রানিং স্ট্যাটাস দেখে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে পূর্ব রেল।

পানিট্যাঙ্কি সীমান্তে চার নাবালিকা সহ ৬ মহিলা উদ্ধার, গ্রেফতার ২ মানব পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ আগস্ট ঃ ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে সশস্ত্র সীমা বলের (এসএসবি) তৎপরতায় ভেস্তে গেল এক বড়সড় মানব পাচারের ছক। নেপালে পাচারের আগেই চার নাবালিকা সহ মোট ছয় মহিলাকে উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত অভিযোগে দুই মানব পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম নির্মল দেববর্মা ও চিন্ময় বসাক। ধৃত নির্মল দেববর্মা ত্রিপুরার এবং চিন্ময় বসাক জলপাইগুড়ির বাসিন্দা বলে জানা গেছে। শুক্রবার দু'জনকেই শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। সূত্র মারফত জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে ভারত- নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কির পুরোনো মেচি সেতু দিয়ে নেপালে প্রবেশের সময় ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের এসএসবি জওয়ানরা ছয় মহিলা ও দুই যুবকের একটি দলকে সন্দেহজনক অবস্থায় দেখতে পেয়ে আটক করেন। তাঁদের নথিপত্র পরীক্ষা করতেই একাধিক অসংগতি ধরা পড়ে। পরবর্তীতে জিজ্ঞাসাবাদ চালাতেই সামনে আসে মানব পাচারের এই চাঞ্চল্যকর তথ্য। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া ছয় মহিলার বাড়িই ত্রিপুরায়, যাঁদের মধ্যে চারজন নাবালিকা। অভিযোগ, ড্যান্স বারে আকর্ষণীয় বেতনের চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে তাঁদের নেপালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পরবর্তীতে 'কোশি লোক মঞ্চ' নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও অন্যান্য এজেন্সির প্রতিনিধিরা উদ্ধার হওয়া মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধি রোশনি রায়ের মতে, চার নাবালিকার মধ্যে দুজনের পরিবারের সদস্যরা আগেই ত্রিপুরায় তাঁদের নিখোঁজ হওয়ার ডায়েরি করেছিলেন। অন্যদিকে, বাকি মহিলাদের পরিবারের কাছেও তাঁদের নেপাল যাওয়ার বিষয়ে কোনো তথ্য ছিল না। ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে এসএসবি উদ্ধার হওয়া মহিলা ও দুই অভিযুক্তকে খড়িবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ উদ্ধার হওয়া মহিলাদের সুনিশ্চিতভাবে তাঁদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। পাশাপাশি ধৃত দুজনকে হেফাজতে নিয়ে এই আন্তঃরাজ্য ও আন্তর্জাতিক মানব পাচার চক্রের শিকড় অবধি পৌঁছাতে পুলিশ তদন্ত জোরদার করেছে।

রাখিবন্ধন, সম্প্রীতির বার্তা বাবুপাড়া আত্মজ নাট্য সংস্থার

আশিস কুমার ঘোষ, গোবরডাঙা, ২৮ আগস্ট ঃ রাখিবন্ধনের পবিত্র দিনে সম্প্রীতি, সৌভ্রাতৃত্ব ও মানবিকতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে বাবুপাড়া আত্মজ নাট্য সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল রাখীবন্ধন উৎসব। ২৮ আগস্ট গোবরডাঙায়

আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সংস্থার সদস্য, শিল্পী, শুভানুধ্যায়ী এবং এলাকার বহু মানুষ উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই রাখিবন্ধনের তাৎপর্য নিয়ে বক্তব্য রাখা হয়। সংস্থার কর্ণধার তাপস দাস বলেন, রাখি শুধুমাত্র ভাই-বোনের সম্পর্কের প্রতীক নয়, এটি মানুষের সঙ্গে মানুষের ভালোবাসা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও ঐক্যের প্রতীক। বর্তমান সময়ে সমাজে সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের পরিবেশ আরও সুদৃঢ় করতে এই ধরনের উদ্যোগের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল রাখীবন্ধন পর্ব। উপস্থিত বিভিন্ন বয়সের মানুষের হাতে এবং পথচলা মানুষদের হাতে রাখি পরিয়ে দেওয়া হয়। শিশু থেকে প্রবীণ-সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। ধর্ম, বর্ণ ও সামাজিক বিভেদের ঊর্ধ্বে উঠে সকলকে এক বন্ধনে আবদ্ধ করার আহ্বান জানানো হয় অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে। বাবুপাড়া আত্মজ নাট্য সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, নাট্যচর্চার পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ ও সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে দেওয়াই তাঁদের অন্যতম লক্ষ্য। আগামী দিনেও এই ধরনের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বলে উদ্যোক্তারা জানান।

অশোকনগর! শুরু হয়ে গেল বাণিজ্যিকভাবে তেল উত্তোলন, অর্থ-কর্মসংস্থানে আশার আলো

নিজস্ব প্রতিনিধি, অশোকনগর, ২৮ আগস্ট ঃ বম্বে হাইয়ের পর দেশের নতুন আশার আলো অশোকনগর! শুরু বাণিজ্যিকভাবে তেল উত্তোলন। ২৩৯৬ মিটার গভীর থেকে উঠছে অপরিশোধিত খনিজ তেল, প্রতিদিন প্রায় ২০ হাজার লিটার উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা। দেশের জ্বালানি মানচিত্রে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিল উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর। দীর্ঘ আট বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে শুক্রবার অশোকনগরের বাইগাছি ওএনজিসি কেন্দ্র থেকে শুরু হল বাণিজ্যিকভাবে অপরিশোধিত তেল উত্তোলন। বিশেষ ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে উত্তোলিত তেল এবার পৌঁছে যাবে সংশোধনাগারে। এই ঘোষণাকে ঘিরে অশোকনগরজুড়ে তৈরি হয়েছে উচ্ছ্বাস। ওএনজিসি সূত্রে জানা গেছে, মাটির প্রায় ২৩৯৬ মিটার গভীর থেকে এই অপরিশোধিত তেল উত্তোলন করা হচ্ছে। ২০১৮ সালে যে কূপ থেকে প্রথম তেলের সন্ধান মিলেছিল, তার প্রায় ৯৫ মিটার উত্তর-পূর্ব দিকে নতুন করে খনন করে এই তেলের সন্ধান পাওয়া যায়। আগের কূপ থেকে পরবর্তীতে আর তেল না মেলায় নতুন কূপ খনন করে বাণিজ্যিক উত্তোলনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে প্রতিদিন গড়ে ১৫ থেকে ২০ কিউবিক মিটার, অর্থাৎ প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার লিটার অপরিশোধিত তেল উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। পাম্পজ্যাক ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে বিভিন্ন শিফটে চলবে তেল উত্তোলনের কাজ। পরবর্তীতে আরও কয়েকটি কূপ খননের পরিকল্পনাও রয়েছে বলে ওএনজিসি সূত্রে খবর। শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে বাণিজ্যিক তেল উত্তোলনের সূচনা করেন ওএনজিসির ডিরেক্টর (এক্সপ্লোরেশন) ও. পি. সিনহা এবং অশোকনগরের বিধায়ক সুময় হীরা। ওএনজিসির তরফে জানানো হয়েছে, অশোকনগর তৈলক্ষেত্রে মোট ছ'টি কূপ করা হয়েছে। তার মধ্যে চারটি খনিজ তেলের জন্য এবং দুটি প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য নির্ধারিত। শুধু তেল উত্তোলন নয়, এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়নেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বাইগাছি ওএনজিসি কেন্দ্রে যাওয়ার কাঁচা রাস্তা পাকা করার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। পাশাপাশি অশোকনগরের স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল- সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে ওএনজিসি। স্থানীয় যুবকদেরও বিভিন্নভাবে প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। বাইগাছির পাশাপাশি অশোকনগরের ভুরকুন্ডা, দৌলতপুর-সহ একাধিক এলাকায় ওএনজিসির অনুসন্ধান ও খননকাজ চলছে। ভবিষ্যতে ওই এলাকাগুলি থেকেও তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনের পরিকল্পনা রয়েছে। গোটা প্রকল্পে ইতিমধ্যেই প্রায় এক হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে বাইগাছি এলাকায় প্রথম বিপুল পরিমাণ খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান মেলে। ২০২০ সালে পরীক্ষামূলক উত্তোলনে ওই কূপ থেকে প্রায় ৩৭৫ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাইগাছির অপরিশোধিত তেলের API গ্র্যাভিটি প্রায় ৪০-৪১, যা গুণমানের বিচারে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেলক্ষেত্র বম্বে হাইয়ের তেলের সঙ্গে তুলনীয়। ওপি সিনহা জানান, দেশের প্রয়োজন রয়েছে বম্বে হাইয়ের মতো আরেকটি তৈলক্ষেত্র, অশোকনগর তৈল ক্ষেত্রের খনিজ তেল ও গ্যাস খোঁজার কাজ চলছে আগামিদিনে এই ক্ষেত্র কতটা দেশের আর্থিক পরিকাঠামোকে মজবুত করতে সাহায্য করে এখন সেটাই দেখার। অশোকনগরের বিধায়ক সুময় হীরা বলেন, পূর্ববর্তী সরকারের সময় যে জমি জট ছিল তা মিটে গেছে, আগামী দিনেও জমি নিয়ে নতুন সরকারের সঙ্গে কোনও সমস্যা হবে না। পাশাপাশি কেন্দ্র- রাজ্য যৌথ উদ্যোগে সবরকম ভাবে সাহায্যের কথা জানান। পাশাপাশি অশোকনগর-সহ জেলার কর্মসংস্থানেও বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলেই মনে করেন বিধায়ক। ফলে অশোকনগরের মাটির নিচে থাকা এই তেল ও গ্যাসের সম্ভাবনাকে ঘিরে নতুন করে আশাবাদী শিল্পমহল থেকে সাধারণ মানুষ। আগামী দিনে উত্তোলনের পরিমাণ বাড়লে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা ও অর্থনীতিতে অশোকনগর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

বিপদসীমা পার গঙ্গার, মালদার একাধিক ব্লকে তীব্র হচ্ছে বন্যা ও ভাঙনের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৮ আগস্ট ঃ নেপালে ভয়াবহ হড়পা বান ও প্রবল বৃষ্টির পর এবার মালদা গঙ্গার জলস্তর বৃদ্ধি ঘিরে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। জেলার নদী তীরবর্তী এলাকাগুলিতে বাড়ছে আতঙ্ক। গঙ্গার জলস্তর ইতিমধ্যেই বিপদসীমার উপরে রয়েছে। পাশাপাশি ফুলহার নদীর জলও ঊর্ধ্বমুখী। ফলে রতুয়া-১, মানিকচক ও কালিয়াচকের একাধিক এলাকায় বন্যার পাশাপাশি নতুন করে নদীভাঙনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই মালদা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা। কোথাও চাষের জমি নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে, আবার কোথাও বসতবাড়ি ভাঙনের মুখে পড়েছে। আতঙ্কে অনেক নদী তীরবর্তী বাসিন্দা বাড়িঘর সরিয়ে নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে শুরু করেছেন। জেলা সেচ ও জলপথ দফতর সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত পাওয়া বন্যা পরিস্থিতির তথ্য অনুযায়ী, মানিকচক ঘাটে গঙ্গার জলস্তর রয়েছে ২৫.১৪ মিটার। বর্তমানে জলস্তর স্থিতিশীল থাকলেও তা বিপদসীমা ২৪.৬৯ মিটারের ৪৫ সেন্টিমিটার উপরে। চরম বিপদসীমা ২৫.৩০ মিটার। অর্থাৎ গঙ্গার জলস্তর চরম বিপদসীমার মাত্র ১৬ সেন্টিমিটার নিচে রয়েছে। ইংরেজবাজার ব্লকের মিল্কি গ্রাম পঞ্চায়েতের খাসখল এলাকাতেও গঙ্গার ভাঙন অব্যাহত। নদী তীরবর্তী প্রায় ২০ মিটার এলাকা ইতিমধ্যেই ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, গত কয়েক বছরে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার এলাকা নদীগর্ভে চলে গেছে। স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'বর্ষার শুরু থেকেই গঙ্গার জল বাড়ছে। একই সঙ্গে নদীও ভাঙছে। চাষের জমি তলিয়ে গেছে। এবার বাড়িও তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই আগেভাগেই বাড়ি ভেঙে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।' অন্যদিকে, তেলজানা এলাকায় ফুলহার নদীর জলস্তর রয়েছে ২৬.৬৮ মিটার এবং তা ঊর্ধ্বমুখী। যদিও বিপদসীমা ২৭.৪৩ মিটার ও চরম বিপদসীমা ২৮.৩৫ মিটারের নিচে রয়েছে জলস্তর, তবুও পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে প্রশাসন। ইংরেজবাজারে মহানন্দা নদীর জলস্তর রয়েছে ১৮.৭৬ মিটার। বর্তমানে তা স্থিতিশীল। এই নদীর বিপদসীমা ২১.০০ মিটার এবং চরম বিপদসীমা ২১.৭৫ মিটার। সব মিলিয়ে গঙ্গার জল বিপদসীমার উপরে এবং ফুলহারের জলস্তর ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় মালদার নদী তীরবর্তী এলাকায় নতুন করে ভাঙন ও বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতির উপর নজরদারি চালাচ্ছে জেলা প্রশাসন ও সেচ দফতর।

TARAKESWAR MUNICIPALITY

e-Tender Notice

The Administrator, Tarakeswar Municipality invites of e-tender for following Repair & Maintenance work prior Durgotsav 2026 within Tarakeswar Municipality:

Sl. No.	Tender for	e-Bid submission Start Date	e-Bid submission end Date	Technical Bid Opening date
1.	2026_MAD_5020453_1	29.08.2026	07.09.2026	09.09.2026
2.	2026_MAD_5020453_2	29.08.2026	07.09.2026	09.09.2026
3.	2026_MAD_5020453_3	29.08.2026	07.09.2026	09.09.2026
4.	2026_MAD_5020453_4	29.08.2026	07.09.2026	09.09.2026
5.	2026_MAD_5020453_5	29.08.2026	07.09.2026	09.09.2026

Details information will be available from the website- http://wbetenders.gov.in

Administrator
Tarakeswar Municipality

PWD (GOVT. OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, PWD, Howrah Division invites on line Tender for the works :

1) Emergent Fencing work by corrugated G.I. Sheet walling with supporting frame structure at the peripheral area of dilapidated BUS STAND, HOWRAH during the year 2026-27. Estimated Amount Put to Tender : **Rs.4,97,616/-**.

2) Emergent Re-Construction, Renovation and Re-orientation for setting up toilet for Persons with Disabilities, Transgender & Feeding room for babies at New Court Building and Civil Court Building Compound, Howrah during the year 2025-26. Estimated Amount Put to Tender : **Rs.6,89,987/-**.

N.I.e.T. No. : **WBPWD/EE/HD/NIeT_38/2026_2027**

Tender ID : **2026_WBPWD_5020617_1/2**

Bid Submission Start Date (online) : **29.08.2026** up to **10:00 A.M**. Bid Submission End Date (online) : **05.09.2026** up to **13.30 P.M**. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from : **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, Howrah Division, PWD

PWD (GOVT. OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, PWD, Howrah Division invites online Tender for the works :

1) Emergent Rehabilitation and widening of road surface over hume pipe from 0.08 km to 0.16 km on Belur Anandanagar Road during the year 2026-27. Estimated Amount Put to Tender : **Rs.4,93,913/-**.

2) Emergent repairing and restoration damaged Belur Anandanagar Road near Buro Shibtala Junction at Ch. 0.72 km during the year 2026-27. Estimated Amount Put to Tender : **Rs.4,93,535/-**.

3) Widening of carriageway of the approach of Bally Bridge from Bally Khal Island during the year 2026-2027. Estimated Amount Put to Tender : **Rs.4,98,867/-**.

N.I.e.T. No. : **WBPWD/EE/HD/NIeT_41/2026_2027**.

Tender ID : **2026_WBPWD_5020745_1/2/3**.

Bid Submission Start Date (online) : **29.08.2026** up to **10:00 A.M**

Bid Submission End Date (online) : **05.09.2026** up to **13.30 P.M**

Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from : **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, Howrah Division, PWD

JANGIPUR MUNICIPALITY
P.O.Raghunathganj, Dist Murshidabad

e-TENDER NOTICE

NIeT No: NIeT No: MAD/ULB/JM/15th/NIeT1/26-27 (1st Call), e-Tender are invited by the Executive Officer, Jangipur Municipality, from the eligible contractors for 01 Nos Construction of Interlocking Concrete Block Pavements in front of Harisabha Durga Mandir and Sahebbazar Majar to Tonu Sekh Shop) in ward no 09 within Jangipur, **Tender ID: 2026_MAD_1039316_1**, Publish Date: **25/08/2026 at 10:00 IST**, Bid Submission Start date (Online): **25/08/2026 at at 12:00 IST** and Bid Submission Closing date (Online): **09/09/2026 at 18:00 IST**. The detail e-Tender notice may be seen **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-Chairman
Jangipur Municipality

জেয়েশ লজিস্টিক্স লিমিটেড
(পূর্বে জেয়েশ লজিস্টিক্স প্রাইভেট লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
সিআইএন: L63090WB2011PLC162464

নিবন্ধিত কার্যালয়: ১, কুরুকড লেন, ৩য় তলা, রুম নং ৩২২, কলকাতা, ৭০০০৬৯, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত | কর্পোরেট কার্যালয়: অ্যাডভেঞ্জ ইনফিনিটি @ ৫, ১৫তম তলা, অফিস নং ১৫০৫, ব্লক বিএন, প্লট নং ৫, সল্টলেক, সেক্টর ৫, কলকাতা, ৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। | টেলিফোন: +৯১-৯০৩৮৭০৯০০০, ০৩৩-৪৫৩৫৩১৬৬ | ই-মেইল: info@jayeshlogistics.com | ওয়েবসাইট: www.jayeshlogistics.com

কোম্পানির ১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ, যা ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, এবং চূড়ান্ত লভ্যাংশের জন্য রেকর্ড ডেট

প্রিয় সদস্য/সদস্যগণ,

নোটিশ এতদ্বারা প্রদান করা হচ্ছে যে, কোম্পানিজ আইন, ২০১৩ ("আইন") এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস") এবং কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক কর্তৃক জারিকৃত প্রযোজ্য সার্কুলারসমূহ ("এমসিএ সার্কুলারস")-এর প্রযোজ্য বিধানাবলী অনুসারে জেয়েশ লজিস্টিক্স লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর সদস্যদের **১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") শনিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, ভারতীয় সময় দুপুর ০১:৩০ মিনিটে,** ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওএভিএম")-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে এজিএম-এর নোটিশে বর্ণিত ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। সদস্যদের কোনো সাধারণ স্থানে শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন হবে না।

এজিএম নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রাপ্যতা: ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনসহ ১৫তম এজিএম-এর নোটিশ, শুক্রবার, ২৮ আগস্ট, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট ("ডিপি")/ডিপোজিটরি/কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড (কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, "আরটিএ")-এর কাছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত রয়েছে, তাদের সকলের কাছে কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাঠানো হবে। সদস্যরা মনে রাখবেন যে, এজিএম-এর নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.jayeshlogistics.com), কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেডের ওয়েবসাইট (https://evoting.kfintech.com) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট (www.nseindia.com)-এও পাওয়া যাবে।

ভোট প্রদানের পদ্ধতি এবং এজিএম-এ অংশগ্রহণ: সদস্যগণ শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদান ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এজিএম-এ উপস্থিত থাকার এবং রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেম এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতি সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশাবলী এজিএম-এর নোটিশে প্রদান করা হবে।

১৫তম এজিএম-এর নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রাপ্তির জন্য ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার পদ্ধতি: ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য তাদের সংশ্লিষ্ট ডিপি-র সাথে যোগাযোগ করুন। শারীরিক (ফিজিক্যাল) ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যগণ কোম্পানির আরটিএ, কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড-এর কাছে einward.ris@kfintech.com এই ই-মেইলে অনুরোধ পাঠিয়ে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করতে পারেন।

চূড়ান্ত লভ্যাংশ এবং রেকর্ড ডেট: কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ৩১ মার্চ, ২০২৬-এ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য, প্রতিটি ১০/- (দশ) টাকা অভিহিত মূল্যের ইকুইটি শেয়ারের বিপরীতে **০.৫০/- টাকা (মাত্র পাঁচ পয়সা)** হারে চূড়ান্ত লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে, যা ১৫তম এজিএম-এ সদস্যদের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রদান করা হবে। চূড়ান্ত লভ্যাংশ পাওয়ার জন্য সদস্যদের যোগ্যতা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কোম্পানি **মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬**-কে রেকর্ড ডেট হিসেবে নির্ধারণ করেছে। আসন্ন ১৫তম এজিএম-এ সদস্যদের দ্বারা অনুমোদিত হলে, লভ্যাংশ প্রদান করা হবে।

লভ্যাংশ প্রাপ্তির জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ হালনাগাদ করা: সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তারা যেন তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ হালনাগাদ করেন, যাতে লভ্যাংশ সরাসরি তাদের অ্যাকাউন্টে জমা হতে পারে।

লভ্যাংশের উপর উৎসে কর (টিডিএস): সদস্যরা মনে রাখবেন যে, আয়কর আইন অনুযায়ী লভ্যাংশ আয় সদস্যদের হাতে করযোগ্য এবং কোম্পানিকে নির্ধারিত হারে উৎসে কর কর্তন করতে হবে। সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা যেন তাদের সঠিক আবাসিক অবস্থা, প্যান এবং ক্যাটাগরি আরটিএ/ডিপি-র কাছে হালনাগাদ করেন। বিস্তারিত তথ্য cs@jayeshlogistics.com এবং einward.ris@kfintech.com-এ পাঠানো যেতে পারে।

সদস্যদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তারা যেন এজিএম-এর নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত নির্দেশাবলী, বিশেষ করে এজিএম-এ যোগদানের পদ্ধতি, রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে পড়েন।

এই বিজ্ঞাপনটি কোম্পানির সকল সদস্যদের তথ্য ও সুবিধার্থে এবং প্রযোজ্য সার্কুলারসমূহ পরিপালনের জন্য জারি করা হচ্ছে।

(পূর্বে জেয়েশ লজিস্টিক্স প্রাইভেট লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
জেয়েশ লজিস্টিক্স লিমিটেড-এর পক্ষে

তারিখ: ২৮ আগস্ট, ২০২৬
স্থান: কলকাতা

স্বাঃ- সঞ্জয় কুমার ঝুনঝুনওয়ালা
চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএন: ০৩০৭৯৬৪৫

১৪ বছর পর খুলছে কংগ্রেস অফিস, ইলেকট্রিক বিলেই মিলল বন্ধ দরজার চাবি! 'প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি ভবন'-এর নতুন পথচলা শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,২৮ আগস্ট ঃ একটি ইলেকট্রিক বিল। আর সেই বিলই ১৪ বছর ধরে বন্ধ থাকা একটি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পার্টি অফিসের দরজা ফের খুলে দেওয়ার অন্যতম প্রমাণ হয়ে উঠল। যে অফিসে একসময় বসেছেন বাংলার রাজনীতির একাধিক পরিচিত মুখ, সেই দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের ভবানীপুর জগুবাবুর বাজার সংলগ্ন কার্যালয় এবার নতুন সাজে খুলতে চলেছে। শুক্রবার বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন রূপে এই অফিসের পথচলা শুরু হওয়ার কথা। একই সঙ্গে অফিসটির নতুন নামকরণ করা হচ্ছে 'প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি ভবন'। ৭০ আশুতোষ মুখার্জি রোডের তিনতলা বাড়িটির উপরের দু'টি তলে ষাটের দশক থেকে জাতীয় কংগ্রেসের জেলা কার্যালয় চলে আসছে। নেতাজি ভবন মেট্রো স্টেশনের কাছাকাছি অবস্থিত এই অফিস একসময় দক্ষিণ কলকাতার কংগ্রেস রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। জেলা কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে এখানে বসেছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন রায়। পরবর্তী সময়ে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফুলরেণু গুহ, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়-সহ বহু বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও এই অফিসে এসে দলীয় কর্মী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা করেছেন। এই অফিসের সঙ্গে সবচেয়ে গভীরভাবে জ।য়ে রয়েছে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির স্মৃতি। ১৯৭১ সালে মাত্র ২৬ বছর বয়সে প্রখ্যাত বামপন্থী নেতা গণেশ ঘোষকে পরাজিত করে সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর এই কার্যালয়েই নিয়মিত বসতেন প্রিয়রঞ্জন। তাঁর সময়েই দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের এই পুরনো অফিসে সংস্কার ও বৈদ্যুতায়ণের কাজ হয়েছিল। পরবর্তীকালে দোতলায় মদন মিত্রকে দিয়ে রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল সোসাইটির অফিস খোলা হলেও প্রিয়রঞ্জন নিজে নিয়মিত বসতেন তিনতলায়। এরপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে একাধিক পরিবর্তন এসেছে। বিভিন্ন সময়ে যাঁরা জেলা সভাপতি হয়েছেন, তাঁরাও এই অফিস ব্যবহার করেছেন। কিন্তু অফিসের সঙ্গে প্রিয়রঞ্জনের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন থেকে গিয়েছিল। বছরের পর বছর তাঁর নামে আসতে থাকা বিদ্যুতের বিল। সেই বিলই শেষ পর্যন্ত দীর্ঘদিনের বন্ধ অফিসের অস্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ নথি হয়ে দাঁড়াল। দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেস সভাপতি প্রদীপ প্রসাদের দাবি, গত ৪ মে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর ১৪ বছর তালাবন্ধ থাকা অফিসটি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে ওই বিদ্যুৎ বিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ২০১২ সালে মালাদি রায় ও নির্বেদ রায়রা

কংগ্রেসে থাকার সময় শেষবার অফিসটি খোলা হয়েছিল। এরপর ধীরে ধীরে কার্যালয়টি বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি সেখানে থাকা তারক বসু স্মৃতি লাইব্রেরিও আর চালু ছিল না। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার সুযোগে অফিসের বহু আসবাবপত্র এবং পাখা চুরি হয়ে যায় বলে কংগ্রেসের অভিযোগ। এর মধ্যেই বাড়িটির মালিক, যিনি হুগলির বাসিন্দা, ভবনটি ভবানীপুরের এক অবাঙালি প্রোমোটারের কাছে বিক্রি করে দেন বলে দাবি দলীয় নেতৃত্বের। পালাবদলের পর গত ৬ মে আচমকাই অফিসের দরজায় বড় তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে কংগ্রেস কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে সেই তালা ভেঙে অফিসের দখল নেন। ঘটনার পর ভবানীপুর থানার পুলিশ এসে কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে অফিসটি তাঁদের দলীয় কার্যালয় হওয়ার প্রমাণ দেখতে চায়। তখনই সামনে আসে বছরের পর বছর ধরে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির নামে আসা সিইএসসির বিদ্যুৎ বিল। পাশাপাশি কলকাতা পুরসভার রেকর্ডে থাকা অফিস সংক্রান্ত তথ্যও পুলিশের কাছে জমা দেওয়া হয়। এই নথিগুলিই কংগ্রেসের তরফে কার্যালয়ের দীর্ঘদিনের অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়। এবার সেই পুরনো অফিসকেই নতুন করে সাজিয়ে তুলেছে দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেস। প্রদীপ প্রসাদ জানিয়েছেন, নির্বাচনের সময় দলের কাছ থেকে পাওয়া অর্থের একটি অংশ খরচ না হওয়ায় সেই টাকা দিয়েই অফিসটির সংস্কার করা হয়েছে। তাঁর দাবি, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির স্মৃতিবিজড়িত এই কার্যালয়ের সঙ্গে বাংলার রাজনীতির বহু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সম্পর্ক রয়েছে। প্রদীপের কথায়, প্রিয়রঞ্জন ছিলেন বাংলার অন্যতম সেরা বক্তা। তাঁর বক্তব্য শুনতে একসময় বহু রাজনৈতিক নেতা এখানে আসতেন। সেই সময়ের বহু স্মৃতি এখনও এই অফিসের দেওয়ালজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে বলেই দাবি তাঁর। এমনকি বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসে থাকা অনেক পরিচিত নেতাও প্রিয়রঞ্জনের প্রসঙ্গ উঠলে এই অফিসের স্মৃতিতে নস্টালজিক হয়ে পড়েন বলে তাঁর দাবি। রাখিবন্ধনের বিকেলে নতুন ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির ঘনিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা তারিক আনোয়ার, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার এবং এআইসিসির পর্যবেক্ষক প্রকাশ যোশীর উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। প্রিয়রঞ্জনের স্ত্রী দীপা দাশমুন্সিও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন বলে কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে। দীর্ঘ ১৪ বছর বন্ধ থাকার পর ফের খুলতে চলা এই অফিস তাই শুধু একটি দলীয় কার্যালয়ের পুনরুজ্জীবন নয়, দক্ষিণ কলকাতার কংগ্রেস রাজনীতির পুরনো স্মৃতি ও ঐতিহ্যকে নতুন করে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ হিসেবেও দেখছেন দলীয় নেতারা। আর সেই পুনরুদ্ধারের গল্পে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বছরের পর বছর জমে থাকা একটি বিদ্যু বিল-যার সূত্র ধরেই ঐতিহাসিক অফিসটির অস্তিত্বের দাবি ফের প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পেয়েছে কংগ্রেস।

৫০০-র কাছাকাছি মৃত্যু, হাজার নিখোঁজ-ভারত-চিনের উদ্ধার প্রস্তাবও ফিরিয়ে দিল নেপাল

কাঠমান্ডু, ২৮ আগস্ট ঃ হিমালয়ের কোলে ভয়াবহ হড়পা বান ও আকস্মিক বন্যায় কার্যত বিপর্যস্ত নেপাল। বুধবারের ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃতের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে প্রায় ৫০০-র কাছাকাছি পৌঁছেছে। এখনও নিখোঁজ রয়েছেন প্রায় স্পর্শকাতর। সেই ভৌগোলিক ও নিরাপত্তাগত বাস্তবতা বিবেচনা করেই হয়তো বিদেশি উদ্ধারকারী দলকে অনুমতি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে নেপালের বিদেশ মন্ত্রক স্পষ্ট করেছে, এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে চিনের কোনও চাপ সেই জল নেমে এসে ভুটেকোশি ও ত্রিশূলী নদী ব্যবস্থায় ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি করে। কয়েকটি শহর ও গ্রাম কার্যত ভেসে যায়। রাস্তা, সেতু, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সর্বশেষ সরকারি হিসাব

হাজার মানুষ। তাঁদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক বিদেশি নাগরিকও রয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে ভারত, চিন, আমেরিকা, ব্রিটেন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ-সহ একাধিক দেশ উদ্ধারকারী দল পাঠানোর প্রস্তাব দিলেও তা আপাতত গ্রহণ করেনি কাঠমান্ডু। নেপাল সরকারের বক্তব্য, দেশের নিরাপত্তা বাহিনীই বর্তমানে উদ্ধার ও তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করতে সক্ষম। তাই এই মুহূর্তে বিদেশি উদ্ধারকারী দলের প্রয়োজন নেই। নেপালের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র লোক বাহাদুর ছেত্রী জানিয়েছেন, বিপর্যয়ের পর বিদেশি সাহায্যের প্রস্তাব আসা স্বাভাবিক। তবে দেশের নিরাপত্তা সংস্থাগুলিই উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে এবং আপাতত বিদেশি সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ টিমের প্রয়োজন দেখছে না সরকার।

তবে কাঠমান্ডুর এই সিদ্ধান্ত ঘিরে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে কূটনৈতিক জল্পনা। কারণ, যে রসুয়া জেলা ভয়াবহ বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেটি চিনের তিব্বত সীমান্তবর্তী এলাকা। ফলে ওই অঞ্চলে বিদেশি উদ্ধারকারী দল প্রবেশ করলে নিরাপত্তা ও কৌশলগত সংবেদনশীলতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে বলে মনে করছেন কিছু কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞ। নেপালের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত দীনেশ ভট্টরাইয়ের মতে, রসুয়া সীমান্তবর্তী হওয়ায় এলাকাটি অত্যন্ত বা সংবেদনশীলতার সম্পর্ক নেই। সরকারের দাবি, নেপালি নিরাপত্তা বাহিনী নিজেরাই পরিস্থিতি সামলাতে সক্ষম। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, নেপাল উদ্ধারকারী দল প্রত্যাখ্যান করলেও মানবিক সাহায্য গ্রহণে আপত্তি করেনি। ভারত ইতিমধ্যেই বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী ও জরুরি সরঞ্জাম পাঠিয়েছে। নেপাল সরকার বিদেশি সহায়তা একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রহণের কথা জানিয়েছে। ভারতের পাঠানো সামগ্রীর মধ্যে ওষুধ, খাদ্য ও অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবিলার প্রয়োজনীয় উপকরণ রয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়াও মানবিক সাহায্য হিসেবে ১০ লক্ষ ডলার দেওয়ার ঘোষণা করেছে। এদিকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে নতুন বিপদের আশঙ্কায়। নেপাল-চিন সীমান্তের কাছে ভূমিধসের ফলে তৈরি হওয়া একটি জলাধার বা বাধ-হ্রদ শুক্রবার উপচে পড়তে শুরু করেছে। এর ফলে নতুন করে হ।পা বান ও বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। রসুয়া ও আশপাশের এলাকায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় উদ্ধারকাজ সাময়িকভাবে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। বুধবারের বিপর্যয়ের উস নিয়ে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, হিমালয়ের উচ্চভূমিতে বরফ ও পাথরের বিশাল ধসের পর আকস্মিক জলপ্রবাহ তৈরি হয়। অনুযায়ী, নেপালে মৃতের সংখ্যা ৪৬৯-এ পৌঁছেছে এবং ৯৭৭ জন এখনও নিখোঁজ। চিনের তিব্বতেও প্রাণহানি ও নিখোঁজের ঘটনা ঘটেছে। দুই দেশ মিলিয়ে নিখোঁজের সংখ্যা আরও বেশি। বিদেশি নাগরিকদের মধ্যেও বহু মানুষ এখনও নিখোঁজ, যার মধ্যে ভারতীয় নাগরিকের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। ফলে আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগ ক্রমেই বাড়ছে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এখন একটাই-এত বড় বিপর্যয়ের পরও কেন বিদেশি উদ্ধারকারী দলকে দূরে রাখছে নেপাল? সরকারি ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এটি মূলত নিজস্ব সক্ষমতার উপর আস্থা এবং উদ্ধারকাজে একক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার সিদ্ধান্ত। কিন্তু রসুয়া জেলার সীমান্তবর্তী অবস্থান এবং তিব্বতের কাছাকাছি হওয়ার কারণে কূটনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, এর পিছনে নিরাপত্তা ও ভূ-রাজনৈতিক হিসাবও থাকতে পারে। তবে কারণ যাই হোক, নতুন করে বন্যার আশঙ্কা এবং বিপুল সংখ্যক নিখোঁজ মানুষের কারণে সময় এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ধার অভিযানে যত দেরি হবে, জীবিতদের খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনাও তত কমতে পারে। ফলে কাঠমান্ডুর সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ-নিজস্ব বাহিনীর মাধ্যমে দ্রুত ও কার্যকর উদ্ধার অভিযান চালিয়ে বিপর্যস্ত মানুষদের নিরাপদে সরিয়ে আনা।

স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি উন্মোচনে শুভ সূচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি উন্মোচনে শুভ সূচনা, দেশপ্রেম ও মানবসেবার বার্তা দিলেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। স্বামী বিবেকানন্দে আদর্শ, দেশপ্রেম, মানবসেবা ও যুবশক্তির চেতনাকে সামনে রেখে আজ কলকাতায় এক পবিত্র ও তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুভ সূচনা হল স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠান। শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আধ্যাত্মিক আবহে আযো়জিত এই অনুষ্ঠানে স্বামীজির জীবনাদর্শ ও মানবকল্যাণের বার্তাকে স্মরণ করা হয়।স্বামী বিবেকানন্দের অমর বাণী- ওঠো, জাগো এবং লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত থেমো না-অনুষ্ঠানের মূল ভাবনাকে আরও অনুপ্রাণিত করে। তাঁর কর্ম, ত্যাগ, আত্মবিশ্বাস ও মানবসেবার আদর্শ আজও যে নতুন প্রজন্মকে পথ দেখায়, সেই বার্তাই উঠে আসে এই মহ উদ্যোগে। অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দে মূর্তি উন্মোচন করা সুপার বাগান স্পের্টিং ক্লাব ও কাঁকুড়গাছি মিলন মেলা সমিতির পরিচালনায় আয়োজিত এই মহতী উদ্যোগে উপস্থিত মানুষের মধ্যে ছিল উৎসাহ ও আবেগ। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করে সমাজ, দেশ ও মানবতার কল্যাণে এগিয়ে যাওয়ার সংকল্পই যেন প্রতিধ্বনিত হয় অনুষ্ঠানের পরতে পরতে। শ্রদ্ধা, ভক্তি, দেশপ্রেম ও মানবসেবার এই পবিত্র বার্তা আগামী দিনেও সমাজের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে পড়ুক-এই প্রার্থনাতেই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা সম্পন্ন হয় মহারাজদের হাত ধরে। ছবি সুবল সাহা।

পূর্ব রেলওয়ে ফেয়ারলি প্লেসে প্রতিরক্ষা বন্ধন উদযাপন করল

কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ উষ্ণতা, যত্ন এবং একতার সুন্দর সম্পর্ক উদযাপন করে, পূর্ব রেলওয়ে আজ ফেয়ারলি প্লেসে অবস্থিত তার সদর দফতরে আয়োজিত একটি জমকালো অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা বন্ধনের শুভ উপলক্ষ পালন করেছে, যেখানে শ্রীমতী গীতিকা পান্ডে, জেনারেল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, পূর্ব রেলওয়ে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডসের সদস্যদের পাশাপাশি উৎসবের নেতৃত্ব দেন এবং সমগ্র পূর্ব রেলওয়ে পরিবারের সাথে স্নেহের ধাগা, আনন্দময় মুহূর্ত ও আন্তরিক উৎসবের শুভেচ্ছা ভাগ করে নেন। দিনের ঘটনাগুলি উদিশা অডিটোরিয়াম হল, ফেয়ারলি প্লেসে আয়োজিত নারী ক্ষমতায়নের ওপর একটি ডেডিকেটেড ইন্টারেক্টিভ সেশনের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী উদযাপনের গণ্ডি পেরিয়ে সম্প্রসারিত হয়, যা শ্রীমতী গীতিকা পান্ডে ড. মহুয়া ভার্মা, প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার (পিসিপিও), পূর্ব রেলওয়ের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করেন। সমাবেশে তাঁর মূল বক্তব্যের সময়, জেনারেল ম্যানেজার পেশাগত বৃদ্ধি, কর্মক্ষেত্রের সুস্থতা এবং নারী কর্মীদের একটি উন্মুক্ত আলোচনায় তাঁদের অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরামর্শ ভাগ করে নিতে উৎসাহিত করার ওপর জোর দেন। মেধা সমর্থন এবং ক্রীড়া শ্রেষ্ঠত্বকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে একটি দৃঢ় অঙ্গীকার প্রদর্শন করে, শ্রীমতী গীতিকা পান্ডে ট্রিয়াশা পালকে একটি বিশেষ ট্র্যাক সাইকেল উপহার দেন, যিনি এই বছরের শেষের দিকে জাপানে অনুষ্ঠিত হতে চলা এশিয়ান গেমসে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন এমন একজন দক্ষ ট্র্যাক সাইক্লিস্ট, এবং তাঁদের অসামান্য কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ পদক বিজয়ী তীরন্দাজ সোনিয়া ঠাকুর ও লক্ষ্মী হেমব্রমের হাতে তীর তুলে দেন।

'আবর্জনা পরিষ্কার করার মতো সময় এসেছে'

১-র পাতার পর- হয়েছে। নজরুল মঞ্চের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আড়াই হাজার তরুণ-তরুণীসহ রাজ্যের বিপুল পড়ুয়াদের হাতে ৫,০০০ বিশেষ 'তিরঙ্গা রাখি' তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। পুরো রবিবার কেন্দ্রীয় ২৫ লক্ষ ৬০ হাজার ৫০০ রাখি বিলির বিশাল লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে কেবল রাখি কেনার বাবদই খরচ হচ্ছে ২ কোটি ৮৫ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা। রাখিবন্ধনের বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমাদের কর্তব্যের মধ্যে থাকা উচিত, প্রত্যেকটা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা এনসিসি করব। এনসিসি কে ফিরিয়ে আনব।'' তিনি উল্লেখ করেন, সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সফরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর কাছে সীমান্তবর্তী জেলাগুলির স্কুল-কলেজে এনসিসি থাকার আবশ্যিকতার বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন। সেই প্রসঙ্গেই তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, বাংলায় এনসিসি বন্ধ করে 'জয় হিন্দ বাহিনী' নামে একটি বিকল্প ব্যবস্থা চালু করা ঠিক হয়নি, কারণ এনসিসির কোনও বিকল্প হতে পারে না। ইতিমধ্যে এই বিষয়ে পদক্ষেপ নিয়ে গত রবিবার কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংকে চিঠি লিখেছেন বলেও জানান তিনি। রাজ্যের সব স্কুল-কলেজে দ্রুত এনসিসির সুযোগ সুনিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে তাঁর বক্তব্য, এই জাতীয় প্রশিক্ষণ শিক্ষার্থীদের মনে দেশমাতৃর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি আরও বাড়িয়ে তুলবে। এই কথা বলতে গিয়ে তিনি যে তাঁর ছাত্রজীবনে এনএসএস করতেন, সেকথাও বলেন। তিনি বলেন, ''আমি একজন প্রাক্তন এনএসএস। আমাদের কলেজে তখন ইলেভেন-টুয়েলভ ছিল। আমি ইলেভেন থেকে থার্ড ইয়ার, পাঁচ বছরই এনএসএস করতাম। এনসিসি আমি করিনি। আমার কলেজে এনসিসি ও ছিল। এনসিসি অনেকেই করতেন। আবার কিছু জন করতেন এনএসএস।'' ছেলেবেলার কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমি এনএসএস-এর হেড ছিলাম। বছরে দুর্গাপুজোয় লম্বা ছুটি থাকত। আমরা তখন পুরোপুরি ৮ দিনে গ্রাম বেছে নিতাম। একটা গ্রামে গিয়ে প্রাইমারি স্কুলে দুটো বেঞ্চ জুড়ে থাকার ব্যবস্থা করতাম, সবাই মিলে রান্না করে খেতাম-থাকতাম। ওই গ্রামের ভাঙা রাস্তা রিপায়ারিং, পুকুরের থেকে কচুরিপানা পরিষ্কার, পার্থেনিয়ামের জঙ্গল সাফ করা, ব্লিচিং ফিনাইল দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতাম। ন্যাশনাল সোশ্যাল সার্ভিস! আমি পাঁচ বছর ধরে গ্রামে গ্রামে করেছি।'' আর এরপরই এনসিসি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী। আর এখনকার দিনে তাই কেন রাজ্যের প্রত্যেকটা স্কুলে এনসিসি বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন, তারও ব্যাখ্যা দেন।

হড়পা বানে ক্ষতিগ্রস্ত ১৩ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র

১-র পাতার পর-নেপাল। কিন্তু ভরা বর্ষায় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি তছনছ হয়ে যাওয়ায় এই মরসুমে আন্তর্জাতিক বিদ্যুৎ বাণিজ্য এবং দুই দেশের শক্তি সুরক্ষায় বড় ধরনের সঙ্কট তৈরি হল। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, নেপাল বিপর্যয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৬৯ জনে এবং নিখোঁজ রয়েছেন সাড়ে সাতশোরও বেশি মানুষ। তবে বেসরকারি সূত্রে এই সংখ্যা প্রায় ১৫০০ বলে দাবি করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থার মতে, নেপাল ও তিব্বত মিলিয়ে ১,৪০০-রও বেশি মানুষের খোঁজ মেলেনি, যাঁদের মধ্যে বহু দেশি-বিদেশি পর্যটক ও তীর্থযাত্রী অন্তর্ভুক্ত। নিখোঁজ বিদেশিদের মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, প্রায় ২৯০ জন ভারতীয়ের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ স্থাপন করা যায়নি। এঁদের বহু ভারতীয় পর্যটক, কর্মী এবং কৈলাস-মানসরোবর গামী তীর্থযাত্রী আটকে রয়েছেন। নিখোঁজদের খোঁজে কাঠমান্ডুর ভারতীয় দূতাবাস নেপাল সরকার, স্থানীয় প্রশাসন ও পর্যটন সংস্থাগুলির সঙ্গে অবিরাম যোগাযোগ রেখে চলেছে। পাশাপাশি, চিনের অধীনে থাকা তিব্বতে আটকে থাকা প্রায় ২০০ জন ভারতীয় কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রীকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে চিনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও কথাবার্তা চালাচ্ছে ভারতীয় প্রশাসন।

এখন থেকে নতুন জায়গায় থিতু হতে মিলবে

১-র পাতার পর-● কর্মী পরিবারকে সঙ্গে না নিয়ে গেলেও, নিজের মালপত্র সরিয়ে নিলে অনুদান পাওয়া যাবে। ● ব্যক্তিগত মালপত্রের পরিমাণ কত, তার উপর অনুদানের পরিমাণ নির্ভর করবে না। ● পুরনো কর্মস্থল থেকে নতুন কর্মস্থলের দূরত্ব ৩০ কিলোমিটার বা তার বেশি হলে এবং বাসস্থান পরিবর্তন হলে পুরো অনুদান মিলবে। ● দূরত্ব ৩০ কিলোমিটারের কম হলে কিংবা একই কর্মস্থলের মধ্যে বদলি হলে, বাসস্থান সত্যিই পরিবর্তন করা হয়েছে-এই শর্তে নির্ধারিত অনুদানের এক-তৃতীয়াংশ দেওয়া হবে। অবসর নেওয়া সরকারি কর্মীরাও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এই সুবিধা পাবেন। শেষ কর্মস্থল থেকে অবসরের পর যে জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন, তার দূরত্ব ৩০ কিলোমিটার বা তার বেশি হলে যাতায়াতের এককালীন ভাড়ার পাশাপাশি পুরো এককালীন বদলি ও মালপত্র গোছানোর অনুদান মিলবে। শেষ কর্মস্থলেই বসবাস করলে কিংবা ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে থাকা শুরু করলে, বাসস্থান পরিবর্তন করা হয়েছে এমন শর্তে অনুদানের এক-তৃতীয়াংশ দেওয়া হবে। ২০২৬ সালের ৩১ মে বা তার পরে অবসর নেওয়া কর্মীরা এই সুবিধার আওতায় থাকবেন। ১৯৯৯ সালের ২৫ মে জারি করা অর্থ দফতরের নির্দেশিকার সংশ্লিষ্ট ধারার পরিবর্তে এই নতুন ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। তবে ওই নির্দেশিকার অন্যান্য সব নিয়ম বা নির্দেশ অপরিবর্তিত থাকবে। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গ সার্ভিস রুলসের দ্বিতীয় অংশে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে। উল্লেখ্য, রাজ্য মন্ত্রিসভা ২০২৬ সালের ১৯ আগস্টের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছে। ২০ আগস্ট তা সরকারিভাবে জানানো হয়েছে।

আরজি কর কাণ্ডে ৩ সপ্তাহে দ্বিতীয় দফার তদন্ত শেষের নির্দেশ!

১-র পাতার পর-চার সপ্তাহ সময় প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চ চার সপ্তাহের আর্জি নাকচ করে তিন সপ্তাহ সময় মঞ্জুর করেছে। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। প্রসঙ্গত, কলকাতা পুলিশের প্রাথমিক তদন্তের পর কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই চার্জশিটে সঞ্জয় রায়কে একমাত্র অভিযুক্ত হিসেবে তুলে ধরেছিল, যার ভিত্তিতে শিয়ালদহ আদালত সঞ্জয়কে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়। তবে সিবিআই ও পুলিশের এই তদন্তে অসন্তুষ্ট হয়ে নির্যাতিতার পরিবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলে, আদালত সিবিআই-কে নতুন করে 'সিট' গঠন করে তদন্ত চালানোর নির্দেশ দেয়। বিগত শুনানিতে পুরনো তদন্তের ছায়া নতুন সিট-এর ওপর পড়া নিয়ে কড়া ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল উচ্চ আদালত। বিচারপতির বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছিল, ঘটনার দিন রাতে চিকিৎসকের কর্মস্থল থেকে শ্মশানঘাট পর্যন্ত পুরো ঘটনার পর্যায়ক্রমিক বিবরণ পুনরায় খতিয়ে দেখতে হবে। আদালতের সেই নির্দেশের পরই সিবিআই-এর নতুন প্রতিনিধি দল আরজি কর হাসপাতালে গিয়ে নতুন করে সরজমিনে তদন্ত শুরু করে।

যাদবপুরে ১০ হাজার কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম'

১-র পাতার পর- করে দেওয়া হয়। শুধুমাত্র ১ নং গেট দিয়ে যাতায়াত করা যাচ্ছে। মূল অনুষ্ঠানস্থল অর্থাৎ এইটবি বাসস্ট্যান্ডের সামনের রাস্তায় বিশাল এলইডি স্ক্রিন লাগানো। তাতে লেখা, 'ভারতমাতার ঐক্য-দেশপ্রেম-গর্ব। ১০ হাজার কণ্ঠে উচ্চারিত হবে বন্দে মাতরম।' সূত্রের খবর, শুভেন্দু অধিকারী নিজে গোটা 'বন্দে মাতরম' গাইবেন। বাকিরাও যাতে তা গাইতে পারেন, তার জন্য প্রত্যেকের হাতে হিন্দি ও ইংরাজিতে 'বন্দে মাতরম' গানটির কথা লেখা কাগজ দেওয়া হয়েছে।

ক্যামাক স্ট্রিট কাণ্ডে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের

১-র পাতার পর-হলেও হাইকোর্টের একক বেঞ্চ সেই আবেদন খারিজ করে দিল। বৃহস্পতিবার হঠাৎই কেএমসি-র আধিকারিকরা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসের সামনে আসেন। অভিযোগ, কোনও নোটিশ বা বৈধ অর্ডার কপি না দেখিয়েই অফিসের বাইরে থাকা সাইনবোর্ড এবং হোর্ডিং সরাতে উদ্যত হন তাঁরা। বিষয়টি নজরে আসতেই ঘটনাস্থলে আসেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পুলিশ ও পুর আধিকারিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি স্পষ্ট জানান, কোনও বেআইনি কাজ তাঁরা বরদাস্ত করবেন না। তারপরেই রাতে ফের অফিসের উপর সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার রাতেই, সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'যে সব কেএমসি-র আধিকারিকরা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ক্যামাক স্ট্রিটে এসেছিলেন, তাদের কোনও ব্যাচ ছিল না। আইডি ছিল না। আমি মেনে নিতে পারছি না, তারা আসলেই কেএমসি-র আধিকারিক ছিলেন। আধিকারিকরা অর্ডার কপি দেখাক, তার পর সেই বিষয় নিয়ে দরকার পড়লে কোর্টে যাওয়া হবে। ব্যক্তিগত কারওর পার্টি অফিসে সাইনবোর্ড কোথায় লাগাবে, তা কি বিজেপি ঠিক করবে? আগে থেকে কেন কোনও নোটিশ দেওয়া হয়নি? ভিতরে যে ওরা কী তছনছ করেছে, আপনারা ধারণাও করতে পারবেন না। তালা ভেঙে ঢুপকে পড়েছে সবাই। এসব কিছুই বিজেপির প্ল্যান করা।'

তিন জোড়া বিশেষ ট্রেনের পরিচালনার সময়কাল বর্ধিত

গোরখপুর, ২৮ আগস্টঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত সুবিধার জন্য, রেল প্রশাসন ইতোমধ্যে চলমান তিন জোড়া বিশেষ ট্রেনের পরিচালনার সময়কাল নিম্নরূপভাবে বর্ধিত করেছে। এই বর্ধিত সময়কালে, ট্রেনগুলির চলার সময়, স্টপেজ এবং রেক গঠন অপরিবর্তিত থাকবে।এই সম্প্রসারণের ফলে-ৃ ০৯১৯৫ প্রতাপনগর-মাউ স্পেশাল ট্রেনটি ৩ অক্টোবর থেকে ২৮ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত নয়টি অতিরিক্ত ট্রিপ চালাবে।- ০৯১৯৬ মাউ-প্রতাপনগর স্পেশাল ট্রেনটি ৪ অক্টোবর থেকে ২৯ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত নয়টি অতিরিক্ত ট্রিপ চালাবে।- ০৯১১৯ প্রতাপনগর-লালকুয়াঁ স্পেশাল ট্রেনটি ৪ অক্টোবর থেকে ২৯ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত নয়টি অতিরিক্ত ট্রিপ চালাবে।- ০৯১২০ লালকুয়াঁ-প্রতাপনগর স্পেশাল ট্রেনটি ০৫ অক্টোবর থেকে ৩০ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত ০৯টি অতিরিক্ত ট্রিপ চালাবে।- ০৯৪৫১ গান্ধিধাম-ভাগলপুর স্পেশাল ট্রেনটি ০৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত ১৩টি অতিরিক্ত ট্রিপ চালাবে।- ০৯৪৫২ ভাগলপুর-গান্ধিধাম স্পেশাল ট্রেনটি ০৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৩টি অতিরিক্ত ট্রিপ চালাবে। ৩০ নভেম্বর।

NAME CHANGE

I, Rajina Bibi (Old Name) W/o- Aktar Uddin Laskar, residing at Vill- Dakshin Kashi, P.O – Khankar bazar, P.S- Magrahat, Dist- South 24 Parganas, Pin-743355, do here by declare that I have changed my name from Rajina Bibi (Old Name) to Rezina Khatun (New name) and henceforth I shall be know as Rezina Khatun (New name) in all purpose, vide affidavit no 2 sworn before the Notary Public at Diamond Harbour, south 24 parganas on 28/08/2026 Rezina Khatun (New name) and Rajina Bibi (old name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nazrul Islam Karigar, allies Md. Najrul Islam Karigar S/o Lt. Atiar Rahaman Karigar residing at Vill Kajla Purbapara, P.O. Putia, P.S. Ashoknagar, Dist. North 24 Pgs. do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as Najrul Islam Karigar as declared before the 1st class Judicial Magistrate at Barasat vide affidavit No.15628 dt. 18/7/2026. Nazrul Islam Karigar, Md. Najrul Islam Karigar & Najrul Islam Karigar both are same & one identical person.

NAME CHANGE

I, Rushia Bibi (Old Name) W/o Late Joynal Malita Residing at Vill-Maherpur, P.O.-Mediahat, P.S.-Gopalnagar, Dist.-North 24 Parganas, PIN-743262 West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Rushia Bibi (Old Name) to Rushiya Malita (New Name) and henceforth I shall be known as Rushiya Malita (New Name) in all purpose, vide affidavit No. 11955 sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas on Dated 14-08-2026. Rushia Bibi (Old Name) and Rushiya Malita (New Name) both are same and one identical person.

সুভাষ চন্দ্রের ঋণমুক্তির নজির তুলে ফের স্বস্তি চাইলেন বিজয়

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট ঃ ঋণখেলাপি মামলায় জি গ্রুপের প্রাক্তন কর্ণধার তথা প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ সুভাষ চন্দ্রের সংস্থাগুলিকে ঘিরে ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনালের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের পর নতুন করে আলোচনায় বিজয় মালিয়া। সুভাষ চন্দ্রের বিপুল ঋণ মাত্র কয়েক কোটি টাকার বিনিময়ে নিষ্পত্তির সুযোগ তৈরি হয়েছে-এই খবর সামনে আসতেই সামাজিক মাধ্যমে কটাক্ষের সুরে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন পলাতক ব্যবসায়ী মালিয়া। তাঁর প্রশ্ন, একই ধরনের ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে কেন ভিন্ন আচরণ করা হচ্ছে? এক্স হ্যান্ডলে সুভাষ চন্দ্রকে ' বলে উল্লেখ করে মালিয়া লিখেছেন, খবরটি সত্যি হলে তিনি তাঁর বন্ধুকে অভিনঃদন জানাচ্ছেন। এরপরই নিজের মামলার প্রসঙ্গ টেনে তাঁর দাবি, ব্যাঙ্ক ও সরকার ইতিমধ্যেই স্বীকার করেছে যে তাঁর ৬,২০৩ কোটি টাকার ঋণের বিপরীতে প্রায় ১৪,১০০ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। অর্থাৎ মূল ঋণের অঙ্কের দ্বিগুণেরও বেশি অর্থ ইতিমধ্যে উদ্ধার হয়েছে বলে তাঁর দাবি। মালিয়ার বক্তব্যের মূল সুর অবশ্য অভিনঃদন নয়, বরং তীব্র কটাক্ষ। তিনি ইঙ্গিত করেছেন, যদি অন্য ঋণগ্রহীতারা মোট ঋণের সামান্য অংশ দিয়ে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্পত্তির সুযোগ পান, তাহলে তাঁর ক্ষেত্রে এত বেশি অর্থ উদ্ধার হওয়ার পরও কেন একই ধরনের স্বস্তি মিলছে না? মালিয়া আরও দাবি করেছেন, আরও অনেক ঋণগ্রহীতা তাঁদের মোট ঋণের তুলনায় খুব কম অর্থ দিয়ে নিষ্পত্তির সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর প্রশ্ন, যদি এটাই দেশের ঋণ নিষ্পত্তির প্রচলিত ব্যবস্থা হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর ক্ষেত্রেই বা আলাদা নিয়ম কেন? এই বিতর্কের সূত্রপাত সুভাষ চন্দ্রের সংস্থাগুলিকে ঘিরে NCLT-এর সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত। তাঁর বিভিন্ন সংস্থার নামে মোট প্রায় ২২,০০৬ কোটি টাকার ঋণ রয়েছে বলে মামলার নথিতে উল্লেখ রয়েছে। সেই ঋণের ক্ষেত্রে সুভাষ চন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে গ্যারাঃটার ছিলেন। সংস্থাগুলি ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় গ্যারাঃটার হিসেবে তাঁর উপরও দায় বর্তায়। তবে NCLT-এর সিদ্ধান্তের ফলে ওই বিপুল ঋণের দায় থেকে মুক্তির জন্য সুভাষ চঃদ্রর সামনে তুলনামূলকভাবে কম অঙ্কের অর্থ জমা দেওয়ার পথ তৈরি হয়েছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে প্রায় সাড়ে ৬ কোটি টাকা দেওয়ার বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট দায় নিষ্পত্তির সুযোগ তৈরি হয়েছে বলেই জানা যাচ্ছে। যদিও ঋণের অঙ্ক নিয়ে সুভাষ চন্দ্রের বক্তব্য কিছুটা ভিন্ন। তাঁর দাবি, ২২ হাজার কোটি টাকা তাঁর ব্যক্তিগত ঋণের অঙ্ক নয়। তাঁর দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, বিভিন্ন সংস্থা মিলিয়ে প্রায় ৪৬ হাজার কোটি টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সংস্থা বিক্রি, সম্পদ নগদীকরণ এবং অন্যান্য উপায়ে সেই ঋণের প্রায় ৯০ শতাংশ পরিশোধ করা হয়েছে। সুভাষ চন্দ্রের বক্তব্য অনুযায়ী, বর্তমানে যে ঋণের অংশটি নিয়ে সমস্যা রয়েছে, তার পরিমাণ প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি। সেই বকেয়া ঋণ ও গ্যারান্টারের দায় সংক্রান্ত বিষয়েই NCLT-এর হস্তক্ষেপ হয়েছে।

পুলিশ নিয়োগের

১-র পাতার পর-ফলে প্রকৃত প্রাপকরা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল। আদালতে এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ জানান মামলাকারীরা। সেই মামলাতেই নিযো়গের ফলাফলে স্থগিতাদেশ দেয় হাইকোর্ট। ২০২৪ সালের ৫ মার্চ রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্য। তার পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়। এরপর পিইটি এবং পিএমটি এবং সাক্ষাকার নেওয়ার জন্য ৬০ হাজার ১৭৮ জনের তালিকা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু একের পর এক প্রার্থী তালিকা অস্বচ্ছ দাবি করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। এই কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষায় সংরক্ষণের নিয়ম না-মানা-সহ শারীরিক মাপজোকের পরীক্ষা ঠিকঠাক না-নেওয়ার অভিযোগও উঠেছে।

NAME CHANGE

I, SK RAJIMUDDIN (Old Name) S/o Sk Ashraf Ali Residing at Vill-Charkola, P.O.-Aswinkota, P.S.-Kotulpur, Dist.-Bankura, PIN-722141 West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from SK RAJIMUDDIN (Old Name) to SK AJIMUDDIN (New Name) and henceforth I shall be known as SK AJIMUDDIN (New Name) in all purpose, vide affidavit No. 1064 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata on Dated 14-08-2026. SK RAJIMUDDIN (Old Name) and SK AJIMUDDIN (New Name) both are same and one identical person.

রাখির বন্ধনে গঙ্গা-বটগাছ, শান্তিপুরে পরিবেশের বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৮ আগস্ট ঃ রাখিবন্ধনের দিনে মানুষের সঙ্গে মানুষের নয়, প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধনের বার্তা দিল শান্তিপুর। বড়বাজার গঙ্গার ঘাটে কচুরিপানা দিয়ে তৈরি রাখী ভাসানো হল গঙ্গায়। আর বটগাছে বাঁধা হল তালপাতার রাখি। নদী ও গাছ রক্ষার সচেতনতা বাড়াতেই এই অভিনব কর্মসূচি বলে জানিয়েছেন আয়োজকেরা। নদীয়ার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'নদীয়ার যুগবার্তা পরিবার'-এর উদ্যোগে রাখিবন্ধন উপলক্ষ্যে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উৎসবের সঙ্গে পরিবেশ সচেতনতার বার্তা যুক্ত করাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। গঙ্গাকে দূষণমুক্ত রাখা, বৃক্ষ সংরক্ষণ এবং প্রকৃতির প্রতি মানুষের দায়িত্বের বিষয়টি প্রতীকী এই আয়োজনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। কচুরিপানা দিয়ে তৈরি রাখী গঙ্গায় ভাসিয়ে নদীর সঙ্গে মানুষের বন্ধনের প্রতীকী বার্তা দেওয়া হয়। পাশাপাশি বটগাছে তালপাতার রাখি বেঁধে বৃক্ষকে রক্ষা করার আহ্বান জানানো হয়। সংস্থার সদস্যদের বক্তব্য, উৎসবের আনন্দের সঙ্গে পরিবেশের কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এই পদ্ধতি সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। সংস্থার সম্পাদক সঞ্জিত কাষ্ঠ জানান, তাঁদের সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। রাখিবন্ধন বা ভাইফোঁটার মতো সামাজিক অনুষ্ঠানকে কেবল আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তার সামাজিক গুরুত্বকে কাজে লাগিয়ে পরিবেশের বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান তাঁরা। সঞ্জিত কাষ্ঠ বলেন, গাছ, নদী ও পাহাড় মানুষের প্রকৃত বন্ধু। মানুষের জীবন ও ভবিষ্যতের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই প্রকৃতিকে রক্ষা করার দায়িত্বও মানুষের। উৎসবের দিনে সেই দায়িত্বের কথাই নতুন করে মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। শান্তিপুরের বড়বাজার গঙ্গার ঘাটের এই কর্মসূচিতে তাই রাখী হয়ে উঠল সচেতনতার প্রতীক। কচুরিপানার রাখী গঙ্গায় ভাসানো এবং বটগাছে তালপাতার রাখী বাঁধার মধ্য দিয়ে আয়োজকদের বার্তা-প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বন্ধন অটুট রাখতেই হবে।

নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে মেজর আপগ্রেডেশন কাজ পরিদর্শন উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেল (নির্মাণ)-এর জেনারেল ম্যানেজারের

মালিগাঁও, ২৮ আগস্ট ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ)-এর জেনারেল ম্যানেজার আশীষ বনসাল ২৭ আগস্ট ২০২৬ তারিখে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে চলমান বড় আপগ্রেডেশন ও রিডেভেলপমেন্ট কাজের বিস্তারিত পরিদর্শন করেন। তাঁর সাথে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল মুখ্য কার্যালয় (নির্মাণ)-এর বরিষ্ঠ আধিকারিক এবং সংশ্লিষ্ট ডিভিশনাল কর্তৃপক্ষ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে, আশীষ বনসাল স্টেশনটিকে একটি আধুনিক, অত্যাধুনিক ও যাত্রী-বান্ধব রেলওয়ে সুবিধা কেন্দ্রে রূপান্তরের লক্ষ্যে চলমান বিভিন্ন পরিকাঠামো ও যাত্রী-সুবিধা সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। পরিদর্শনকালে আশীষ বনসাল প্রকল্পটির গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন অংশের অগ্রগতির পর্যালোচনা করেন। এর মধ্যে আগমন টার্মিনাল ভবন, প্রস্থান টার্মিনাল, এলিভেটেড রোড, পোডিয়াম পার্কিং সুবিধা, এয়ার কনকোর্স, নতুন ফুট ওভার ব্রিজ (এফওবি), প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন কাজ, সরফেস রোড এবং যাত্রীদের জন্য অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। পুনর্বিকাশ পরিকল্পনায় উন্নত যানবাহন চলাচল ব্যবস্থা, নির্দিষ্ট পার্কিং সুবিধা, পথচারীদের জন্য ড্রপ-অফ এরিয়া এবং স্টেশনের বিভিন্ন সুবিধার মধ্যে উন্নত সংযোগ

ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আশীষ বনসাল বিভিন্ন স্থানে চলমান কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং সুরক্ষা ও গুণমানের নির্ধারিত মানদণ্ড বজায় রেখে সূক্ষ্ম তদারকি, কার্যকর সমন্বয় ও যথাসময়ে প্রকল্প সম্পন্ন করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলিকে চলমান কাজ ত্বরান্বিত করতে এবং নির্ধারিত সময়সীমা অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের ব্যাপক আধুনিকীকরণের লক্ষ্য হলো যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা, যাতায়াত-সহজতা এবং স্টেশনে সামগ্রিক অভিজ্ঞতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করা। এই প্রকল্পটি আধুনিক পরিকাঠামো ও উন্নত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবে, যার ফলে উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল প্রবেশদ্বার হিসেবে নতুন জলপাইগুড়ির ভূমিকা আরও শক্তিশালী হবে। এই প্রকল্পের মাস্টার প্লেনে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত নিউ জলপাইগুড়ি জংশন রেলওয়ে স্টেশনের ব্যাপক উন্নয়ন ও পুনর্বিকাশের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বাড়ি ভেঙে মৃত দম্পতি

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৮ আগস্ট ঃ পুরোনো দিনের একটি বাড়ির মাটির দেওয়াল ভেঙে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক প্রৌঢ় দম্পতির। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার দুপুর নাগাদ মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থানার অন্তর্গত শেখপাড়া গ্রামে। বাড়ি ভেঙে পড়ার এই ঘটনায় ওই পরিবারের তিনজন সদস্য মাটির তলে চাপা পড়ে যান। কোনওক্রমে ওই পরিবারের এক নাবালক সদস্যকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও বাড়ির দুই প্রৌঢ় সদস্য দীর্ঘক্ষণ মাটির তলায় চাপা থাকার কারণে তাঁদের মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তিদের নাম সৈয়দ মানোয়ার আলী (৬৫) এবং জাহানারা বেগম (৫৮)। ভরতপুর থানার পুলিশ ইতিমধ্যে দেহ দু'টি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কান্দি হাসপাতালে পাঠিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর ধরে সৈয়দ মানোয়ার আলী তার পরিবারকে নিয়ে ভরতপুরের শেখপাড়া গ্রামে থাকেন। কিন্তু সংসারের অভাবে তার মাটির বাড়িটি দীর্ঘদিন ধরে জীর্ণ অবস্থায় পড়েছিল। পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো না হওয়ার কারণে মানোয়ার নিজের বাড়িটি মেরামত করতে পারেনি বলে জানা গেছে। এর পাশাপাশি গত কয়েক দিনের প্রবল বর্ষণের কারণে মনোয়ারের বাড়িটি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। শুক্রবার দুপুর নাগাদ মানোয়ার নিজের ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। সেই সময় তাঁর স্ত্রী জাহানারা বেগম তাঁদের নাতি সৈয়দ ফারহান আনোয়ারের সঙ্গে বাড়িতে বসে গল্প করছিলেন। হঠাৎ করেই সেই সময়ে প্রবল শব্দ করে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বাড়িটি। বাড়ি ভেঙে পড়ার খবর পেয়ে ভরতপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় জেসিবি মেশিন নিয়ে পৌঁছে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে দমকলের আধিকারিকেরাও ওই গ্রামে পৌঁছে স্থানীয় গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে উদ্ধারকার্য শুরু করেন। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই সৈয়দ ফারহানকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। তাঁরা দীর্ঘক্ষণ ওই ভেঙে পড়া বাড়ির মাটির তলায় চাপা পড়ে থাকেন। পরে দমকল, পুলিশ এবং স্থানীয় গ্রামবাসীদের সহায়তায় অচৈতন্য অবস্থায় দু'জনকেই উদ্ধার করা সম্ভব হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে দু'জনের মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে। সৈয়দ ফারহান বলেন, আজ দুপুরে যখন আমাদের বাড়িটি ভেঙে পড়ে সেই সময় দাদু নিজের ঘরে খাটে ঘুমিয়ে ছিল। আমি এবং ঠাকুমা গল্প করছিলাম। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগে হঠাৎ করেই প্রচন্ড শব্দ করে বাড়িটি ভেঙে পড়ে। নাবালক বলে, সেই সময় কোনওক্রমে আমি মাটি সরিয়ে বেরিয়ে আসি। আমাকে গ্রামের কয়েকজন লোক এসে উদ্ধার করেন। ভরতপুর থানার এক আধিকারিক জানান, ভেঙে পড়া বাড়িটি দীর্ঘদিন ধরেই জীর্ণ অবস্থায় ছিল। বাড়িটির একটি বড় অংশ শুক্রবার ভেঙে পড়েছে। বাকি অংশ বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে। প্রশাসন সিদ্ধান্ত নেবে এরপর এই বাড়িটির কী করা হবে। কয়েকজন গ্রামবাসী জানান, মনোয়ার ছোট থেকে ওই বাড়িতে বড় হয়েছেন। বহুবার বলা হলেও নিজের ভগ্নপ্রায় পৈতৃক সম্পত্তি ছেড়ে অন্যত্র যেতে সে রাজি ছিল না।

খড়গপুর বিভাগের বিভিন্ন স্টেশনে এম-ইউটিএস সহায়ক নিয়োগ

নং সিওএম/টিজে৩০/এম-ইউটিএস সহায়ক তারিখ: ২৭.০৮.২০২৬

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর বিভাগের অধীনে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে স্টেশনে নিচে নির্ধারিত শর্তাবলীতে গ্রহণযোগ্য বোনাসে এম-ইউটিএস ডিভাইস ব্যবহার করে অসংরক্ষিত টিকিট বিতরণের জন্য এম-ইউটিএস সহায়ক, এনএসজি-১, এনএসজি-২, এনএসজি-৩ এবং এনএসজি-৪ বিভাগের নিম্নলিখিত ০৪ (চার) টি স্টেশনের বিভিন্ন স্থানে ১৪ (চৌদ্দ) জন এম-ইউটিএস-সহায়ক নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র/সমূহ আহ্বান করেছেন। **ক্রমিক নং: স্টেশনের নাম; স্টেশনের ক্যাটাগরি এবং কতজন এম-ইউটিএস সহায়ক নিয়োগ করা হবে, লোকেশন কোড যথাক্রমে : (১)** খড়গপুর (কেজিপি); এনএসজি-২; ০৩(তিন) জন (i) এম-ইউটিএস-কেজিপি-০১, (ii) এম-ইউটিএস-কেজিপি-০২, (iii) এম-ইউটিএস-কেজিপি-০৩। **(২)** হাওড়া (এইচডব্লিউএইচ); এনএসজি-১; ০৫(পাঁচ) জন (i) এম-ইউটিএস-এইচডব্লিউএইচ-০১, (ii) এম-ইউটিএস-এইচডব্লিউএইচ-০২, (iii) এম-ইউটিএস-এইচডব্লিউএইচ-০৩, (iv) এম-ইউটিএস-এইচডব্লিউএইচ-০৪, (v) এম-ইউটিএস-এইচডব্লিউএইচ-০৫। **(৩)** বালেশ্বর (বিএলএস); এনএসজি-৩; ০২(দুই) জন (i) এম-ইউটিএস-বিএলএস-০১, (ii) এম-ইউটিএস-বিএলএস-০২। **(৪)** শালিমার (এসএইচএম); এনএসজি-২; ০৪(চার) জন (i) এম-ইউটিএস-এসএইচএম-০১, (ii) এম-ইউটিএস-এসএইচএম-০২, (iii) এম-ইউটিএস-এসএইচএম-০৩, (iv) এম-ইউটিএস-এসএইচএম-০৪। আবেদনপত্র গ্রহণ/প্রাপ্তি এবং আবেদনপত্র/টেন্ডার বক্স ফেলার নিয়মাবলী সময়সূচী অনুযায়ী হবে: **ফেলার তারিখ:** ১৮.০৯.২০২৬ তারিখ ১০:০০ টা থেকে ১৫:০০ টা পর্যন্ত। **খোলার তারিখ:** ১৮.০৯.২০২৬ তারিখ ১৫:৩০ টায়। **স্থান:** সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজারের কার্যালয়/দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে-খড়গপুর, স্থান-ডিভিশনাল বিল্ডিং-খড়গপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর (পশ্চিমবঙ্গ), পিন কোড-৭২১৩০১। যোগ্যতার মানদণ্ড, স্থান, আবেদনের ফর্ম্যাট এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ser.indianrailways.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে, এই টেন্ডার সংক্রান্ত যেকোনো অনুসন্ধান আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখের পূর্বে যেকোনো সাধারণ কর্মদিবসে (সোমবার থেকে শুক্রবার) ১১:০০ টা থেকে ১৭:০০ টার মধ্যে সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজারের কার্যালয়, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে-খড়গপুর, স্থান-ডিভিশনাল বিল্ডিং-খড়গপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর (পশ্চিমবঙ্গ), পিন কোড-৭২১৩০১ থেকে পাওয়া যেতে পারে। **বিশেষ দ্রষ্টব্য:** এটি অনুগ্রহ করে মনে রাখতে হবে যে, আবেদনপত্র/টেন্ডার বক্স ফেলার তারিখ/খোলার তারিখে রাজ্য কর্তৃপক্ষের যেকোনো আদেশের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা/কার্যক্রম ব্যাহত হলে, তা স্থগিত করা হবে। সেক্ষেত্রে আবেদনপত্র/টেন্ডার বক্স ফেলার/খোলার তারিখ একই সময়ে এবং স্থানে পরবর্তী সাধারণ কর্মদিবসে পুনর্নির্ধারণ করা হবে।

(PR-681) **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/খড়গপুর**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

সবার হাতে রাখি, মন্ত্রীর বার্তায় সম্প্রীতির সুর

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৮ আগস্ট ঃ কারও হাতে কলম, কারও হাতে রিকশার হ্যান্ডেল, কেউ আবার শহরের নিরাপত্তায় ব্যস্ত। রাখি পূর্ণিমার দিনে তাদের প্রত্যেকের হাতেই উঠল রাখির সুতো। শুক্রবার বর্ধমান শহরের রাস্তায় নেমে এমনই এক মানবিক উদ্যোগে সামিল হলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়িকা তথা রাজ্যের শিল্প প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। কার্জনগেট চত্বর থেকে শুরু করে পথচলতি সাধারণ মানুষ, রিকশাচালক, দোকানদার, সাংবাদিক, সিভিক ভলান্টিয়ার থেকে শুরু করে পুলিশকর্মী ও আধিকারিক-কেউই বাদ গেলেন না। একে একে সকলের হাতে রাখি পরিয়ে দেন মন্ত্রী। সঙ্গে ছিল মিষ্টিমুখ।

শুধু রাখি পরানোই নয়, তাদের সঙ্গে কথা বলে কুশল সংবাদও নেন তিনি। কামনা করেন সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু। রাখির এই বন্ধনে এদিন যেন মিশে গেল সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। পেশা বা পরিচয়ের বিভাজন নয়, উৎসবের দিনে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বার্তাই হয়ে উঠল মুখ্য। মন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র বলেন, রাখি বন্ধন শুধু ভাই- বোনের সম্পর্কের উৎসব নয়, এটি সামাজিক ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের প্রতীক। সকলকে নিয়ে, সকলের সঙ্গে এই উৎসব পালন করাই আমাদের সংস্কৃতি। জনপ্রতিনিধির এই আন্তরিক উদ্যোগে স্বাভাবিকভাবেই খুশি সাধারণ মানুষ। কর্তব্যরত পুলিশকর্মী, সিভিক ভলান্টিয়ার এবং সাংবাদিকদের সঙ্গেও তাঁর রাখি বিনিময়ের দৃশ্য নজর কাড়ে। উৎসবের আনন্দকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার এই উদ্যোগে রাখি পূর্ণিমার দিনে বর্ধমান শহরে ফুটে উঠল সম্প্রীতির এক অন্য ছবি।

আরপিএফ আসানসোল বিভাগ সফলতাপূর্বক শ্রাবণী মেলা ২০২৬-এর নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করল

কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডের সার্বিক দিকনির্দেশনা ও নেতৃত্বে, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ), আসানসোল বিভাগ ২৯ জুলাই ২০২৬ থেকে শুরু হওয়া শ্রাবণী মেলা ২০২৬ উপলক্ষ্যে পরিচালিত প্রায় এক মাসব্যাপী নিবিড় নিরাপত্তা এবং যাত্রী সহায়তা অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১,০০,০০০ পুণ্যার্থীর আগমন বিবেচনা করে, আরপিএফ জসিডি, বৈদ্যনাথধাম, দেওঘর এবং বাসুকীনাথসহ প্রধান তীর্থক্ষেত্র কেন্দ্রিক স্টেশনগুলিতে ২৪ ঘণ্টা নিরাপত্তার বন্দোবস্ত নিশ্চিত করেছিল। পুরো মেলা চলাকালীন তীর্থযাত্রীদের নিরাপদ, মসৃণ এবং সুশৃঙ্খল যাতায়াত নিশ্চিত করতে ৩৭৮ জন আরপিএফ কর্মকর্তা ও কর্মী নিয়ে গঠিত একটি বিশেষ দল মোতায়েন করা হয়েছিল। এই মেলা চলাকালীন, আসানসোল বিভাগ একাধিক বিশেষ উদ্যোগের মাধ্যমে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। 'অপারেশন নানহে ফরিস্তে'-এর অধীনে পরিবারবিচ্ছিন্ন ৮ জন শিশুকে নিরাপদে উদ্ধার করে তাদের স্বজন অথবা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার অফিসারদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। 'অপারেশন আমানত'-এর অধীনে ৯টি ঘটনায় ফেলে যাওয়া মোট ১,২৫, ৫০০ টাকার জিনিসপত্র উদ্ধার করে সংশ্লিষ্ট যাত্রীদের কাছে নিরাপদে ফেরত দেওয়া হয়।

'অপারেশন সেবা'-র মাধ্যমে বয়স্ক এবং অসুস্থ পুণ্যার্থীদের আশঙ্কাজনক অবস্থার ২টি ঘটনায় তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদান করা হয়। যাত্রী নিরাপত্তার দিক থেকে, যাত্রী-সংক্রান্ত অপরাধের ৪ টি মামলা নথিভুক্ত করা হয় এবং ৪ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। উপরন্তু, 'অপারেশন সতর্ক'-এর অধীনে বেআইনি মদ পরিবহনের ৩টি ঘটনা ধরা পড়ে, যার ফলে ২ জন গ্রেফতার হয় এবং আনুমানিক ৬৪,৩৬০ টাকা মূল্যের ৭৩.১৭০ লিটার অবৈধ মদ উদ্ধার করা হয়। শ্রাবণী মেলা ২০২৬ উপলক্ষ্যে আরপিএফ আসানসোল বিভাগের এই প্রচেষ্টা যাত্রী নিরাপত্তা, কার্যকর ভিড় ব্যবস্থাপনা, অপরাধ প্রতিরোধ এবং পুণ্যার্থীদের দ্রুত মানবিক সহায়তা প্রদানের প্রতি বাহিনীর দৃঢ় অঙ্গীকারকে প্রমাণ করে। এই সমন্বিত এবং নিষ্ঠাপূর্ণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আরপিএফ আসানসোল বিভাগ লক্ষ লক্ষ পূণ্যার্থীকে এক নিরাপদ, স্বাচ্ছন্দ্যময় ও ঝামেলাহীন তীর্থযাত্রার অভিজ্ঞতা দিতে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছে। এইপ্রসঙ্গে পূর্ব রেলের প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা শিবরাম মাঝি জানান, আমাদের আরপিএফ কর্মীদের এই ব্যতিক্রমী নিষ্ঠা পুরো শ্রাবণী মেলা ২০২৬ জুড়েই লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর জন্য একটি মসৃণ, নিরাপদ এবং আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করেছে, যা যাত্রী কল্যাণ ও ভিড় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল।

মস্ত বানারসি পান কলকাতায় খুলল প্রথম আউটলেট

কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ ভারতের অন্যতম বড় সংগঠিত তামাকমুক্ত পান ক্যাফে চেন মস্ত বানারসি পান কলকাতায় তাদের প্রথম আউটলেট খুলল। ২০বি, লেক প্লেস রোড, লেক মার্কেট, কালীঘাটে অবস্থিত এই নতুন আউটলেটটি একটি আধুনিক ও পরিবার-বান্ধব পান ক্যাফে হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। এখানে কলকাতার মানুষ পাবেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সংগঠিত এবং ১০০ তামাকমুক্ত পান খাওয়ার অভিজ্ঞতা। ঐতিহ্যবাহী বানারসি স্বাদের সঙ্গে থাকছে বেশ কিছু আধুনিক পানও। আউটলেটটির উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন মস্ত বানারসি পানের প্রতিষ্ঠাতা ও CEO পি. এন. ঠাকুর, সঙ্গে ছিলেন ফ্র্যাঞ্চাইজি পার্টনার বিনোদ কুমার লাখমানি এবং মানভি লাখমানি। কলকাতায় এই নতুন আউটলেটের মাধ্যমে ব্র্যান্ডটি দেশের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মেট্রো শহরে প্রবেশ করল। পাশাপাশি, কলকাতায় ভবিষ্যতে আরও ফ্র্যাঞ্চাইজি আউটলেট খোলার পথও তৈরি হল। সংগঠিত এবং তামাকমুক্ত ফ্যামিলি ক্যাফে হিসেবে তৈরি এই আউটলেটে গুণমান, পরিচ্ছন্নতা এবং একই রকম স্বাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে থাকছে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক পান। দুপুরের খাবার বা রাতের ডিনারের পর পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে সময়

কাটানোর জন্যও ক্যাফেটিকে একটি আরামদায়ক জায়গা হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। লঞ্চ প্রসঙ্গে মস্ত বানারসি পানের প্রতিষ্ঠাতা ও CEO পি. এন. ঠাকুর বলেন, ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে আমাদের উপস্থিতি বাড়ানোর ক্ষেত্রে কলকাতা আমাদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাজার। এই আউটলেটের মাধ্যমে আমরা বানারসি পানের ঐতিহ্যবাহী স্বাদের সঙ্গে একটি আধুনিক, সংগঠিত এবং পরিবার-বান্ধব ক্যাফে অভিজ্ঞতাকে একসঙ্গে নিয়ে আসতে চাই। সঠিক ফ্র্যাঞ্চাইজি পার্টনারদের সঙ্গে কলকাতায় আরও বাড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে বলে আমরা মনে করি। গুণমান, পরিচ্ছন্নতা এবং প্রতিটি আউটলেটে একইরকম অভিজ্ঞতা বজায় রাখাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

নগরোন্নয়ন নিয়ে সমস্যায় কলকাতা পুরসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ আগস্ট ঃ পুজোর আগে রাস্তা মেরামতের পাশাপাশি কলকাতার পিচ রাস্তার দু-পাশে এবং মাঝের ডিভাইডার রং করার বিষয় নিয়ে প্রবল সমস্যায় পড়েছেন কলকাতা পুরসভার সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা। কলকাতার প্রধান রাস্তাগুলি দ্রুত সংস্কারের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ইতিমধ্যে কাজ শুরুও হয়ে গেছে। তবে পুর-ঠিকাদারদের একটা বড় অংশ কার্যত ধর্মঘট করে থাকায় শহরের সমস্ত ওয়ার্ডের ভিতরের রাস্তাগুলি মেরামত ও পিচ করার কাজ শুরু করতে পারছেন না বরোগুলি। কারণ, গত ১৫ বছর ধরে রাস্তার দু-পাশে এবং ডিভাইডারে স্রেফ নীল-সাদা রং করে দেওয়া হত। পুজোর অন্তত দু-মাস আগে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হত।

পেট্রো কার্বন অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড

ATHA GROUP

CIN: L24110WB2007PLC120212
ঠিকানাঃ অবনী সিগনেচার, ষষ্ঠ তল, ৯১এ /১, পার্ক স্ট্রিট,
কলকাতা- ৭০০ ০১৬ ফোনঃ ৯১ ৩৩ ৪০১১ ৮৪০০
ইমেলঃpccl@athagroup.in ওয়েবসাইটঃ www.pccl.in

১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

সদস্যদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, 'পেট্রো কার্বন অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড'-এর ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)-যা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সশরীরে উপস্থিত না হয়ে ভিডিও কনফারেন্সিং বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের সাহায্যে **২০২৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, বিকেল ৩টায় অনুষ্ঠিত** হবে-তার বিজ্ঞপ্তি এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') ও এর অধীনস্থ বিধিমালা, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর বিধানাবলী এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ('এমসিএ')-এর ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ০৩ / ২০২৫ ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি')-এর ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/ P/ CIR/ 2024/133 (তৎসহ সময়ে সময়ে জারি করা অন্যান্য বিজ্ঞপ্তি)-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রস্তুতকৃত ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ('বার্ষিক প্রতিবেদন'), সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের ('ডিপি') কাছে ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত থাকা সদস্যদের ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানোর প্রক্রিয়াটি **২০২৬ সালের ২৮ আগস্ট, শুক্রবার** সম্পন্ন হয়েছে। ১৯তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনটি কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.pccl.in), স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড -এর ওয়েবসাইট (www.evoting.nsdl.com)-এও পাওয়া যাচ্ছে।

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ১০৮ নম্বর ধারা ও অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান (সংশোধিত 'কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪'-এর সাথে পঠিত), সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ('সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস')-এর ৪৪ নম্বর প্রবিধান এবং ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা 'সিক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড-২'-এর শর্তাবলী মেনে কোম্পানি তার সদস্যদের জন্য একটি বিশেষ সুবিধা প্রদান করছে। এর মাধ্যমে সদস্যরা ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলোর ওপর 'রিমোট ই-ভোটিং' (সভার আগে) এবং 'ই-ভোটিং' (সভার চলাকালীন)-এর মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। কোম্পানি 'ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড' (NSDL)-কে নিযুক্ত করেছে যাতে তারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করতে পারে এবং পাশাপাশি ভিসি / ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ ও সভা চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের ব্যবস্থা করতে পারে।

শুধুমাত্র সেইসব সদস্য-যাদের নাম 'কাট-অফ তারিখ' অর্থাৎ ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (শুক্রবার)-এ কোম্পানির সদস্য বা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ থাকবে-তাঁরাই বার্ষিক সাধারণ সভার সময় এবং তার আগে 'রিমোট ই-ভোটিং' -এর সুবিধা গ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। 'কাট-অফ তারিখ'-এ কোম্পানির পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধনের মধ্যে সদস্যদের ধারণ করা ইকুইটি শেয়ারের অনুপাতে তাঁদের ভোটাধিকার নির্ধারিত হবে। কোনো ব্যক্তি যদি 'কাট-অফ তারিখ'-এর মধ্যে সদস্যপদ হারিয়ে থাকেন, তবে তাঁর জন্য এই বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে গণ্য হবে।

রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি **২০২৬ সালের ২২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার (সকাল ৯.০০টায়) শুরু হবে** এবং **২৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার (বিকাল ৫.০০টায়) শেষ হবে**। এই সময়সীমার মধ্যে সদস্যরা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তাদের ভোট প্রদান করতে পারবেন। এরপর, এনএসডিএল কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। বার্ষিক সাধারণ সভার চলাকালীন সময়েও ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধা উপলব্ধ থাকবে। যে সকল সদস্য ভিসি / ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণ করবেন এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেননি, তাঁরা সভার চলাকালীন সময়ে ভোট দিতে পারবেন। সভার পূর্বে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানকারী সদস্যরাও ভিসি /ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে সভায় অংশ নিতে পারবেন, তবে সভার সময় উপলব্ধ ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে তাঁরা পুনরায় ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন না। কোনো প্রস্তাবের বিষয়ে ভোট প্রদানের পর সদস্যগণ পরবর্তীতে তা আর পরিবর্তন করতে পারবেন না। রিমোট ই-ভোটিং, সভায় যোগদান, সভার সময় ই-ভোটিং, ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন এবং লগ-ইন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের বিস্তারিত নির্দেশাবলী ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে। যেসব ব্যক্তি ১৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠানোর তারিখের পরে শেয়ার অর্জন করে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং 'কাট-অফ' তারিখে শেয়ার ধারণ করছেন, তাঁরা ১৯তম এজিএম -এর নোটিশে উল্লিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে অথবা evoting@nsdl.com-এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। তবে, কোনো ব্যক্তি যদি রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য ইতিমধ্যেই NSDL বা সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর কাছে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন, তবে ১৯তম এজিএম-এর নোটিশে প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুযায়ী ভোট প্রদানের জন্য তাঁরা তাঁদের বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে, সদস্যরা www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড সেকশনে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' এবং 'ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল' দেখতে পারেন অথবা ০২২৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন কিংবা evoting@nsdl.com-এ ডিভিপি মিসেস পল্লবী মহাত্রে-র কাছে অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত বইসমূহ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (শনিবার) থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (শুক্রবার) পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।

চেয়ারম্যান বা অন্য কোনো অনুমোদিত ব্যক্তি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ফলাফল ঘোষণা করার পরপরই, ফলাফল এবং স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.pccl.in) ও এনএসডিএল -এর ওয়েবসাইটে (www.evoting.nsdl.com) প্রকাশ করা হবে পাশাপাশি, যে স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির শেয়ার কেনাবেচা হয়-অর্থাৎ 'ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড'-কে-এই ফলাফল ও প্রতিবেদন সম্পর্কে অবহিত করা হবে।

তারিখঃ ২৯.০৮.২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

পেট্রো কার্বন অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড-এর পক্ষে মনীষা সোমানি
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ ২০৮_২০২৬-২৭, ২০৯_২০২৬-২৭ ও ২১০_২০২৬-২৭, তাং. ২৭.০৮.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/২, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/ সিপিডব্লুডি/এসইবি/ এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে **সিনি. ডিইএন/২/হাওড়া**-র অধীনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ঃ ১। ই-টেন্ডার নং ঃ ২০৮_২০২৬-২৭। কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/২/হাওড়া-র অধীনে এইএন/ডানকুনির অধিক্ষেত্রে ভট্টনগর, জনাই রোড এবং ডানকুনি (প্যাসেঞ্জার লাইনে) ফাউলিং মার্ক, কাদা অপসারণ, পাথওয়ে এবং পয়ঃপ্রণালীর উন্নয়নের ব্যবস্থা। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৩,৬৪,৯৭,৬৫৬.২৯ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৭,৩০,০০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **ক্র. নং. ঃ ২। ই-টেন্ডার নং ঃ ২০৯_২০২৬-২৭। কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/২/হাওড়া-র অধীনে এইএন/ডানকুনির অধিক্ষেত্রে ডানকুনিতে (নন-প্যাসেঞ্জার লাইনে) ফাউলিং মার্ক, কাদা অপসারণ, পাথওয়ে এবং পয়ঃপ্রণালীর উন্নয়নের ব্যবস্থা। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৯,৯৪,৭৭,৭৬৫.৪৩ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১৯,৮৯,৬০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **ক্র. নং. ঃ ৩। ই-টেন্ডার নং ঃ ২১০_২০২৬-২৭। কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/২/হাওড়া-র অধিক্ষেত্রের অধীনে এইএন/ডানকুনির অধীনে যোগ্যতা এবং নির্ধারিত ব্যবহার যোগ্যতার শর্তানুসারে ২০টি স্টেশনে দিব্যাঙ্গজনদের সুবিধার ব্যবস্থা। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,৯১,৩৪,০২৩.০৫ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৩,৮২,৭০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২ টো। **www. ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। HWH-310/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways. gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ভুল সংশোধন

গত ২৮.০৮.২০২৬ তারিখে দুরন্ত বার্তা পত্রিকায় **বীর কুঁওয়ার সিং স্টিল প্রাইভেট লিমিটেড**-এর গণবিজ্ঞপ্তি শীর্ষক বিজ্ঞাপনের প্রাসঙ্গিক বিবরণীতে ক্রমিক নং. ২-এ কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের তারিখ **০৬.০৪.২০০৫**-এর পরিবর্তে **০৬.০৪.২০২৬** ছাপা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য দুঃখিত।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বীরভূম জেলার অন্তর্গত বোলপুর থানার অধীন বোলপুর জামবুনি (দুর্গাতলা) এলাকার অধিবাসিনী সুলেখা রুদ্র, নয়না রাজ এবং মল্লিকা পাল মহাশয়াগণকে এই প্রকার নোটিশ দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, বোলপুর সিভিল জজ (জুনিয়ার বিভাগ) দ্বিতীয় আদালতে ডিক্রীদার স্বর্গীয় অচ্যুতানন্দ মন্ডল-এর ওয়ারিশ শ্রীমতী জ্যোৎস্নারানী মন্ডল দিগর দ্বারা আনিত ০৬ নম্বর দেওয়ানী জারী ২০২৪ সংক্রান্ত ২২ নম্বর মিস্ কেস ২০২৫ মোকদ্দমায় আপনারা দেনাদার হইতেছেন। আপনাদিগকে উক্ত মোকদ্দমায় আদালত হইতে উপযুক্ত আকারে নোটিশ প্রেরন করা হইলেও আপনারা তাহা গ্রাহ্য না করায় আদালতের আদেশে আপনাদের বিরুদ্ধে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে আপনাদেরকে এই প্রকার জানানো যাইতেছে যে, আপনারা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ৩০ (ত্রিশ) দিন মধ্যে আদালতে আসিয়া উক্ত মোকদ্দমায় হাজির হইবেন অন্যথায় মোকদ্দমায় আপনাদের বিরুদ্ধে এক তরফা ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

তারিখ- ২১।০৮।২০২৬

স্বা /-
শুভময় দে
অনুমত্যানুসারে
সেরেস্তাদার
দেওয়ানী জজ জুনিয়ার বিভাগ
দ্বিতীয় আদালত, বোলপুর বীরভূম

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ ১৮৫_২০২৬-২৭, ১৮৬_২০২৬-২৭, ১৮৭_২০২৬-২৭ ও ২০৪_২০২৬-২৭, তারিখ ২৭.০৮.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে **সিনি. ডিইএন/৩/হাওড়া**-র অধীনে। **ক্র. নং. ঃ ১। ই-টেন্ডার নং ঃ ১৮৫_২০২৬-২৭। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/আজিমগঞ্জের অধিক্ষেত্রের অধীনে মিঞাগ্রাম, বাজারসৌ, কাজীপাড়া, চৌরীগাছা, কাঁঠালিয়া রোড, কর্ণসুবর্ণ, জীবন্তী, খাগড়াঘাট রোড, নিয়ালিশপাড়া, লালবাগ কোর্ট রোড, ডাহাপাড়া ধাম, আজিমগঞ্জ জংশন, আজিমগঞ্জ সিটি, গোঁসাইগ্রাম, বারালা, সাগরদিঘি, মোরগ্রাম, লোহাপুর এবং তকিপুর স্টেশনে দিব্যাঙ্গজনদের সুবিধার ব্যবস্থা। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১৫,২৯,৬০,৫৪৮.৯৫ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৩০,৫৯,২০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ঃ ২। ই-টেন্ডার নং ঃ ১৮৬_২০২৬-২৭। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/কাটোয়ার অধিক্ষেত্রের অধীনে অগ্রদ্বীপ, সাহেবতলা হল্ট, দাঁইহাট, কাটোয়া, নবগ্রাম কাঁকুড়হাটি, শিবলান, গঙ্গাটিকুরি, ঝামটপুর বাহারান, সালার, মালিহাটী তালিবপুর রোড, টেঁয়া, শ্রীপাট শ্রীখণ্ড, শ্রীখণ্ড, বনকাপাসি, কৈচর, নিগন এবং সাওতা স্টেশনে দিব্যাঙ্গজনদের সুবিধার ব্যবস্থা। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১৪,৩৭,১২,৮০০.০১ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২৮,৭৪,৩০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ঃ ৩। ই-টেন্ডার নং ঃ ১৮৭_২০২৬-২৭। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/কাটোয়ার অধিক্ষেত্রের অধীনে আহমদপুর - কাটোয়া শাখায় চৌহাট্টা, গোপালপুরগ্রাম, লাভপুর, কীর্ণাহার, দাসকলগ্রাম, কুরমোডাঙ্গা, জ্ঞানদাস কাঁদরা, কোমরপুর, নিরোল, পাঁচন্দী এবং অম্বলগ্রাম স্টেশনে দিব্যাঙ্গজনদের সুবিধার ব্যবস্থা। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৯,৬৭,৩৩,৫৯৬.৩৫ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১৯,৩৪,৭০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ঃ ৪। ই-টেন্ডার নং ঃ ২০৪_২০২৬-২৭। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/নবদ্বীপ ধামের অধিক্ষেত্রের অধীনে বাঁশবেড়িয়া, ইসলামপাড়া, ত্রিবেণী, কুন্তীঘাট, ডুমুরদহ, খামারগাছি, জীরাট, বলাগড়, সোমরাবাজার, বেহুলা, গুপ্তিপাড়া, অম্বিকা কালনা, বাঘনাপাড়া, ধাত্রীগ্রাম, নন্দাইগ্রাম, সমুদ্রগড়, কালীনগর, নবদ্বীপধাম, বিষ্ণুপ্রিয়া, ভাণ্ডারটিকুরি, পূর্বস্থলী, মেড়তলা ফলেয়া, লক্ষ্মীপুর, বেলেরহাট এবং পাটুলী স্টেশনে দিব্যাঙ্গজনদের সুবিধার ব্যবস্থা। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১৫,৫৪,২১,৩২৩.৪২ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৩১,০৮,৪০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৪-এর জন্য স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১০ (দশ) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৭.০৯.২০২৬ দুপুর ২ টো। www.ireps. gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ প্রদান**-ই- টেন্ডারিং -এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড্ ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গ্রাহ্য হবে না। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না। HWH-309/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Sherpur Gram Panchayat

Under Magrahat-I Development Block
Vill+P.O- Sherpur, P.S- Usthi Dist.: South 24 Parganas,Pin-743513

NOTICE INVITING e-TENDER

NIeT NO.- WBS24PGS/MAG-I/SGP/374/NIT-01/2026-27 Sl. No. 01 to 06
NIeT NO.- WBS24PGS/MAG-I/SGP/375/NIT-02/2026-27 Sl. No. 01 to 06
E-Tender are here by invited from the experienced and resourceful bidders for the execution of the above mentioned works. Bid Submission closing (On line) 08/09/2026 at 11.00 A.M. Bid opening date for Technical Proposals (Online) 10/09/2026 at 11.00 A.M. For further details website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Sherpur Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নং. ঃ সিওএম-পিইউবি-ই-অকশন-এসডিএএইচ **তারিখ ঃ ২৭.০৮.২০২৬**

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক শিয়ালদহ ডিভিসনে বিভিন্ন সম্পদের বিজ্ঞাপনী প্রচারস্বত্ব বণ্টনের উদ্দেশ্যে **www.ireps.gov.in** -এ ই-অকশন ক্যাটালগ নং. **(ক) এডিভিটি-এসডিএএইচ-০৯-০১ এবং (খ) এডিভিটি-এসডিএএইচ-০৯-০২** প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। অকশন ক্যাটালগ-এর বিশদ নিম্নরূপঃ

● **(ক) ই-অকশন ক্যাটালগ নং. এডিভিটি -এসডিএএইচ- ০৯-০১, নিলাম শুরু ঃ ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা। ক্র. নং.; এসইকিউ নং.; লট নং/বিভাগ; বিবরণ** এবং **চুক্তির মেয়াদ** নিম্নরূপ ঃ (১) **এএ/১; এডিভিটি-এসডিএএইচ- এসডিএএইচ-ওএসডি -৮৭-২৬-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল));** ৫০ঃ৫০ সময় ভাগাভাগির ভিত্তিতে রেলওয়ে বার্তা সহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের প্রদর্শনের জন্য শিয়ালদহ-তে উত্তর দিকের প্রবেশ দরজার নিকটে ০১টি ভিডিও ওয়ালের সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ এবং ০৫ বছর। (২) **এবি/১; এডিভিটি-এসডিএএইচ- এসডিএএইচ -ওএসএন -৭৮-২৬-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে (নন ডিজিটাল));** প্রফুল্ল দ্বার, শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনে নির্দিষ্ট স্থানে থাম ও ক্যান্টিলিভার বিম-এ স্থায়ী ব্যাকলিট বিজ্ঞাপনী বোর্ড-এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের প্রদর্শন এবং ০৩ বছর। **(৩) এসি/১; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-১৩১১৪৪-৪-২৬-২ (বিজ্ঞাপন - ট্রেনের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে);** ১৩১১৭/১৮ (কলকাতা-লালগোলা ধনধান্য এক্সপ্রেস) ট্রেনের ০১টি রেক কোচের বাইরে (সমগ্র গাত্রে) ভিনাইল র‍্যাপিং-এর মাধ্যমে (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুসারে গ্রাফিক ফিল্ম) এবং কোচের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট স্থানে বিজ্ঞাপনী প্রচার এবং ০৩ বছর।**(৪) এসি/২; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-১২সি০৭২২০৪-২৬-১ (বিজ্ঞাপন - ট্রেনের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে);** ভিনাইল স্টিকার (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুসারে গ্রাফিক ফিল্ম) ব্যবহার করে শিয়ালদহব ডিভিসনে চলাচলকারী ০৫টি থ্রি ফেজ ইএমইউ রেকের ১২টি কোচের বহির্গাত্রে সমগ্রতলে এবং কোচ অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট স্থানে বিজ্ঞাপনী প্রচার এবং ০৩ বছর।

● **(খ) ই-অকশন ক্যাটালগ নং. এডিভিটি -এসডিএএইচ- ০৯-০২, নিলাম শুরু ঃ ০৮.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা। ক্র. নং.; এসইকিউ নং.; লট নং/বিভাগ; বিবরণ** এবং **চুক্তির মেয়াদ** নিম্নরূপ ঃ (১) **এএ/১; এডিভিটি-এসডিএএইচ- আরএইচএ -ওএসএন-৩৯-২৬-২ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল));** শিয়ালদহ ডিভিসনে ক্লাস্টার - VII (অধিক্ষেত্র ঃ হালিসহর থেকে রানাঘাট, রানাঘাট থেকে শান্তিপুর, রানাঘাট থেকে গেদে, কল্যাণী শিল্পাঞ্চল থেকে কল্যাণী সীমান্ত পর্যন্ত) স্টেশনগুলির স্টেশন এলাকার অভ্যন্তরে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের প্রদর্শন এবং ০৩ বছর। **(২) এএ/২; এডিভিটি-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-ওএসএন- ৭১-২৬-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল));** শিয়ালদহ স্টেশন জোন-এ (নর্থ এবং মেন কনকোর্স)-তে স্টেশন চত্বরের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট স্থানগুলিতে বাণিজ্যিক স্থায়ী বিজ্ঞাপনের প্রদর্শন এবং ০৩ বছর।

সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলি জানতে ই-অকশন মডিউল **www.ireps.gov.in** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। SDAH-203/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

UNITY Small Finance Bank

৫ম তল, টাওয়ার ১, সিউডস্ গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, সেক্টর-৪০, সিউডস, সিউডস্ দারাভে রেলওয়ে স্টেশনের উপরে, নভি মুম্বই-৪০০ ৭০৬

দখল বিজ্ঞপ্তি

(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৮(১) বিধির অধীনে)

আমি, ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড (অতঃপর **'ইউএসএফবিএল'** হিসেবে অভিহিত)-এর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-যার নিবন্ধিত কার্যালয় ৫ম তলা, টাওয়ার ১, সিউডস গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, সেক্টর-৪০, সিউডস (সিউডস-দারাভে রেলওয়ে স্টেশনের উপরে), নভি মুম্বই-৪০০৭০৬-এ অবস্থিত-সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪ নং আইন)-এর ধারা ১৩(১২) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে, উক্ত আইনের ধারা ১৩(২)-এর আওতায় একটি দাবি-নোটিশ জারি করেছিলাম। উক্ত নোটিশে আপনাদের (ঋণগ্রহীতা, যাদের নাম ও ঠিকানা নিচে উল্লেখ করা হয়েছে) নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ এবং তার ওপর প্রযোজ্য সুদ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। যেহেতু নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, আমি উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছি। বিশেষ করে উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন করা থেকে বিরত থাকতে হবে অন্যথায়, এই সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের দাবির (চার্জ) সাপেক্ষে গণ্য হবে (যার পরিমাণ ও সুদ নিচে উল্লেখ করা হয়েছে)। বন্ধকী সম্পত্তি বা জামানতকৃত সম্পদ খালাস বা উদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়সীমা সংক্রান্ত বিষয়ে ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম. নং.	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার নাম	স্থাবর সম্পত্তিসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ	দাবি-সংক্রান্ত নোটিশ তারিখ ও অর্থ	দখলের তারিখ
১.	লোন অ্যাকাউন্ট নং. USFBKOLLOAN000005011805 **১. মেসার্স ইউনিক সার্ভিস সেন্টার (ঋণগ্রহীতা) মহঃ রুহাল আমিন কর্তৃক প্রতিনিধিত্বিকৃত** **২. মহঃ রুহাল আমি (সহ-ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা** **৩. মেহেরুন্নেচা বিবি (সহ-ঋণগ্রহীতা)** **৪. মহঃ নাজমুল হোসেন (সহ-ঋণগ্রহীতা)** **৫. মেসার্স ইউনিক মেডিকেয়ার (সহ-ঋণগ্রহীতা)** **ক্রমিক নং ১-এর ঠিকানাঃ** গ্রাম- কেন্দুয়া, পাড়া- উত্তরপাড়া, থানা- মতিয়া, পোস্ট- চৈতা, উত্তর ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৪৪৫. এছাড়াও দাগ নং- ২৯০, ২৯১, ২৯২ ও ২৯৩, মৌজা- কেন্দুয়া, জে এল নং- ৬৫, খতিয়ান নং, প- ৮৫, চাহাট, পশ্চিমবঙ্গ। জেলা- ২৪ পরগনা (উঃ), - ৭৪৩ ৪৪৫ চৈতা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে উত্তর ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৪৪। **ক্রমিক নং ২-এর ঠিকানাঃ** খামার আটি, গৌরীভোজ নোনাঘোনা, ঘোনা, উত্তর ২৪ পরগণা, জাকারিয়া মাদ্রাসা উত্তর ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৪৪৫। **ক্রমিক নং ৩-এর ঠিকানাঃ** কোমাবাদ গৌনভোজ বসিরহাট-২, উত্তর ২৪ পরগণা, জাকারিয়া মাদ্রাসা উত্তর ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৪৪৫। **ক্রমিক নং ৪-এর ঠিকানাঃ** কোমাবাদ গৌরীভোজ উত্তর ২৪ পরগণা, জাকারিয়া মাদ্রাসা উত্তর ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৪৪৫। **ক্রমিক নং ৫ এর ঠিকানাঃ** অফিস ব্যবসার ঠিকানা গ্রাম- কেদুয়া, পাড়া- কেন্দুয়া, থানা- মতিয়া, পোস্ট- চৈতা, মৌজা- ৬৬, দাগ- ০৪, কেন্দুয়া পেট্রোল পাম্প উত্তর ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৪৪৫।	উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট থানার অন্তর্গত (চাইতা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে) মৌজা-কেন্দুয়া (জে.এল. নং-৬৫, তৌজি নং-২০)-তে অবস্থিত প্রায় ৩৪.৭৫ শতাংশ জমি এবং তার ওপর নির্মিত কাঠামোসমূহ-যা আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২ ও ২৯৩-এর অন্তর্ভুক্ত এবং আর.এস. খতিয়ান নং ১৮, ২২১, ১৩৮ ও ১৫৫ (তদনুযায়ী এল.আর. খতিয়ান নং ২৯২, বর্তমানে ৮৫০)-এর আওতাভুক্ত। সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপঃ **উত্তরে**-ক্রেতার নিজস্ব জমি **দক্ষিণে**-সারিক চন্দ্র সরকারের জমি **পূর্বে**-রাস্তা **পশ্চিমে**-কবরস্থান।	১৩.০৪.২০২৬ ০৭.০৪.২০২৬ **তারিখ অনুযায়ী ৪৮,২৯,১৭২.৮০ টাকা (আটচল্লিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার একশ বাহাত্তর টাকা আশি পয়সা মাত্র)**	২৭-০৮-২০২৬

স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ
তারিখঃ ২৯.০৮.২০২৬

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

দিনুশাকে রুখতে ব্যর্থ ভারতের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে প্রশ্ন কাইফের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্টঃ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে যাওয়ার জন্য শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুই টেস্টে জয়ই পাখির চোখ ছিল ভারতের। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচে ড্র করে শুবমান গিলের দল। পঞ্চম দিনে প্রায় ৯০ ওভার বোলিং করেও চার উইকেট তুলতে পারেনি ভারতের বোলাররা। লড়াকু সেঞ্চুরিতে সোনাল দিনুশা একাই ভারতের থেকে ম্যাচ ছিনিয়ে নেন। এই ব্যর্থতার জন্য ভারতীয় দলের কড়া সমালোচনা করলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার মহম্মদ কাইফ। স্পষ্ট জানালেন, যথেষ্ট তথ্য জোগাড় ও হোমওয়ার্কের সুযোগ থাকলেও দিনুশার ব্যাটিংয়ে দুর্বলতা খোঁজার চেষ্টা করেনি ভারতীয় দল। বোলারদের পাশাপাশি কোচিং স্টাফদেরও এক হাত নিলেন তিনি। কলম্বোয় অপরাজিত ১৩৩ রান করে ফলো-অনের পরও শ্রীলঙ্কাকে ম্যাচ বাঁচাতে সাহায্য করেন দিনুশা। এই নিয়ে কাইফ স্পষ্ট জানান, ব্যর্থতার দায় শুধু শুবমান গিলের নয়। ভারতের পুরো বোলিং ইউনিট এবং কোচিং স্টাফকে এর দায়িত্ব নিতে হবে। কাইফের মতে, প্রত্যেক ব্যাটারেরই কোনও না কোনও দুর্বলতা থাকে। সেটা খুঁজে বের করে আক্রমণ করাই বোলারদের কাজ। তিনি বলেন, ''আমি শুধু গিলের কথা বলছি না। পুরো বোলিং ইউনিট এবং কোচিং স্টাফের কথা বলছি। গল টেস্টেও সেঞ্চুরি করেছিল দিনুশা। তাই সবার একসঙ্গে বসে আলোচনা করা উচিত ছিল কী ভাবে ওকে বিপাকে ফেলা যায়।'' তাঁর মতে, দিনুশার বিরুদ্ধে ভারত কম আক্রমণাত্মক স্ট্র্যাটেজি নিয়ে নেমেছিল। ভারতের হাতে পর্যাপ্ত তথ্য ও বিশেষজ্ঞরা থাকার পরেও দিনুশার দুর্বলতাকে কাজে লাগাতে না পারা ব্যর্থতা বলেই মনে করেন কাইফ। তিনি বলেন, ''এখানে ভারতের জাতীয় ক্রিকেট দলের কথা বলা হচ্ছে। এটা কোনও ক্লাব ক্রিকেটের ম্যাচ নয় যে আপনি দেরিতে পৌঁছেছেন। ভিডিয়ো অ্যানালিস্ট রয়েছেন, পরিসংখ্যান বিশেষজ্ঞ রয়েছেন এবং ছ'সাত জন কোচ রয়েছেন।'' কাইফের যুক্তি, প্রথম ইনিংসেই বোঝা গিয়েছিল ফুল লেংথে বল করলে দিনুশাকে আউটের সুযোগ তৈরি হতে পারে। ড্রাইভ খেলতে খুব একটা স্বচ্ছন্দ নন শ্রীলঙ্কার এই ব্যাটার। সেটা জেনেও পরিকল্পনামাফিক বোলিং করেননি ভারতীয় বোলাররা। ভারতের তরুণ বোলারদের অভিজ্ঞতার অভাবও এই সমস্যার অন্যতম কারণ হতে পারে বলে মনে করেন কাইফ। বিশেষ করে এমন পিচে টেস্ট ম্যাচের শেষ দিন পর্যন্ত বোলিং করার অভিজ্ঞতা তাঁদের খুব বেশি নেই। তাই দিনুশাকে আটকানোর কৌশল তৈরিতে বোলারদের সমস্যা হয়েছে বলে মনে করছেন প্রাক্তন ভারতীয় ব্যাটার।

পুরনো পয়েন্টের অঙ্কে ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে নীরজ চোপড়া

সংবাদ সংস্থা, জুরিখ, ২৮ আগস্টঃ জুরিখে ট্র্যাকে নামেননি। বর্শা হাতে নেননি। তা সত্ত্বেও ব্রাসেলসের মেগা ফাইনালের টিকিট পাকা করে ফেললেন নীরজ চোপড়া। দোহা এবং লুসানে অর্জিত পয়েন্টের সুবাদেই মরসুমের শেষ প্রতিযোগিতায় অনায়াসে জায়গা পেলেন টোকিও অলিম্পিকের এই সোনাজয়ী অ্যাথলিট। আগামী ৪ ও ৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে মেগা ডায়মন্ড লিগের ফাইনাল। ব্রাসেলসের সেই ট্র্যাকেই ফের একবার পদকের লক্ষ্যে নামবেন ভারতের এক নম্বর জ্যাভলিন থ্রোয়ার। গত ২৭ আগস্ট জুরিখ ডায়মন্ড লিগে পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো ইভেন্ট ছিল। কিন্তু সেখানে অংশ নেননি নীরজ। তাতে অবশ্য ফাইনালের রাস্তা আটকায়নি। আগের জোড়া পারফরম্যান্স তাঁকে নিরাপদে ফাইনালে পৌঁছে দেয়। গত ১৯ জুন দোহায় নিজের ডায়মন্ড লিগ মরসুম শুরু করেছিলেন তিনি। সেখানে ৮৫.৬৯ মিটার বর্শা ছুড়ে চতুর্থ স্থানে শেষ করেন। ঝুলিতে আসে ৫ পয়েন্ট। এরপর ২১ আগস্ট লুসানে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন। বর্শা ছোড়েন ৮৮.০৫ মিটার দূরে। চলতি মরসুমে এটাই নীরজের সেরা পারফরম্যান্স। সেখানে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করে আরও ৭ পয়েন্ট ঝুলিতে পোরেন নীরজ। দুই মিট মিলিয়ে তাঁর সংগ্রহ মোট ১২ পয়েন্ট। আর এই পয়েন্টের ভর করেই জায়গা করে নিলেন ব্রাসেলসের ফাইনালে। মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত মোট ১৪টি মিট নিয়ে আয়োজিত হয় এই লিগ।

যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারী পান ৮ পয়েন্ট। দ্বিতীয় থেকে অষ্টম স্থানাধিকারীদের যথাক্রমে ৭ থেকে ১ পয়েন্ট করে জোটে। নীরজের ১২ পয়েন্টের পাশাপাশি যোগ্যতা অর্জন পর্বে নজর কেড়েছেন কেনিয়ার জুলিয়াস ইয়েগো। জুরিখ মিটে ৮১.৬৬ মিটার ছুড়ে পঞ্চম স্থানে শেষ করেন তিনি। তাঁর মোট সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ১৩ পয়েন্টে। ফাইনালে নীরজের সামনে সবচেয়ে বড় বাধা হতে চলেছেন শ্রীলঙ্কার রুমেশ পাথিরাগে। শুক্রবার জুরিখে ৯২.০৭ মিটারের দানবীয় থ্রো করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তিনি।

ফের দুর্নীতির পাঁকে ফিফা, বিদ্ধ আর্জেন্তিনাও!

সম্প্রচার স্বত্ব পেতে ঘুষ, আদালতে দোষ কবুল বাবা-ছেলের

সংবাদ সংস্থা, জুরিখ, ২৮ আগস্টঃ বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থায় ফের কলঙ্কের দাগ। ফিফা দুর্নীতি কাণ্ডে এবার নয়া মোড়। আন্তর্জাতিক ফুটবল কর্তাদের ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ অবশেষে স্বীকার করে নিলেন আর্জেন্তিনার দুই স্পোর্টস মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ হুগো জিঙ্কিস এবং মারিয়ানো জিঙ্কিস। সম্পর্কে বাবা-ছেলে। সম্প্রচার বা মিডিয়া স্বত্ব হাতানোর জন্যই এই বিপুল অঙ্কের ঘুষ দিয়েছিলেন তাঁরা। তবে জেলের ঘানি টানতে হচ্ছে না তাঁদের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনজীবীদের সঙ্গে রফা করে আপাতত হাজতবাস এড়ালেন এই পিতা-পুত্র। মার্কিন প্রসিকিউটরদের সঙ্গে একটি বিশেষ চুক্তিতে সই করেছেন তাঁরা। ডিপিএ-র অধীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাঁদের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ তুলে নেবে। তবে এর জন্য নিজেদের দোষ স্বীকার করতে হয়েছে তাঁদের। ফিফা, কনকাকাফ এবং কনমেবলের সঙ্গে প্রতারণা করার যে জাল তাঁরা বুনেছিলেন, আদালতের কাছে তা অকপটে কবুল করেছেন হুগো ও মারিয়ানো। জরিমানা হিসেবে ৫০ মিলিয়ন ডলার বাজেয়াপ্ত করার শর্তেও সম্মতি জানিয়েছেন। বিচারের মুখোমুখি হওয়ার হাত থেকে বাঁচতেই এই আইনি রফার রাস্তা বেছে নেন অভিযুক্তেরা। আজকের এই স্বীকারোক্তি আসলে এক দশকের পুরনো এক কেলেঙ্কারিরই রেশ। ২০১৫ সাল। বিশ্ব ফুটবলে আছড়ে পড়ে দুর্নীতির সুনামি।

জালিয়াতির অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি পেতে জরিমানা হিসেবে ৫০ মিলিয়ন ডলার দিতে রাজি হয়েছেন। ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ৪২০ কোটি টাকা। আর্জেন্তিনার স্পোর্টস মার্কেটিং কোম্পানি 'ফুল প্লে'-র সহ-মালিক এই হুগো এবং মারিয়ানো। ব্যবসার পরিধি বাড়াতে দুর্নীতির আশ্রয় নেন দু'জনে। কোর্টের নথিপত্র অনুযায়ী, মোটা টাকার বিনিময়ে ফুটবল কর্তাদের কিনে নেন। নথিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, 'বিভিন্ন ফুটবল টুর্নামেন্টের লাভজনক মিডিয়া এবং মার্কেটিং স্বত্ব পাওয়ার প্রচেষ্টায় ফুটবল কর্তাদের বাণিজ্যিক ঘুষ হিসেবে কয়েক কোটি ডলার দিতে সম্মত হয়েছিলেন এবং তা দিয়েওছিলেন।' লক্ষ্য একটাই। যে কোনও মূল্যে টুর্নামেন্টগুলোর সম্প্রচার স্বত্ব নিজেদের পকেটে পোরা। বিশ্বকাপ বাছাই পর্ব থেকে শুরু করে কোপা আমেরিকার মতো মেগা টুর্নামেন্ট। সবেতেই নিজেদের একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করতে ওই বিপুল পরিমাণ অর্থ ঘুষ হিসেবে বিলিয়েছিলেন বাবা-ছেলে। আপাতত স্বস্তিতে জিঙ্কিস পরিবার। ডেফার্ড প্রসিকিউশন এগ্রিমেন্ট বা সুইজারল্যান্ডের জুরিখে ফিফার সদর দফতর থেকে শুরু করে আধিকারিকদের হোটেলে চলেছিল লাগাতার তল্লাশি। সেই বিশাল তদন্তের ধাক্কায় কেঁপে ওঠে গোটা ফিফা প্রশাসন। বাদ যায়নি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল কনফেডারেশনগুলোও। সেই মার্কিন তদন্তের সূত্র ধরে একের পর এক হাইপ্রোফাইল গ্রেফতারি, বিচার পর্ব এবং দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল দুনিয়াজুড়ে। অনেকেই নিজেদের দোষ স্বীকার করে নেন। সেই তদন্তের জালেই ফেঁসেছিলেন হুগো ও মারিয়ানো জিঙ্কিস। বিশ্ব ফুটবলে কোটি কোটি টাকার সম্প্রচার স্বত্ব বরাবরই এক লোভনীয় সোনার খনি। আর সেই খনি দখল করতে গিয়েই অন্ধকারে পথ হারিয়েছিলেন তাঁরা। অবশেষে দীর্ঘ আইনি টানাপোড়েনের পর নিজেদের দোষ স্বীকার করে বিপুল জরিমানার বিনিময়ে পার পেলেন এই জোড়া স্পোর্টস মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ। এই ঘটনা ফের একবার প্রমাণ করে দিল, আধুনিক ফুটবলের গ্ল্যামারের আড়ালে আজও লুকিয়ে রয়েছে দুর্নীতির এক বিশাল কালো জগৎ।

খাদের কিনারা থেকে দুরন্ত কামব্যাক!

প্রথম ভারতীয় হিসেবে গ্র্যান্ড চেস ট্যুর চ্যাম্পিয়ন প্রজ্ঞানন্দ

সংবাদ সংস্থা, সেন্ট লুইস, ২৮ আগস্টঃ বিশ্বদাবার মঞ্চে ইতিহাস। প্রথম ভারতীয় হিসেবে গ্র্যান্ড চেস ট্যুর জিতলেন আর প্রজ্ঞানন্দ। গতবারের চ্যাম্পিয়ন ফাবিয়ানো কারুয়ানাকে হারিয়ে এই নজির গড়লেন চেন্নাইয়ের গ্র্যান্ডমাস্টার। খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে এই অবিশ্বাস্য জয় বিশ্ব দাবার আঙিনায় রীতিমতো সাড়া ফেলেছে। ক্লাসিক্যাল গেমের পর ৩-৯ ব্যবধানে পিছিয়ে ছিলেন প্রজ্ঞানন্দ। ফাইনালে কারুয়ানার থেকে ছ'পয়েন্ট পিছিয়ে থাকায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আশা কার্যত তলানিতে ঠেকেছিল। কিন্তু সেন্ট লুইসে অসম্ভবকে সম্ভব করলেন তিনি। টানা দু'টি র‍্যাপিড গেম জিতে ১১-৯ ব্যবধানে এগিয়ে যান। এরপর প্রথম ব্লিটজ গেম ড্র হয়। দ্বিতীয়টিতে কারুয়ানা জিতলে স্কোর দাঁড়ায় ১২-১২। স্নায়ুর চরম চাপ। কিন্তু তৃতীয় ব্লিটজ গেমে ফের জয় ছিনিয়ে নেন ভারতীয় তারকা। শেষ গেমে জেতার সুযোগ থাকলেও 'থ্রিফোল্ড রিপিটেশন'-এর মাধ্যমে ড্র করেই কাঙ্ক্ষিত ট্রফি নিশ্চিত করেন প্রজ্ঞানন্দ। সব মিলিয়ে ছ'টি গেমের মধ্যে প্রজ্ঞানন্দ তিনটি জেতেন, দু'টি ড্র করেন এবং মাত্র একটিতে হারেন। জয়ের পর নিজের বিস্ময় গোপন করেননি প্রজ্ঞানন্দ। হাসতে হাসতে বলেন, ''সত্যি বলতে, আজ আমার জেতার খুব একটা সুযোগ আছে বলে মনে করিনি। ছ'পয়েন্টে পিছিয়ে থাকা মানে অনেকটা ব্যবধান। এই অবস্থায় জিততে হলে ঠিক যেটা আমি করেছি, সেটাই করতে হত।'' কারুয়ানার মতো কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এই জয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''ফাবির বিরুদ্ধে রোজ একটা করে জয় পাওয়া যায় না। সেখানে র‍্যাপিডে দুটো গেম জেতাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গত বছরের তুলনায় আমার র‍্যাপিড ও ব্লিটজ গেমে অনেক উন্নতি হয়েছে। এই ফরম্যাটে এটাই আমার সবচেয়ে বড় অগ্রগতি।'' বছরের শুরুটা প্রজ্ঞানন্দের জন্য ভাল হয়নি।

ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্টে দ্বিতীয়বার নেমেই ব্যর্থ। কিন্তু এরপর স্বপ্নের ফর্মে ফেরেন। নরওয়ে চেসে ম্যাগনাস কার্লসেনকে দু'বার হারিয়ে শিরোপা জয়। জেতেন সেন্ট লুইস র‍্যাপিড ও ব্লিটজ খেতাবও। সিঙ্কফিল্ড কাপেও যুগ্মভাবে শীর্ষস্থান দখল করেন। প্রজ্ঞানন্দের কথায়, ''ক্যান্ডিডেটস জিতলে ভাল লাগত ঠিকই। কিন্তু এই টুর্নামেন্ট জেতাও দারুণ একটা ব্যাপার। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের পরেই এই টুর্নামেন্টের স্থান। এই স্তরের প্রতিযোগিতায় জিততে গেলে অনেক মানসিক দৃঢ়তা লাগে। আমি শেষ পর্যন্ত লড়ে যেতে পেরে খুশি।'' এই মেগা জয়ের সুবাদে প্রজ্ঞানন্দের পকেটে ঢুকল ২ লক্ষ মার্কিন ডলার বা প্রায় ১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি ২০২৭ সালের ট্যুরে নিজের জায়গাও পাকা করে ফেললেন তিনি। সেন্ট লুইস ও সিঙ্কফিল্ড কাপ মিলিয়ে এই বছর মোট ৪ লক্ষ ৪ হাজার ৩৫৪ ডলার (প্রায় ৩.৪ কোটি টাকা) প্রাইজমানি জিতেছেন। টানা একমাস দাবার বোর্ডে মগ্ন থাকার পর প্রজ্ঞার পরবর্তী লক্ষ্য এখন দাবা অলিম্পিয়াড। আগামী ১৬ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর উজবেকিস্তানের সমরকন্দে খেতাব ধরে রাখার লড়াইয়ে নামবে ভারতীয় দল। সেখানেও অন্যতম প্রধান ভরসা প্রজ্ঞানন্দ।

শীর্ষে দল, আচমকাই পদত্যাগ মহামেডানের কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ আগস্টঃ কলকাতা লিগে ভালো ছন্দে রয়েছে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ১৮ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে নিজেদের গ্রুপের শীর্ষে। গত মরশুমে কঠিন সময় কাটিয়ে এ বার মহামেডানের এই পারফরম্যান্স তাদের মানসিক দিক থেকে চাঙ্গা রেখেছে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে ধাক্কা খেল সাদা কালো শিবির। আচমকাই কোচের পদ থেকে অবসর নিলেন মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু। বৃহস্পতিবার রাতে মেইল করে পদত্যাগপত্র পাঠান তিনি। কেন ছাড়লেন তা জানাননি। সাধারণত দল খারাপ খেললে কোচ সরানোর প্রথা রয়েছে কলকাতা ময়দানে। ছোট হোক বা বড় দল এটা চলছে। কিন্তু মেহরাজের ক্ষেত্রে ছবিটা উল্টো। তিনি নিজে থেকে পদত্যাগ করে মেইল করেছেন ক্লাবের সচিব ওয়াসিম আক্রম, সভাপতি গজল জাফরকে। সূত্রের খবর, নতুন মরশুমে চুক্তির সংক্রান্ত সমস্যার জন্যই সরে দাঁড়ালেন মেহরাজ। এটা মহামেডান দলে মেহরাজের দ্বিতীয় পর্ব। তিনি এর আগে দলের কোচ হয়েছিলেন, কলকাতা লিগে ভালো খেললেও তখন তাঁকে সরানো হয়েছিল। এর পর বিদেশি কোচ আন্দ্রে চের্নিশভকে কোচ করে আনা হয়। তিনি সরে দাঁড়ানোর পর ফের কোচ হিসেবে আসেন মেহরাজ। গত মরশুমে মহামেডানের কঠিন সময়ে তিনি দলকে টেনেছেন। আইএসএল-এ বিদেশিহীন দুর্বল দল নিয়ে তিনি খেলেছেন। দল আসন্ন মরশুমে আইএসএল-এ খেলতে নামবে কি না সেটা নিশ্চিত নয়। কিন্তু এ বার কলকাতা লিগে মহামেডান যেই খেলাটা খেলছে তা প্রশংসাযোগ্য। বর্তমানে কলকাতা লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনের গ্রুপ বি-তে মহামেডান ১৮ পয়েন্টে রয়েছে শীর্ষে। আটটা খেলে পাঁচটায় জয় ও তিনটেতে ড্র পেয়েছে তারা। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পুলিশ এসি ১৭ পয়েন্ট নিয়ে। সরকারিভাবে নির্দিষ্ট কারণ না জানালেও সূত্রের খবর, নতুন মরশুমের চুক্তি সংক্রান্ত জটিলতা ও মতানৈক্যের কারণেই তিনি নিজে থেকে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন। প্রিমিয়ার ডিভিশনের গ্রুপ বি-তে ৮ ম্যাচে ৫ জয় ও ৩ ড্র সহ মোট ১৮ পয়েন্ট নিয়ে বর্তমানে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষস্থানে রয়েছে মহামেডান স্পোর্টিং।

রাফিনিয়া ও লোপেজের গোলে বিলবাওকে হারাল বার্সেলোনা

ম্যাচ জুড়ে আক্রমণের জোয়ার বইয়ে দিল বার্সেলোনা। দারুণ সব সেভ করলেন উনাই সিমন। পোস্ট আর ক্রসবারও বাঁধ সাধল বারবার। এর মাঝেই দুই অর্ধে গোলের দেখা মিলল দুটি। আথলেতিক বিলবাওকে হারিয়ে লা লিগায় টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নিল হান্সি ফ্লিকের দল।

সংবাদ সংস্থা, বার্সেলোনা, ২৮ আগস্টঃ কাম্প ন্যুয়ে বৃহস্পতিবার রাতে লিগ ম্যাচটি ২-০ গোলে জিতেছে শিরোপাধারীরা। রাফিনিয়া দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর, ব্যবধান বাড়ান ফের্মিন লোপেজ। ম্যাচে মোট আটটি সেভ করে ব্যবধান আরও বড় হতে দেননি ২০২৬ বিশ্বকাপে সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার জয়ী সিমন। ৭০ শতাংশ পজেশন রেখে গোলের জন্য বার্সেলোনা শট নেয় মোট ২২টি, যার ১০টি লক্ষ্যে ছিল। বিলবাওয়ের পাঁচ শটের কোনোটিই লক্ষ্যে ছিল না। শুরু থেকে বল দখলে রাখার পাশাপাশি আক্রমণ শাণাতে থাকে বার্সেলোনা। নবম মিনিটে পেদ্রির কর্নারে এরিক গার্সিয়ার হেড অল্পের জন্য লক্ষ্যে থাকেনি। দুই মিনিট পর লামিন ইয়ামালের শট পোস্টের একটু বাইরে দিয়ে যায়। ১৯তম মিনিটে প্রথম লক্ষ্যে শট রাখতে পারে এলচেকে ৫-০ গোলে হারিয়ে অভিযান শুরু করা বার্সেলোনা। তবে ইয়ামালের শট ঝাঁপিয়ে এক হাতে দারুণভাবে ব্যর্থ করে দেন সিমন। এর চার মিনিট পর এগিয়ে যেতে পারত স্বাগতিকরা, কিন্তু রাফিনিয়ার চমৎকার হেড পোস্টে লেগে ফিরে আসে। ২৯তম মিনিটে অ্যান্থনি গর্ডনের নিচু ক্রস চমৎকারভাবে জালে জড়িয়ে দেন পেদ্রি, কিন্তু বিল্ড-আপের সময় ইয়ামাল অফসাইডে থাকায় গোল মেলেনি। ৩৭তম মিনিটে আর হতাশ হতে হয়নি বার্সেলোনাকে। পেদ্রির রক্ষণচেরা পাস ধরে বক্সে ঢুকে আগুয়ান গোলরক্ষককে কাটিয়ে ফাঁকা জালে বল পাঠান রাফিনিয়া। এবারের লিগে দুই ম্যাচে ব্রাজিলিয়ান তারকার গোল হলো তিনটি। পাঁচ মিনিট পর ব্যবধান বাড়তে পারত। ওয়ান-অন-ওয়ানে ইয়ামালের একেবারে কাছ থেকে নেওয়া শটটি অবিশ্বাস্যভাবে রুখে দেন সিমন। ইয়ামাল বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে, তিনি গোলটি করতে পারেননি! প্রথমার্ধে গোলের জন্য ৯টি শট নিয়ে তিনটি লক্ষ্যে রাখতে পারে বার্সেলোনা। এই সময়ে বিলবাও কেবল একটি শট নিতে পারে। দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হওয়ার ৬০ সেকেন্ডের মাথায়, বক্সের বাঁ দিকে বল পেয়ে গর্ডনের নেওয়া ভালো একটি শট ক্রসবারের কয়েক ইঞ্চি ওপর দিয়ে চলে যায়। ৫৩তম মিনিটে গোল পেতে পারতেন ইয়ামাল, প্রায় ২০ গজ দূর থেকে তার জোরাল শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। একটু পর বক্সের বাইরে থেকেই লোপেসের শট ঠেকান সিমন। ৬৩তম মিনিটে দুটি পরিবর্তন আনেন বার্সেলোনা কোচ। রাফিনিয়ার জায়গায় নতুন ক্লাবে অভিষেক হয় রদ্রির। আর মার্ক বের্নালের জায়গায় নামেন দানি ওলমো। ৭৫তম মিনিটে সমতায় ফিরতে পারত বিলবাও। সানসেতের শট হোয়ান গার্সিয়াকে পরাস্ত করলেও পোস্টে লাগে। ৮২তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ হয়। দুই মিনিট আগে বদলি নামা কারিম আডেইয়েমির বাঁ দিক থেকে বক্সে বাড়ানো বল নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেননি বিলবাও ডিফেন্ডার এমরিক লাপোর্ত্, বল চলে যায় লোপেসের পায়ে, ফাঁকা জালে পাঠিয়ে দেন তিনি। ৮৯তম মিনিটে কাছ থেকে আডেইয়েমির শট ফিরিয়ে দেন সিমন। যোগ করা সময়ে ইয়ামালের আরেকটি শটও ব্যর্থ করে দেন তিনি। দুই ম্যাচে দুই জয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উঠল বার্সেলোনা। সমান পয়েন্ট নিয়ে গোল পার্থক্যে দুইয়ে রিয়াল মাদ্রিদ।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com